আরবা'ঈন

সকল বিরুদ্ধবাদীর বিপক্ষে অকাট্য দলিল

লেখক
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

আরবা'ঈন

সকল বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে অকাট্য দলিল

মূল

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)

প্রকাশনায়

নাযারত নশর ও এশায়াত; কাদিয়ান

আরবা'ঈন

মূল | **হযরত মির্যা গোলাম আহমদ**
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)

ভাষান্তর | **মওলানা বশিরুর রহমান**
মুরুব্বী সিলসিলাহ্

প্রকাশনায় | নাযারত নশর ও এশায়াত; সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান; গুরদাসপুর;পাঞ্জাব

প্রকাশকাল | জানুয়ারী,২০২২ ভারত

সংখ্যা | ৫০০ কপি

সম্পাদনায় | বাংলা ডেস্ক; ভারত

মুদ্রণে | ফযল-এ-উমর প্রিন্টিং প্রেস; কাদিয়ান; গুরদাসপুর;পাঞ্জাব

Arbaeen

আরবা'ঈন

by
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad
The Promised Messiah & Imam Mahdi[as]
Translated into Bangla by
Maulana Bashirur Rahman
Murabbi Silsilah
Edited by
Bangla Desk, India
Edition
January 2022, India
Copies
500
Published by
Nazarat Nashr-o-Ishaat,
Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian, Gurdaspur,Punjab
Printed at
Fazle Umar Printing Press, Qadian,Gurdaspur,Punjab

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রকাশকের কথা

'আরবা'ঈন' হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম- এর একটি অনবদ্য গ্রন্থ । গ্রন্থটি তিনি উর্দু ভাষায় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ সর্বপ্রথম ২০১৮ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন জনাব মওলানা বশিরুর রহমান মুরুব্বী সিলসিলাহ্। গ্রন্থটির পিডিএফ ফাইল কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক ইউ. কে থেকে প্রকাশনার ছাড়পত্রের সাথে আমরা পাই। তাঁদেরই দায়িত্বে মূল প্রতিলিপিকে একেবারে অবিকৃত রেখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর অনুমোদনে গ্রন্থটি কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশ করা হচ্ছে। গ্রন্থটির রিভিউ এবং প্রুফ রিডিং করেছেন জনাব মওলানা রফিকুল ইসলাম (এম. এ) মুরুব্বী সিলসিলাহ্ এবং সম্পাদনা করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান।

মহান আল্লাহ্ তাআলা গ্রন্থটি ধর্মপ্রাণ ভাই-বোনদের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলুন। আমীন।

জানুয়ারী ২০২২

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশরও এশায়াত কাদিয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুখবন্ধ

রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত ঈসা (আ.) হিসাবে যখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) দাবী করেন তখন থেকে একদল আলেম তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে আসছেন। ঐ সকল বিরুদ্ধবাদীর বিপক্ষে অকাট্য দলিল প্রমাণ সাব্যস্তের লক্ষ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ২২ জুলাই ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে লাগাতার চল্লিশটি বিজ্ঞাপন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। এ লক্ষ্যে ২২ জুলাই ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে ৪ (চার) পৃষ্ঠার একটি বিজ্ঞাপন আরবা'ঈন নং-১ আকারে প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না আসে তাহলে ইনশাল্লাহ্ চল্লিশটি বিজ্ঞাপন পূর্ণ (প্রকাশ) হওয়া পর্যন্ত পনের দিন অন্তর-অন্তর একটি করে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকবে। এসব বিজ্ঞাপন প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে স্বয়ং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নিজেই আরবা'ঈনের ১নং খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লেখ্য করেন, 'এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে কেবল এ উদ্দেশ্যে যে, খোদা তা'লা কার পক্ষে অদৃশ্যের বিষয়াবলী ও অলৌকিক নির্দশনাবলী প্রকাশ করেন এবং দোয়াসমূহ গ্রহণ করেন।'

আল্লাহ তা'লা কর্তৃক যারা প্রেরিত হয়ে থাকেন তাদের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য মহান খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে সূরা আল হাক্কা (আয়াত: ৪৫-৪৮) তে কিছু মাপকাঠি উল্লেখ করেছেন। আর সেই মোতাবেক পূর্ববর্তী ধর্ম গ্রন্থ গুলোতেও এ বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে সূরা আল হাক্কার আয়াত অনুযায়ী মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ওহী-ইলহাম লাভের দীর্ঘ মেয়াদকে সত্যতার মানদণ্ড হিসাবে উল্লেখ করে নিজের প্রতি অবতীর্ণ ওহী-ইলহামসমূহের কিছু কিছু তুলে ধরে নিজের সত্যতার দলিল উপস্থাপন করেছেন।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আরবা'ঈনের খন্ডগুলো খুবই সংক্ষেপে অর্থাৎ এক, দুই বা ক্ষেত্র বিশেষে তিন পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন আকারে লেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আরবা'ঈনের প্রথম খণ্ড ছাড়া অন্য খন্ডগুলো অর্থাৎ ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ খন্ডগুলো পুস্তিকার ন্যায় হয়ে যায়। এছাড়া হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যে

মহান উদ্দেশ্যে আরবা'ঈনের খণ্ডগুলো লেখা শুরু করেছিলেন সে উদ্দেশ্যগুলো পূর্ণ হয়ে যাওয়াতে তিনি (আ.) নিজেই বলেন, 'আমি নিজে এ ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম যে, এই আরবা'ঈন প্রবন্ধের (৪০) চল্লিশটি বিজ্ঞাপন পৃথকপৃথক প্রকাশ করব। আমার ধারণা ছিল, কেবল এক পৃষ্ঠা অথবা কখনো দেড় পৃষ্ঠা সর্বোচ্চ দুই পৃষ্ঠার আর কখনো হয়ত তিন-চার পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন লেখার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। কিন্তু এমন দৈব ঘটনাসমূহ সামনে আসল যে, এর বিপরীত পরিস্থিতি হল আর দুই, তিন ও চার নম্বর (খণ্ডগুলো) পুস্তিকার রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন এ পুস্তিকা (৪র্থ খণ্ড) সত্তর (৭০) পৃষ্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেছে আর বাস্তবে আমার যা ইচ্ছা ছিল সেই বিষয় পূর্ণ হয়েছে।' (আরবা'ঈন, সংখ্যা ৪, রুহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪২)

দোয়া করছি মহান খোদা তা'লা পবিত্র কুরআন ও পূর্ববর্তী ধর্ম গ্রন্থের আলোকে মহাপুরুষদের সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড অনুযায়ী সকল সত্যান্বেষী ধর্মপ্রাণ ভাইবোনদেরকে এ পুস্তকে উপস্থাপিত সত্য অনুধাবন ও গ্রহণের রাস্তা সুপ্রশস্ত করুন। আমীন।

মোবাশশের-উর-রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের নিবেদন

মহান খোদা তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে জগতে ইসলামের পুনর্জাগরণ ও ইসলামী শরিয়ত পূর্ণপ্রতিষ্ঠাকল্পে মসীহ ও মাহদী রূপে প্রেরণ করেন। এ মহান দায়িত্ব পালনার্থে তাঁর স্বপক্ষে আল্লাহ তা'লার অজস্র ঐশী নির্দশন প্রকাশ পেয়েছে তা সত্ত্বেও প্রত্যাদিষ্ট মহা মানবদের বিভিন্নভাবে অকল্পনীয় বিরোধীতা হয় যা বস্তুত সেই মহামানবদের সত্যতার প্রমাণ হয়ে থাকে।

প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) সকল বিরোধীকে তাঁর প্রতি অবিরাম বর্ষিত ঐশী সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন প্রত্যক্ষ করার জন্য 'আরবা'ঈন লেইত্মামিল হুজ্জাতে আ'লাল মুখালেফীন' (অর্থাৎ আরবা'ঈন: সকল বিরুদ্ধবাদীর বিপক্ষে অকাট্য দলিল) ২২ জুলাই ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে লেখা আরম্ভ করেন। তিনি (আ.) মূলত ১ বা ২ আর ক্ষেত্র বিশেষে ৩ পৃষ্ঠা আকারে ৪০ টি বিজ্ঞাপন এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ১ম সংখ্যা প্রকাশের পর পরবর্তী ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যাগুলো আকারে দীর্ঘ হয়ে যাওয়াতে আর বিজ্ঞাপন লেখার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাওয়াতে ৪র্থ সংখ্যায় তিনি তাঁর বিজ্ঞাপন লেখার ইতি টেনে লেখেন, 'বাস্তবে আমার যা ইচ্ছা ছিল সে বিষয় পূর্ণ হয়েছে। এ কারণে আমি এ পুস্তিকাসমূহকে চারটি সংখ্যায় শেষ করছি ভবিষ্যতে আর প্রকাশ হবে না।' (আরবা'ঈন, সংখ্যা ৪, রুহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪২)

আরবা'ঈনের এই খণ্ডগুলোতে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) টীকাসমূহের সমাপ্তিতে 'মিনহু' (অর্থ; তাঁর পক্ষ থেকে) অর্থাৎ, লেখকের পক্ষ থেকে শব্দ ব্যবহার করেছেন তাই পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে টীকার সমাপ্তিতে '-লেখক' শব্দটি যুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

আরবা'ঈনের খণ্ডসমূহে লেখক ক্ষেত্র বিশেষে কুরআনের আয়াত বা আয়াতের অংশ উদ্ধৃত করেছেন। পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্য ঐ সকল আয়াত ও অংশ বিশেষের উচ্চারণ বাংলায় দেয়া হয়েছে। এছাড়া লেখক নিজে যেখানে অর্থ করেননি সেখানে বন্ধনির ভিতর অনুবাদকের পক্ষ থেকে বাংলা অনুবাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) আরবা'ঈনের এই খণ্ডগুলোতে যে আরবী ইলহাম উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোর অধিকাংশ তিনি নিজেই উর্দুতে অনুবাদ করে দিয়েছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে ইলহামগুলোর অনুবাদ তাঁর উর্দু অনুবাদ থেকে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। এছাড়া অংশ বিশেষের অনুবাদ জামা'তের পক্ষ থেকে প্রকাশিত অনুবাদ থেকে নেয়া হয়েছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ পথ পারি দিয়ে অনুবাদটি সুসম্পন্ন করতে পারায় সর্ব প্রথম আমি মহান আল্লাহ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া এই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি লেখা, টাইপ করা, প্রুফ দেখা, ভাষাগত বিষয়টি দেখা এবং চূড়ান্ত বিন্যাসে যারা যেভাবে অবদান রেখেছেন এবং সহযোগিতা করেছেন সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মহান আল্লাহ তা'লা সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন

বশিরুর রহমান
মুরুব্বী সিলসিলাহ্
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

লেখক পরিচয়

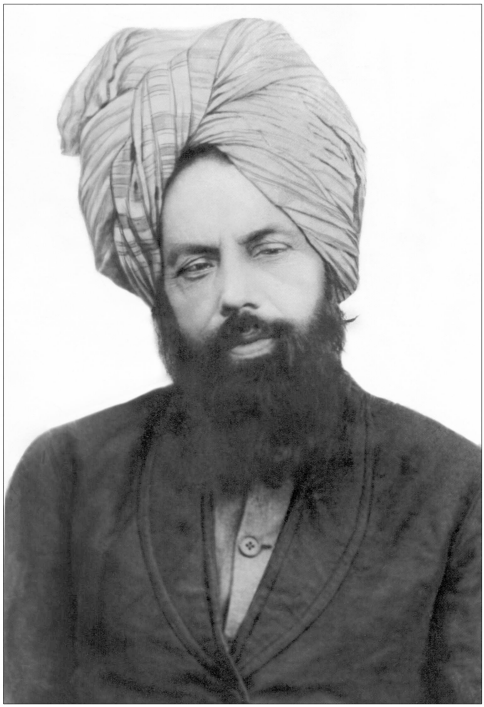

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম,

[জন্ম ঃ ১২৫০ হিঃ; ১৮৩৫ খৃ. মৃত্যু ঃ ১৩২৬ হিঃ; ১৯০৮ খৃ.]

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি

ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০ টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-র ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন যে, তিনি তাঁকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবী করেন যে; তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহমদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কুরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.)-র পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

ٹائیٹل بار اول

الحمد للہ والمنہ

کہ تمام مخالفوں پر الٰہی حجّت پوری کرنے کے لئے

یہ رسالہ

جس کا نام ہے

اربعین

لاتمام الحجّۃ علی المخالفین

بمقام قادیاں مطبع ضیاء الاسلام میں باہتمام حکیم فضلدین صاحب

مالک مطبع چھپکر شایع

ہوا

جلد ۷۰۰ ۱۵- دسمبر ۱۹۰۰ء قیمت ۵ر

প্রথম প্রকাশের প্রচ্ছদ

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ তা'লার
যিনি সকল বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে
ঐশী দলিল-প্রমাণকে পূর্ণতা দানের জন্য
এ সন্দর্ভ লিখিয়েছেন, যার নাম–

আরবা'ঈন

"লে ইত্‌মামিল হুজ্জাতে আ'লাল মুখালেফীন"
সকল বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে অকাট্য দলিল

হাকীম ফযল দ্বীন মালিক সাহেবের সম্পাদনায়
কাদিয়ানের যিয়াউল ইসলাম প্রেস থেকে
মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

৭০০ কপি, ১৫ ডিসেম্বর ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ
মূল্য ৫ আনা

উপদেশ: ঐ সকল বন্ধু যাদের নিকট বিভিন্ন সময় এ সংখ্যা পৌঁছাতে থাকবে তাদের উচিত তারা যেন এগুলোকে ধারাবাহিকভাবে একত্রিত করতে থাকেন অতঃপর একটি প্রবন্ধের আকৃতি দেন। এ প্রবন্ধের নাম হবে 'আরবা'ঈন লে ইত্মামিল হুজ্জাতে আ'লাল মুখালেফীন' (আরবা'ঈন: সকল বিরুদ্ধবাদীর বিপক্ষে অকাট্য দলিল)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى

(আমরা তাঁর প্রশংসা এবং আশিষ কামনা করি।)

আরবা'ঈন: ক্রমিক নং-১

আমি আজ বিরুদ্ধবাদী এবং অস্বীকারকারীদের সম্বোধন করে চূড়ান্ত যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের লক্ষ্যে চল্লিশটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার* সংকল্প করেছি, যেন পরকালে মহিমান্বিত এক ও অদ্বিতীয় সত্তার দরবারে আমার পক্ষ থেকে এটি প্রমাণিত হয়, আমি যে কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছিলাম, আমি তা সম্পন্ন করেছি। সুতরাং এখন আমি অতীব বিনয় ও শিষ্টাচারের সাথে সম্মানিত মুসলমান ও খ্রিস্টান ধর্মের আলেমদের, হিন্দু পন্ডিত ও আর্যদের এ বিজ্ঞাপন প্রেরণ করছি এবং জানাচ্ছি, আমি চারিত্রিক, বিশ্বাসগত ও ঈমানের দুর্বলতাসমূহ এবং ভুলভ্রান্তির সংশোধনের জন্য পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।

*** টীকা:** এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না আসে তাহলে ইনশাল্লাহ চল্লিশটি বিজ্ঞাপন পূর্ণ (প্রকাশ) হওয়া পর্যন্ত পনের দিন অন্তর-অন্তর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকবে অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিরুদ্ধবাদী নোংরা যুক্তি প্রদান পরিহার করে, যার দুর্গন্ধ প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারে, পরিষ্কার মন-মানসিকতা নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে আমার ন্যায় কোন নির্দশন প্রদর্শন করবে। তবে স্মরণ রাখা উচিত, কারও সাথে কোন মুবাহেলা কিংবা কোন বিরুদ্ধবাদীর সত্তা সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করার উদ্দেশ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়। বরং এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে কেবল এ উদ্দেশ্যে যে, খোদা তা'লা কার মাধ্যমে অদৃশ্যের বিষয়াবলী ও অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেন এবং দোয়াসমূহ গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত বিষয়াদি নিয়ে মাথা ঘামানো, মুবাহেলা ও একে অপরকে অভিশাপ দেয়া– এ উভয় বিষয় এর বাইরে থাকবে। সাধারণ শান্তিভঙ্গ ও সরকারের ইচ্ছার পরিপন্থী অথবা বিশেষ কোন ব্যক্তির লাঞ্ছনা বা মৃত্যু এরূপ প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণী থেকে বিরত থাকা হবে। -লেখক

আমি হযরত ঈসা (আ.)-এর বৈশিষ্ট্যে এসেছি, এ অর্থেই আমি প্রতিশ্রুত মসীহ বলে আখ্যায়িত হয়েছি।

কেননা আমাকে কেবল অলৌকিক নিদর্শনাবলী ও পবিত্র শিক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীতে সত্যকে ছড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি ধর্মের জন্য তরবারি ধারণ করা এবং খোদার বান্দাদের হত্যা করার বিরোধী। মুসলমানদের মধ্য হতে যথাসম্ভব সেসব ভুলভ্রান্তি দূর করে তাদের পবিত্র চরিত্র, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতার পথে আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি। আমি সকল মুসলমান, খ্রিস্টান, হিন্দু এবং আর্যদের সম্মুখে এ কথা স্পষ্ট করছি, পৃথিবীতে কেউ আমার শত্রু নয়। আমি মানবজাতিকে স্নেহময়ী মা যেভাবে নিজের সন্তানদের ভালোবাসে তদপেক্ষাও বেশি ভালোবাসি। আমি কেবল সেসব ভ্রান্ত মতবাদের বিরোধী যার মাধ্যমে সত্যের বিনাশ হয়। মানুষকে ভালোবাসা আমার কর্তব্য। এছাড়া মিথ্যা, শিরক, যুলুম, সকল প্রকার অপকর্ম, অন্যায় এবং অনৈতিক আচার-আচরণের প্রতি অসন্তুষ্টি হচ্ছে আমার নীতি।

আমার প্রেরণার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে এই: আমি একটি স্বর্ণের খনি আবিষ্কার করেছি আর গুপ্তভাণ্ডারের খোঁজ পেয়েছি। সৌভাগ্যবশত আমি সেই খনি থেকে একটি দীপ্তিমান দুষ্প্রাপ্য হীরা পেয়েছি। সেটি এত মূল্যবান যে, আমি যদি সেই সম্পদ নিজের সে সকল মানবজাতি ভাইদের মাঝে বণ্টন করে দিই তাহলে আজকের পৃথিবীতে সর্বাধিক স্বর্ণ এবং রূপার অধিকারী ব্যক্তির তুলনায় তাদের প্রত্যেকে অধিক সম্পদশালী হয়ে যাবে। সেই হীরা কী? **সত্য খোদা,** আর তাঁকে লাভ করা হচ্ছে তাঁকে জানা, তাঁর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনয়ন করা ও তাঁর সাথে সত্যিকারের প্রেমবন্ধন রচনা করা এবং তাঁর নিকট থেকে যথার্থ কল্যাণ লাভ করা। সুতরাং এত সম্পদ লাভ করে আমি যদি মানবজাতিকে এ থেকে বঞ্চিত রাখি, তাহলে তা হবে চরম অন্যায়। তারা ক্ষুধায় মরবে আর আমি ভোগবিলাসে মত্ত থাকব, আমার দ্বারা তা কখনো হবে না। তাদের অভাব ও অনাহার দেখে আমার হৃদয় বিধ্বস্ত হয়ে চলেছে। তাদের অন্ধকারঘন এবং সংকীর্ণ জীবনযাত্রা দেখে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে আসছে। আমি চাই, ঐশী সম্পদে তাদের ঘর ভরে যাক আর তারা সত্য ও বিশ্বাসের এত মণি-মাণিক্য লাভ করুক যেন তাদের সামর্থ্যের গোলা পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

যদি কোন স্বার্থপরতা বাধ না সাধে তবে নিঃসন্দেহে প্রত্যেক প্রজাতি এমন কি

পিঁপড়াও নিজ প্রজাতিকে ভালোবাসে। সুতরাং যে ব্যক্তি খোদা তা'লার দিকে আহ্বান করে তাঁর উচিত সে যেন সর্বাধিক ভালোবাসা প্রদর্শন করে। অতএব আমি মানবজাতিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। তবে আমি তাদের অপকর্ম ও সব ধরনের যুলুম, অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহের শত্রু, কোন ব্যক্তির শত্রু নই। এ কারণে আমি যে ধনভাণ্ডার লাভ করেছি তা বেহেশতের সকল ধনভাণ্ডার ও নিয়ামতরাজির চাবি। সেটিকে ভালোবাসার প্রেরণায় মানবজাতির সম্মুখে উপস্থাপন করছি। আর আমার সম্পদ লাভ করার বিষয়টি হচ্ছে, সত্যিকার অর্থে হীরা, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের শ্রেণীভুক্ত। সহজলভ্য কোন নকল জিনিস নয়, সেসব দিরহাম, দিনার এবং মণি-মাণিক্যে সরকারি মুদ্রার মোহরাঙ্কিত রয়েছে। অর্থাৎ, আমার কাছে সেসব স্বর্গীয় সাক্ষ্য রয়েছে যা অন্য কারো কাছে নেই। আমাকে অবগত করা হয়েছে, সকল ধর্মের মাঝে ইসলামই সত্য ধর্ম। আমাকে অবহিত করা হয়েছে, সব হেদায়াতের মধ্যে কেবল কুরআনের হেদায়াতই উৎকর্ষতার পরম মার্গে উপনীত এবং মানুষের হস্তক্ষেপ থেকে পবিত্র। আমাকে বোঝানো হয়েছে, সকল রাসূলের মাঝে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদানকারী এবং উন্নত মার্গের পবিত্র ও পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষাদানকারী এবং মানবীয় পরাকাষ্ঠাসমূহ নিজের জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হচ্ছেন কেবল হযরত সৈয়্যদনা ও মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমাকে খোদা তা'লার পাক ও পবিত্র ওহীর মাধ্যমে সংবাদ দেয়া হয়েছে, আমি তাঁর পক্ষ থেকে মসীহ মাওউদ ও যুগ মাহদী আর বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ বিরোধসমূহের 'হাকাম' (অর্থাৎ, মীমাংসাকারী)। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে এই উভয় নামে সম্বোধন করেছেন; তাই আমার নাম মসীহ ও মাহদী রাখা হয়েছে। এছাড়া খোদাও সরাসরি নিজ বাক্যালাপে আমার এ নামই রেখেছেন। উপরন্তু যুগের বর্তমান অবস্থাও দাবি করছিল যেন এটিই আমার নাম হয়। বস্তুত আমার নামসমূহের সমর্থনে এ তিনটি সাক্ষ্য রয়েছে। আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতি আমার খোদাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাঁর পক্ষ থেকে এসেছি, তিনি আপন নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। ঐশী নিদর্শনসমূহে কেউ যদি আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে তাহলে আমি মিথ্যাবাদী। দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে কেউ যদি আমার সমমর্যাদায় পৌঁছতে পারে তাহলে আমি মিথ্যাবাদী। কুরআনের সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে কেউ যদি আমার সমকক্ষ হতে পারে তাহলে আমি মিথ্যাবাদী। অদৃশ্যের গোপন বিষয়াদী ও রহস্যাবলী– যা খোদার অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে

সময়ের পূর্বে আমার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাতে কেউ যদি আমার সাথে সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে, তাহলে আমি খোদার পক্ষ থেকে নই।

এখন কোথায় সে সকল পাদ্রী সাহেব! যারা বলতেন, না'উযুবিল্লাহ আমাদের নেতা ও সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) থেকে কোন ভবিষ্যদ্বাণী বা অলৌকিক বিষয় প্রকাশিত হয়নি। আমি সত্য সত্য বলছি, পৃথিবীতে কেবল তিনি একজনই উৎকর্ষ মানব অতিবাহিত হয়েছেন যার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ, দোয়াসমূহ গৃহীত হওয়া এবং অন্যান্য অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রকাশ পাওয়া এমন একটি বিষয়, যা এখন পর্যন্ত উম্মতের সত্যিকার আনুগত্যকারীদের মাধ্যমে তরঙ্গিত নদীর ন্যায় বহমান। ইসলাম ব্যতিরেকে সে ধর্ম কোথায় আর কোথায় সে ব্যক্তি যে নিজের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য ও শক্তি ধারণ করে? সে মানুষ কোথায় এবং কোন দেশে বসবাস করে, যারা ইসলামের কল্যাণরাজি এবং নিদর্শনসমূহের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে? মানুষ যদি ঐশী তত্ত্বজ্ঞানশূন্য ধর্মের অনুসারী হয়, তাহলে সে নিজের ঈমানকে ধ্বংস করে। ধর্ম সেটিই যা জীবন্ত ও জীবনের স্পন্দন নিজের মাঝে ধারণ করে আর জীবিত খোদার সাথে সাক্ষাৎ করায়। আমি কেবল এ দাবিই করি না যে, খোদা তা'লার পাক ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্যের বিষয়াবলী ও অলৌকিক নির্দশন আমার নিকট প্রকাশিত হয় বরং এটিও বলি, যে ব্যক্তি হৃদয়কে পবিত্র করে খোদা এবং তাঁর রাসূলের সাথে সত্যিকারের ভলোবাসা পোষণ করে আমার আনুগত্য করবে, সেও খোদা তা'লা থেকে এ পুরস্কার লাভ করবে। তবে স্মরণ রেখো! সকল বিরুদ্ধবাদীর জন্য এ দ্বার রুদ্ধ। যদি রুদ্ধ না হয়ে থাকে, তাহলে ঐশী নিদর্শনাবলীর ক্ষেত্রে কেউ আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক। স্মরণ রাখবে! কখনো করতে পারবে না। সুতরাং এটি ইসলামের বাস্তবতা এবং আমার সত্যতার একটি জীবন্ত দলিল। আরবা'ঈনের প্রথম সংখ্যা শেষ হল।

والسلام علىٰ من اتّبع الهدىٰ

(এবং যে হেদায়াতের অনুসরণ করে তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।)

কাদিয়ান
২৩ জুলাই ১৯০০
যিয়াউল ইসলাম প্রেস, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত

বিজ্ঞাপনদাতা
মির্যা গোলাম আহমদ
মসীহ মাওউদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمدهٗ ونصلی

(আমরা তাঁর প্রশংসা ও আশিস কামনা করি।)

আরবা'ঈন: ক্রমিক নং-২

رب اغفر ذنوبنا واهد قلوبنا انک الذّ الاشياء ان يُسْقَ☆ جرعة من عرفانک ولا يُسْقٰى الّا بفضلک وامتنانک. ربّ انّى اشکو الٰى حضرتک من مصيبةٍ نزلت علٰى هٰذه الامة من انواع الفتن والتفرقة. ربّ اَدْرک فاِنّ القوم مُدْرَکون.

(অর্থাৎ, 'প্রভু! তুমি আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের হেদায়াত দান কর। আর নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে সুমিষ্ট (সত্তারূপী) পানীয় যার তত্ত্বজ্ঞানের একঢোঁক হলেও পান করা উচিত। তোমার কৃপা ও অনুগ্রহ ছাড়া তা পান করা সম্ভব নয়। প্রভু-প্রতিপালক! আমি তোমার সমীপে এ উম্মতে ছেয়ে যাওয়া বিভিন্ন ধরনের নৈরাজ্য ও ভেদাভেদের ফরিয়াদ করছি। প্রভু-প্রতিপালক! তুমি জান, নিশ্চিতরূপে জাতি শত্রুর হাতে ধৃত হয়েছে।')

মানুষকে যেহেতু খোদা তা'লার ইবাদত ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সেজন্য খোদা তা'লা চান, মানুষ যেন তাঁর ইবাদত এবং তত্ত্বজ্ঞান অর্জনে উন্নতি লাভ করে। যখনই এমন কোন যুগ আসে যখন দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ বস্তুবাদিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়, পার্থিবতার সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে এবং ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে; অপরদিকে খোদা তা'লার ভালোবাসা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং আকাঙ্ক্ষা হৃদয় থেকে হারিয়ে যায় আর খোদাকে চেনার রাস্তাসমূহ দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায় এবং খোদা তা'লার অতীত নিদর্শনাবলী যা তাঁর পবিত্র নবীদের হাতে প্রদর্শিত হয়েছিল তাতে হয়ত কেবল কিস্‌সা কাহিনী হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়– যার মাধ্যমে হৃদয়ের পরিবর্তন, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় না।

☆ **টীকা:** প্রথম এডিশনে লিপিকারের ভুলে ان يُسْقَ ছেপেছে। সঠিক হচ্ছে, اَنْ يُسْقٰى। যেমন কিনা পরবর্তী লাইনে সঠিক শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। (প্রকাশক)

বরং এগুলোর কোন প্রভাব ও মর্যাদা হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকে না বা এগুলোকে কেবল মিথ্যা মনে করা হয়; উপরন্তু এগুলোকে নিয়ে হাসি-বিদ্রুপ করা হয়। যেমন, বর্তমানে 'নেচারী' সাহেবগণ (স্যার সৈয়্যদ আহমদ খান সাহেবের অনুসারীগণ) অথবা ব্রাহ্মসমাজীদের মধ্য হতে অধিকাংশ লোক এমনই মনে করে। বস্তুত এমন যুগে এবং এমন সময়ে খোদা চেনার জ্যোতি যখন ক্ষীণ হতে হতে পরিশেষে আত্মা সহস্র অন্ধকার আবরণে ঢেকে যায় বরং অধিকাংশ মানুষ নাস্তিকদের ন্যায় হয়ে যায় আর পৃথিবী পাপ, ঔদাসীন্য এবং ঔদ্ধত্যে ভরে যায় তখন খোদা তা'লার আত্মাভিমান, প্রতাপ এবং মর্যাদা এটিই চায় যে, পুনরায় তাঁর আপন সত্তা মানুষের নিকট প্রকাশিত হোক। সুতরাং তাঁর আদি রীতি অনুসারে আমাদের এ যুগে যখন এমনই অবস্থা ও লক্ষণাবলীর সমাহার ঘটেছে তখন খোদা তা'লা আমাকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঈমান এবং তত্ত্বজ্ঞান নবায়নের জন্য প্রেরণ করেছেন আর তাঁর সমর্থন ও কৃপায় আমার হাতে ঐশী নির্দশন প্রদর্শিত হয়ে থাকে, তাঁর ইচ্ছা ও প্রজ্ঞানুযায়ী দোয়াসমূহ গৃহীত হয় আর অদৃশ্যের বিষয়াবলী অবগত করা হয়, কুরআনের তথ্য, তত্ত্বজ্ঞান ও বাস্তবতা বর্ণনা করা হয় এবং শরীয়তের জটিল ও কঠিন বিষয়ের সমাধান করা হয়ে থাকে। আমি সেই দয়ালু ও মহাপরাক্রমশালী খোদার শপথ করে বলছি যিনি মিথ্যার শত্রু এবং মিথ্যাবাদীকে ধ্বংসকারী, আমি তাঁর পক্ষ থেকে এসেছি আর তাঁর প্রেরণের কল্যাণে সঠিক সময়ে এসেছি, তাঁর নির্দেশে দাঁড়িয়েছি, প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি আমার সাথে আছেন। তিনি যে কাজের সংকল্প করেছেন তা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমাকে এবং আমার জামা'তকে বিনষ্ট করবেন না আর ধ্বংসে নিপতিত করবেন না। চতুদর্শ শতাব্দীর শিরোভাগে জ্যোতির পরিপূর্ণতার জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার সত্যায়নে রমযানে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত করেছেন। এছাড়া পৃথিবীতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিয়েছেন যা সত্যান্বেষীদের জন্য যথেষ্ট ছিল আর এভাবে তিনি নিজের পরম মার্গের যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। বাস্তবে কোন ব্যক্তি আমার প্রতি কোন দোষারোপ করতে পারবে না আর আমার নিদর্শনসমূহে কোন আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে না, কেননা তারা আমার এমন কোন দোষ দেখাতে পারবে না, আর আমার কোন ঐশী নিদর্শনেও এমন কোন ত্রুটি দেখাতে পারবে না যেই ত্রুটিবিচ্যুতি পূর্ববর্তী নবীদের কতক নিদর্শনের ক্ষেত্রে তাঁদের শত্রুরা তাঁদের দেখায়নি, যার প্রকৃত মর্ম সে সকল বিদ্বেষীরা বুঝতেই পারেনি। সুতরাং যদি আমার বিরুদ্ধবাদীদের

মাঝে সামান্যতমও সততা থাকে তাহলে তারা নির্বিঘ্নে কিছু সংখ্যক ভদ্র ও সম্মানিত মানুষের একটি সংক্ষিপ্ত সভা আয়োজন করে এমন কিছু বিষয় আমার সম্মুখে উপস্থাপন করুক– যা তাদের ধারণায় সে সকল ত্রুটিবিচ্যুতির অন্তর্ভুক্ত বা এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপন করুক, যা পূর্ণ হয়নি বলে তারা মনে করছে। তবে সেসব বিষয় এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যার দৃষ্টান্ত (পূর্ববর্তী) নবীগণের জীবনচরিত বা তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীতে খুঁজে না পাওয়া যায়। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, তারা যদি এমন সজ্জন ও জ্ঞানীদের সভায় এটি নিস্পত্তি করাতে চায় তাহলে অবশ্যই প্রমাণিত হবে যে, তারা কেবল অপবাদ ও মিথ্যারোপকারী। কারো অনুপস্থিতিতে আলোচনাকে তো কেবল গীবতই (অর্থাৎ, পরচর্চা) বলা যায়, এর বেশি কিছু তো নয়। এতে কিছু প্রমাণিত হয় না, কেননা গীবতকারী ব্যক্তি একা হওয়ার কারণে এতে সকল প্রকারের মিথ্যা ও অপবাদের অনেক সুযোগ থেকে যায়। সুতরাং নিঃসন্দেহে এমন পরচর্চা যে সভায় শোনা হয়ে থাকে, সেটি খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পুণ্যবানদের সভা নয়। মানুষ যদি নিজের হৃদয়ে সত্য সন্ধানের প্রতি আগ্রহ রাখে তাহলে যে বিষয় সে বুঝে না, সেটি তার জিজ্ঞেস করে নেয়া উচিত। আমার প্রতি যদি এ আপত্তি উত্থাপন করা হয়, আমার কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি অথবা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি যদি নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের বরাতে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সত্য প্রমাণ না করে দিই যে, বস্তুত সেসব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে বা কিছু পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে অপেক্ষার দাবি রাখে আর সেগুলো ঐ ধরনেরই যেমন নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ছিল– তবে নিঃসন্দেহে আমি প্রত্যেক বৈঠকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হব। কিন্তু আমার বিষয়সমূহ যদি নবীগণের বিষয়সমূহের মত হয় তাহলে যে আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয় তার খোদাভীতি নেই। কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি আমার প্রতি এ আপত্তিও উত্থাপন করে থাকে, এ ব্যক্তির জামা'ত তার জন্য 'আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম' বাক্য ব্যবহার করে অথচ এমনটি করা হারাম। এর উত্তর হচ্ছে, আমি প্রতিশ্রুত মসীহ; আর অন্যদের 'সালাত' বা 'সালাম' বলা তো একদিকে স্বয়ং মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর সাক্ষাত পাবে তার উচিত হবে তাঁকে আমার সালাম পৌঁছানো। হাদীস এবং হাদীসের সকল তফসীরে মসীহ মাওউদ সম্পর্কে শত শত জায়গায় সালাত ও সালাম শব্দ লিপিবদ্ধ আছে। অতএব আমার সম্পর্কে যেখানে নবী (সা.) এই শব্দ ব্যবহার করেছেন, সাহাবা (রা.) ব্যবহার করেছেন বরং খোদা তা'লা বলেছেন; তাই আমার জামা'তের

আমার সম্পর্কে এ বাক্য ব্যবহার কেমন করে হারাম হয়ে গেল? স্বয়ং কুরআন শরীফে সাধারণভাবে সকল মু'মিনদের জন্য সালাত এবং সালাম দু'টি শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের নেতা মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন বাটালভী যেহেতু 'বারাহীনে আহমদীয়ার' রিভিউ লেখেছিল, সেহেতু তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত, উল্লেখিত বইয়ের ২৪২ পৃষ্ঠায় এই ইলহাম লিপিবদ্ধ পেয়েছিল কি না?

اصحاب الصُفّة. وما ادراک ما اصحاب الصُفّة تریٰ
اعینهم تفیض من الدمع. یصلّون علیک. ربّنا اننا سمعنامنادیا
ینادی للایمان وداعیا الی اللّٰه وسراجًا مُنیرا

('আসহাবুস্ সুফ্ফাতে ওয়া মা আদরাকা মা আসহাবুস্ সুফ্ফাতে তারা আ'ইউনুহুম তাফিযু মিনাদ্ দামেয়ে ইউসাল্লুনা আ'লাইকা রাব্বানা ইন্নানা সামে'না মুনাদি আইঁয়্যুনাদি লিল ঈমানে ওয়া দাঈ'য়ান ইলাল্লাহে ওয়া সিরাজাম্ মুনিরা')

অনুবাদ হচ্ছে এই: 'সুফ্ফার অধিবাসীগণকে স্মরণ কর! আর তুমি কী জান! সুফ্ফার অধিবাসীগণ কেমন মর্যাদার অধিকারী ও কতইনা পরম মার্গের ভালোবাসা প্রদর্শনকারী; তুমি দেখবে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হবে আর তারা তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে।* আর বলবে, হে আমাদের খোদা! আমরা একজন আহ্বানকারীর ডাক শুনেছি– অর্থাৎ, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর কথা মান্য করেছি। তাঁর আহ্বান হল, খোদার প্রতি নিজের ঈমানকে দৃঢ় কর। তিনি খোদার দিকে আহ্বানকারী এবং সমুজ্জ্বল প্রদীপ।' এখন লক্ষ্য কর, এ ইলহামে পুণ্যবানদের এই চিহ্ন নির্দিষ্ট করা

---

* **টীকা:** মু'মিন আনন্দ-উদ্দীপনার সময় এবং অলৌকিক নিদর্শনের সময় কোন অভিজ্ঞতা লাভ করলে দরূদ পাঠ করে– এটিই মানুষের অভ্যাস এবং ইসলামী রীতিভুক্ত। সুতরাং 'ইউসাল্লুনা আ'লাইকা' বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সে সমস্ত ব্যক্তি যারা সর্বদা তাঁর কাছে থাকবেন তাঁরা বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করবেন। অতএব এ নিদর্শনসমূহের ফলশ্রুতিতে অনেক সময় তাদের অশ্রু প্রবাহিত হবে আর আবেগ ও আনন্দের আতিশয্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মুখ থেকে দরূদ বেরিয়ে আসবে আর বাস্তবে এমনটিই হচ্ছে। এ ভবিষ্যদ্বাণী বার বার পূর্ণ হচ্ছে, সাহচর্যের কল্যাণে প্রত্যেক পুণ্যবান ব্যক্তি এ স্বাদ পেতে পারে। -লেখক

হয়েছে যে, তারা আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে আর মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইনকে জিজ্ঞেস কর, যদি এটি আপত্তিকর হয়ে থাকে তাহলে কেন সে রিভিউ লেখার সময় আপত্তি করেনি? বরং সেই ইলহামে এই আপত্তির চেয়েও অধিক ভয়াবহ আপত্তি উঠতে পারতো। আর সেটি হচ্ছে, 'দাঈ'য়ান ইলাল্লাহ ও সিরাজাম্ মুনীরা'। এ দু'টি নাম ও উপাধি কুরআন শরীফে বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-কে দেয়া হয়েছে আর সেই দু'টি উপাধিই ইলহামে আমাকে দেয়া হয়েছে। এ দু'টি আপত্তি কি দরূদ প্রেরণ অপেক্ষা কম ছিল? আর এর চেয়েও বড় আপত্তি বারাহীনে আহমদীয়ার অন্যান্য ইলহামের ওপরও হতে পারতো। যার রিভিউ মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন বাটালভী লিখেছে আর* বিভিন্ন স্থানে স্বীকার করেছে যে, এসব ভবিষ্যদ্বাণী খোদা তা'লার পক্ষ থেকে।

বরং তার গুরু মিয়া নযীর হোসেইন দেহলভী কিছু সাক্ষীর সম্মুখে বারাহীনে আহমদীয়া সম্পর্কে– যাতে এই ইলহামসমূহ ছিল, মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করেছে আর বলেছে, যখন থেকে ইসলামে রচনা ও মুদ্রণ শুরু হয়েছে তখন থেকে বারাহীনের ন্যায় উপকারী, কল্যাণকর এবং গুণসম্পন্ন অন্য এমন কোন রচনা প্রকাশিত হয়নি। তার এত প্রশংসার কারণ ছিল, বারাহীনে আহমদীয়ার ইলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলো– যার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে যুক্তিপ্রমাণ উৎকর্ষতা লাভ করছিল। তদ্রূপ পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের গুটিকতক

---

* **টীকা:** বারাহীনে আহমদীয়া রচনার বিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এতে সেই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে যা অনেক বছর পর এখন পূর্ণ হচ্ছে। যেমন এই ভবিষ্যদ্বাণী, 'আমরা তোমাকে সমস্ত পৃথিবীতে খ্যাতি দান করব এবং তোমার নাম সব দেশে সমুন্নত করা হবে, আর কেউই তোমার নাম সম্পর্কে অনবহিত থাকবে না।' এটি সে সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী যখন এ জনপদেও সবাই আমাকে চিনত না। এর সাথে আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, আর সেটি হচ্ছে: 'দূরদূরান্তের দেশসমূহ থেকে মানুষ তোমাকে উপহার-উপঢৌকন পাঠাবে। এ ছাড়া দূরদূরান্ত থেকে ভ্রমণ করে মানুষ তোমার নিকট আসবে'– এটিও সেই যুগের ভবিষ্যদ্বাণী যখন দশ ক্রোশ থেকেও কেউ আমার নিকট আসত না আর কেউ এক পয়সাও উপহারস্বরূপ পাঠাত না। এখন এসব ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, হাজার হাজার ক্রোশ অতিক্রম করে মানুষ আসছে, এতদ্ব্যতীত হাজার হাজার রুপী দিয়ে সাহায্য করছে, সেই সাথে খোদা এক বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে খ্যাতি দান করেছেন আর তা কোন জাতি অনবহিত নয়। 'ওয়ালহামদুলিল্লাহে আ'লা যালিক' (এবং এ বিষয়ে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'লার) -লেখক

আলেম ব্যতিরেকে সকলেই মেনে নিয়েছিল, সেই ইলহামসমূহ বাস্তবে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আর কার্যত তা খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই। অথচ ঐগুলোতে এই অধমকে এত সম্মান দেয়া হয়েছে যার থেকে অধিক সম্মান দেখানো সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেগুলোর কয়েকটি নিম্নরূপ:

يا احمد بارک اللّٰه فيک. الرحمٰن علّم القراٰن لتنذرقوما ما انذر آباء هم ولتستبين سبيل المجرمين. قل انی امرت وانا اول المومنين. هو الذی ارسل رسوله بالهدیٰ ودين الحق ليظهره علی الدين كله، وكنتم علی شفا حفرة فانقذكم منها. وكان امر اللّٰه مفعولا. لا مبدّل لكلمات اللّٰه. اناكفيناک المستهزئين. هٰذا من رحمت ربک يتم نعمته عليک لتكون اٰية للمؤمنين. قل ان كنتم تحبّون اللّٰه فاتبعونی يحببكم اللّٰه. قل عندی شهادة من اللّٰه فهل انتم مسلمون. وقل اعملوا علی مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون. عسٰی ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنّم للكافرين حصيرا. يخوفونک من دونه. انک باعيننا سميتک المتوكل. يحمدک اللّٰه من عرشه. نحمدک ونصلّی. يريدون ان يطفئوا نور اللّٰه بافواههم واللّٰه متم نوره ولوكره الكافرون. سنلقی فی قلوبهم الرعب. اذا جاء نصر اللّٰه والفتح وانتهٰی امر الزمان الينا اليس هٰذا بالحق. وقالوا ان هٰذا الا اختلاق. قل اللّٰه ثمّ ذرهم فی خوضهم يلعبون. قل ان افتريته فعلیّ اجرامی. ومن اظلم ممن افتریٰ علی اللّٰه كذبا. وامانرينک بعض الذی نعدهم اونتوفينک انی معک فكن معی اينما كنت. كن مع اللّٰه حيثما كنت. اينما تولوا فثم وجه اللّٰه. كنتم خير اُمّة اخرجت للناس

وافتخارًا للمومنين. ولا تيئس من روح اللّٰه الا ان روح اللّٰه قريب. الا نصر اللّٰه قريبٌ☆. يأْتيک من کلّ فج عميق. يأتون من کل فج عميق. ينصرک اللّٰه من عنده. ينصرک رجال نوحی اليهم من السماء. انی منجّيک من الغمّ وکان ربّک قديرًا. انا فتحنا لک فتحامبينا فتح الولی فتح وقرّبناه نجيّا. اشجع الناس. ولو کان الايمان معلّقا بالثريالناله. انارالّٰله برهانه. يا احمد فاضت الرحمة علٰی شفتيک. انک باعيننا. يرفع اللّٰه ذکرک. ويتم نعمته عليک فی الدنيا والاخرة. يا احمدی أنت مرادی ومعی. غَرسْتُ کرامتک بيدی. ونظرنا اليک وقلنا ياناركونی بردا وسلامًا علٰی ابراهيم. يا احمد يتم اسمک ولا يتم اسمی. بورکت يا احمد وکان ما بارک اللّٰه فيک حقافيک. شانک عجيب. واجرک قريب. انّی جاعلک للناس امامًا. أکان للناس عجبا. قل هواللّٰه عجيب. يجتبی من يشاء من عباده. ولا يُسئل عمّايفعل وهم يسئلون. انت وجيه فی حضرتی اخترتک لنفسی. الارضُ والسّماء معک کما هو معی. وسرّک سرّی. انت منّی بمنزلة توحيدی و تفريدی. فحان ان تعان وتعرف بين الناس. هل اتی علی الانسان حين من الدهرلم يکن شيئا مذکورا. وکاد ان يعرف بين الناس. وقالوا انّٰی لک هٰذا. وقالوا ان هٰذا الا اختلاق. اذا نصر اللّٰه المؤمن جعل له الحاسدين فی الارض. قل هو اللّٰه ثم ذرهم فی خوضهم يلعبون. سبحان اللّٰه تبارک وتعالٰی زاد مجدک. ينقطع آباء ک ويبدء منک. وما کان اللّٰه ليترکک

☆ **টীকা:** সম্ভবত লিপিকারের ভুলে "أن" ছাড়া পড়েছে। বারাহীনে আহমদীয়ায় "ألا انّ نصر اللّٰه قريب" এসেছে। (রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৭)

حتّی یمیز الخبیث من الطیّب. اردت ان استخلف فخلقت اٰدم. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنّة. یااحمد اسکن انت وزوجک الجنّة. یامریم اسکن انت وزوجک الجنّة. تموت وانا راض منک. فادخلوا الجنّة ان شاء اللّٰہ اٰمنین. سلام علیکم طبتم فادخلوھا آمنین. *خدا تیرے سب کام درست کردے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔* سلام علیک جعلت مبارکا. وانی فضلتک علی العالمین. وقالوا ان ھو الّا افک افتری وما سمعنا بھٰذا فی آبائنا الاوّلین. وکان ربّک قدیرًا. یجتبی الیہ من یّشاء. ولقد کرّمنا بنی اٰدم وفضلنا بعضھم علٰی بعض. قل جاءکم نور من اللّٰہ فلا تکفروا ان کنتم مؤمنین. ان الذین کفروا وصدّوا عن سبیل اللّٰہ ردّ علیھم رجل من فارس شکر اللّٰہ سعیہ. کتاب الولی ذوالفقار علی. ولو کان الایمان معلقا بالثریا لناله. یکاد زیته یضئ ولولم تمسسه نار. دنٰی فتدلّٰی فکان قوسین[1] ادنٰی. انا انزلناہ قریبا من القادیان. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. صدق اللّٰہ ورسوله وکان امر اللّٰہ مفعولا. قول الحق الذی فیه تمترون. وقالوا لولا نزّل علٰی رجل من قریتین عظیم. وقالوا ان ھٰذا لمکرمکرتموہ فی المدینة. ینظرون الیک وھم لا یبصرون. الرّحمٰن. علّم القراٰن. ولا یمسّهٗ الا المطھّرون. یا عبد القادر انی معک وانّک الیوم لدینا مکین امین. وان علیک رحمتی فی الدنیا والدین. وانک من المنصورین. وجیھا فی الدنیا والاٰخرة ومن المقربین. انا بُدّک اللازم انا مُحْییک نفخت فیک من لدنّی روح الصدق. والقیت علیک محبّة منی ولتصنع علی عینی. یحمدک اللّٰہ

---

[1] **টীকা:** সম্ভবত লিপিকারের ভুল। বারাহীনে আহমদীয়ার ৪র্থ খণ্ডের ৫৮৬ পৃষ্ঠার টীকার টীকায় এ ইলহাম এভাবে লেখা রয়েছে, "فکان قاب قوسین او ادنٰی"। (সম্পাদক)

ویمشی الیک. خلق اٰدم فاکرمه. جری اللّٰه فی حلل الانبیاء. ومن رُدّ من مطبعه فلا مَردّ له. واذ یمکربک الذی کَفّر اوقدلی یاهامان لعلّی اطلع علی الٰه موسٰی وانّی لاظنه من الکاذبین. تبت یدا ابی لهب وتب ماکان له ان یدخل فیها الا خائفا. وما اصابک فمن اللّٰه. الفتنة هٰهنا فاصبر کما صبر اولوالعزم. واللّٰه موهن کید الکافرین. الا انها فتنة من اللّٰه. لیحب حبا جما. حبامن اللّٰه العزیز الاکرم. عطاءً غیر مجذوذ. کنت کنزًا مخفیا فاحببتُ ان اعرف. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. وان یتخذونک اِلّا هزوا اهٰذا الذی بعث اللّٰه. قل انما انابشر مثلکم یوحی الیّ انّما الٰهکم الٰهٌ واحد والخیر کلّه فی القراٰن. بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید و پائے محمد یاں برمنار بلند تر محکم افتاد۔ پاک محمد مصطفٰے نبیوں کا سردار. یاعیسٰی انّی متوفیک و رافعک الیّ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الٰی یوم القیامة. ثلة من الاولین وثلة من الاخرین. میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اُس کی سچائی ظاہر کردے گا۔ اللّٰه حافظه عنایة اللّٰه حافظه. نحن نزلناه وانالله لحافظون. اللّٰه خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. یخوفونک من دونه. ائمة الکفر. لا تخف انک انت الاعلٰی. ینصرک اللّٰه فی مواطن. ان یومی لفصل عظیم. کتب اللّٰه لا غلبن اناورسلی. لا مبدل لکلماته. انت معی وانا معک. خلقتُ لک لیلا و نهارا. اعمل ماشئت فانّی قد غفرت لک. انت منی بمنزلة لا یعلمها الخلق. ام حسبتم ان اصحاب الکهف

والرقيم كانوا من اٰياتنا عجباً☆. قل هو الله عجيب. كل يوم هو فى شان. هو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وبشر الذين اٰمنوا ان لهم قدم صدق عندربهم. اليه يصعد الكلم الطيب سلام على ابراهيم صافيناه ونجيناه من الغم تفردنا بذالک فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلّٰى.

অনুবাদঃ হে আহমদ! খোদা তোমাতে কল্যাণ রেখেছেন। তিনি তোমাকে কুরআন শিখিয়েছেন যেন তুমি তাদের সতর্ক কর যাদের পিতৃ-পুরুষদের সতর্ক করা হয় নি, যাতে অপরাধীদের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়– অর্থাৎ, যেন স্পষ্ট হয়ে যায় কে কে অপরাধী। বলে দাও, আমার প্রতি খোদার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে আর আমি সকল মু'মিনের মাঝে প্রথম। তিনি সেই খোদা যিনি নিজ প্রেরিত ব্যক্তিকে দু'টি বিষয় সহকারে পাঠিয়েছেন। একটি হচ্ছে, তাঁকে হেদায়াতের পুরস্কারে ভূষিত করেছেন– অর্থাৎ, তাঁর পথ চেনার জন্য তাঁকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দান করেছেন। ওহীর জ্ঞান, দিব্য দর্শন ও ইলহামের মাধ্যমে তাঁর হৃদয়কে জ্যোতির্মণ্ডিত করেছেন। এভাবে ঐশী তত্ত্বজ্ঞান, ভালোবাসা ও ইবাদত করা যা তার দায়িত্ব ছিল সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি স্বয়ং তাকে সাহায্য করেছেন। এ কারণে তাঁর নাম মাহদী রেখেছেন। দ্বিতীয় বিষয়, যা সহকারে তাঁকে পাঠানো হয়েছে সেটি সত্য ধর্মের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক রোগীদের সুস্থ করা– অর্থাৎ, শরীয়তের শত শত বিধিনিষেধ ও কাঠিন্য সমাধান করে হৃদয় থেকে সন্দেহসমূহ দূরীভূত করা। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নাম ঈসা রেখেছেন– অর্থাৎ, ব্যাধিগ্রস্থদের আরোগ্যদানকারী। বস্তুত এই পবিত্র আয়াতে যে দু'টি বাক্যাংশ বিদ্যমান,

---

☆ **টীকা:** এটি এ কথার দিকে ইঙ্গিত করে, কাল্পনিক মসীহ যিনি বিরোধীদের ধারণা অনুসারে আকাশে অবস্থান করছেন আর কাল্পনিক মাহদী যিনি কতিপয় বিরোধীদের ধারণা অনুসারে কোন গুহায় লুকিয়ে আছেন– এ দু'টি কি আমাদের ঐ নির্দশনসমূহ থেকে অধিক আশ্চর্যজনক যা সঠিক জ্ঞান এবং বাস্তব দর্শনে পূর্ণ? নিঃসন্দেহে জ্ঞানসমৃদ্ধ পরম্পরা অধিক আশ্চর্যজনক হয়ে থাকে; কেননা সেগুলো নিজ জায়গায় প্রজ্ঞাসম্বলিত হয়ে থাকে, যাতে অধিক কল্যাণ নিহিত থাকে। -লেখক

একটি 'বিলহুদা' অপরটি 'দ্বীনিল হাক্ক'; এগুলোর মধ্য থেকে প্রথম বাক্যাংশ প্রকাশ করছে যে সেই প্রেরিত ব্যক্তি হচ্ছেন মাহদী। তিনি খোদা তা'লার হাতে পবিত্র হয়েছেন আর শুধুমাত্র খোদা তাঁর শিক্ষক। দ্বিতীয় বাক্যাংশ– অর্থাৎ, 'দ্বীনিল হাক্ক' প্রকাশ করছে, সেই প্রেরিত হচ্ছেন ঈসা। ব্যাধিগ্রস্থদের আরোগ্য দান করার জন্য আর তাদেরকে তাদের ব্যাধি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য তাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। 'দ্বীনিল হাক্ক' দেয়া হয়েছে যেন তিনি প্রত্যেক ধর্মের ব্যাধিগ্রস্থদের বুঝাতে পারেন এবং সারিয়ে তুলতে পারেন, অতঃপর ইসলামী আরোগ্যনিকেতনের দিকে আকৃষ্ট করতে পারেন। যেহেতু তার ওপর এ সেবার দায়িত্ব রয়েছে, তিনি প্রত্যেক আঙ্গিকে সকল ধর্মের ওপর ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। তাই তাঁকে ধর্মের সৌন্দর্য ও ত্রুটিবিচ্যুতির জ্ঞান প্রদান করা আবশ্যক আর দলিলপ্রমাণ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখ বন্ধ করার ক্ষেত্রে তার জন্য এক অলৌকিক যোগ্যতা প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক। যেন প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীকে তাঁর ধর্মের ত্রুটি সম্পর্কে সর্তক করতে পারেন আর প্রত্যেক দিক থেকে ইসলামের সৌন্দর্য প্রমাণ করতে পারেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক আঙ্গিকে আধ্যাত্মিক ব্যাধিগ্রস্তদের চিকিৎসা করতে পারেন। বস্তুত আগমনকারী সংশোধক যিনি খাতামাল মুসলেহীন (সর্বশ্রেষ্ঠ সংশোধনকারী), তাঁকে দু'টি বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে।* একটি হেদায়াতের জ্ঞান যা মাহদীর নামের দিকে ইঙ্গিত বহন করে, যিনি মুহাম্মদী গুণের বিকাশস্থল; অর্থাৎ, নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞান লাভ হওয়া। অপরটি সত্য ধর্মের শিক্ষা যা প্রাণ সঞ্জীবনী মসীহের দিকে ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক ব্যাধি দূর করা আর চূড়ান্ত নিদর্শনের জন্য সকল দিক

*** টীকা:** অনেকগুলো সামঞ্জস্যের নিরিখে এই অধমের নাম মসীহ রাখা হয়েছে। প্রথমত: ব্যাধিগ্রস্থদের সুস্থ করা, দ্বিতীয়ত: ত্বরিৎ ভ্রমণ ও পর্যটন । আর এটিই এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত বহন করে, যেভাবে বিদ্যুৎ চমক এক প্রান্ত থেকে প্রকাশিত হয়ে অন্য প্রান্তেও তৎক্ষণাৎ নিজের আলো প্রকাশ করে, অনুরূপভাবে পূর্ব বা পশ্চিমে রীতি বহির্ভূতভাবে এ অধমের দ্রুত খ্যাতি লাভ হবে। এখন ইনশাল্লাহ এমনই হবে। মসীহ-এর একটি অর্থ সত্যবাদীও বটে আর এ অর্থ দাজ্জাল শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসেছে। এর অর্থ হল, দাজ্জাল চেষ্টা করবে যেন মিথ্যা বিজয়ী হয়, অপরদিকে মসীহ চেষ্টা করবেন যেন সত্য বিজয়ী হয়। আল্লাহর খলীফাকেও মসীহ বলা হয় যেমন শয়তানের খলীফাকে (বলা হয়) দাজ্জাল। -লেখক

থেকে শক্তি লাভ হওয়া। 'হেদায়াতের জ্ঞান' গুণটি সেই শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ইঙ্গিত করে যা জাগতিক মাধ্যম ছাড়া খোদা তা'লার পক্ষ থেকে লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত 'সত্য ধর্মের জ্ঞান' গুণটি উপকার সাধন, হৃদয়ের প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসার দিকে ইঙ্গিত বহন করে।

এরপর অনুবাদ হচ্ছে, এ দুই গুণে সজ্জিত করে তাঁকে এ কারণে পাঠানো হয়েছে যেন তিনি ইসলাম ধর্মকে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করে দেখান। কেননা সুস্পষ্ট যে, এক ব্যক্তি যদি মাহদীর সমুজ্জ্বল পোষাকে স্বতন্ত্র না হয়– অর্থাৎ, খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি লাভ না করে আর খোদা তাঁর শিক্ষক না হন তাহলে কেবল সাধারণভাবে ধর্মের প্রচলিত জ্ঞান এবং ভ্রান্ত ধর্মসমূহ সম্পর্কে অবহিত হলেও প্রকৃত পুণ্যে পৌঁছাতে পারে না। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ খোদা ও বিচার দিবসের জ্ঞান লাভের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ঈমান ও নিশ্চিত বিশ্বাস না লাভ করে ততক্ষণ সে কীভাবে কাউকে সত্যিকার পুণ্যের দিকে আকর্ষণ করতে পারে? কারণ অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না। মাহদী হওয়ার এ গুণ যদিও সকল নবীর মাঝে বিদ্যমান ছিল, কেননা তারা সকলে খোদা তা'লার শিষ্য, কিন্তু আমাদের নবী (সা.)-এর মাঝে তা বিশেষভাবে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ছিল। কারণ এটিই যে, অন্য নবীগণ মানুষের কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যেমন হযরত মূসা (আ.) রাজপুত্রের ন্যায় ফেরাউনের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা পেয়েছিলেন আর হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষক একজন ইহুদী ছিলেন যার কাছে তিনি সমস্ত বাইবেল পড়েছেন, এছাড়া লেখাও শিখেছেন; তেমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি মাহদীও হয় এবং খোদার নিকট থেকে শিক্ষাও লাভকারী হয়, কিন্তু তাকে যদি আধ্যাত্মিক ব্যাধি অপসারণের জন্য রুহুল কুদুস না দেয়া হয় তাহলে সে মানুষের মাঝে সত্যের পূর্ণাঙ্গীন প্রমাণ উপস্থাপনে সক্ষম হবে না। আর রুহুল কুদুসের মদদপুষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত হচ্ছেন হযরত মসীহ (আ.)। সুতরাং এ যুগে বিবেকের দৃষ্টিকোণ থেকেও রুহুল কুদুসের সমর্থন আবশ্যক; কেননা প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণে এমনভাবে প্রভাবান্বিত হয় যে, যদি এগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন অলৌকিক নিদর্শনও প্রদর্শন করা হয় তবুও তা কোন প্রভাব বিস্তার করে না। তাই মহান সংশোধনকারী হওয়ার চিরাচরিত শর্ত হলো ঐ দু'টি গুণে গুণান্বিত হওয়া অর্থাৎ, তার খোদা তা'লার

বিশেষ শিষ্য হওয়া ও সকল ক্ষেত্রে রুহুল কুদুসের সমর্থন পুষ্ট হওয়া আবশ্যক।*

শেষ যুগের মাহদী যার দ্বিতীয় নাম মসীহ মাওউদও বটে। এই দু'টি বৈশিষ্ট্যের বুরুজ বা প্রতিচ্ছবি হওয়ার কারণে এ দু'টি গুণ তাঁর পূর্ণ মাত্রায় লাভ করা একান্ত আবশ্যক। যেমনটি এ আয়াত থেকে স্পষ্ট। যুগের নৈরাজ্যকর অবস্থার এটিই দাবি, এমন নোংরা যুগে শেষ যুগের যেই ইমাম আসবেন তিনি খোদার পক্ষ থেকে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবেন, ধর্মীয় বিষয়াদিতে কারও শিষ্য হবেন না আর অনুগামীও হবেন না। সাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান খোদার পক্ষ থেকে লাভ করবেন আর না ধর্মীয় জ্ঞানে কারও শিষ্য হবেন, না ঐশী বিষয়াদিতে কারও অনুগামী হবেন। তদ্রূপ পাক পবিত্র আত্মা কর্তৃক সমর্থনপুষ্টও হবেন। জগতে ছেয়ে যাওয়া সকল ধরনের আধ্যাত্মিক ব্যাধি দূর করার সামর্থ রাখবেন। জানা

*** টীকা:** স্মরণ রাখা উচিত যদিও প্রত্যেক নবীর মাঝে মাহদী হওয়ার গুণ বিদ্যমান রয়েছে, কেননা সকল নবী রহমান খোদার শিষ্য। এতদ্ব্যতীত সকল নবীর মাঝে রুহুল কুদুসের মদদপুষ্ট হওয়ার গুণও বিদ্যমান, কেননা সকল নবী রুহুল কুদুস কর্তৃক সমর্থনপ্রাপ্ত তথাপি এ দু'টি নাম দু'জন নবীর সাথে কিছু বিশেষত্ব রাখে। অর্থাৎ, মাহদীর নাম আমাদের নবী (সা.)-এর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত, আর মসীহ– অর্থাৎ, রুহুল কুদুস কর্তৃক সমর্থিত নামটি হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে কিছু মিল রাখে। তবুও আমাদের নবী (সা.) সেই নামের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন, কেননা তাঁকে 'শদীদুল ক্বাওয়া' (মহাশক্তিধর)-এর স্থায়ী পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। তবে রুহুল কুদুসের স্তর 'শাদীদুল ক্বাওয়া' অপেক্ষা কম মর্যাদাসম্পন্ন, হযরত মসীহকে এ বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে, যেভাবে কুরআন শরীফ থেকে এ দু'টি বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত। মহানবী (সা.) তার নাম উম্মী মাহদী রেখেছেন আর বলেছেন, **"ওয়া আ'ল্লামাহু শাদীদুল ক্বাওয়া"** (নযম: ৬)– অর্থাৎ, এবং মহাশক্তিধর তাকে শিখিয়েছেন আর হযরত মসীহকে রুহুল কুদুসের সমর্থনপ্রাপ্ত আখ্যা দিয়েছেন। যেভাবে কোন কবিও বলেছেন,

'ফ্যয়যে রুহুল কুদুস আরবায মদদ ফরমায়েদ হামা আঁ কারকুনন্দ আঁচে মসীহা মে কারদ'

(অর্থাৎ, রুহুল কুদুসের কল্যাণ তাদের পুনরায় কল্যাণমণ্ডিত করেছে। মসীহ যা করত ঐ সকল লোক পুনরায় সে কাজ করেছে।)

আর নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে এটি ছিল যে, শেষ যুগের ইমাম-এর সত্তায় এ দু'টি গুণ একত্রিত হবে। এটি এদিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, তিনি আধা ইসরাঈলী এবং আধা ইসমাঈলী হবেন। -লেখক

কথা যে, কিছু লোক বুদ্ধির অন্ধ অনুকরণে পরীক্ষাকবলিত হয়ে আধ্যাত্মিক ব্যাধিগ্রস্ত হয় আর কিছু শাস্ত্রীয় কথাবার্তার কারণে পরীক্ষায় পড়ে। ঈসা হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে রুহুল কুদুসের সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে প্রত্যেক অসুস্থকে সুস্থ করা। পরিষ্কার যে, এক ব্যক্তি নিছক যুক্তিবুদ্ধির ভ্রান্তির কারণে সন্দেহে নিপতিত হলে তাকে প্রবোধ দেয়ার জন্য কেউ যদি দৃষ্টান্তস্বরূপ অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে তার সম্মুখে একজন অসুস্থকে সুস্থ করে তোলে তবে এটি যথেষ্ট হবে না। কেননা সে এমন অলৌকিক নিদর্শন থেকে যুক্তিপ্রসূত ভ্রান্তি মোচন করে পরিত্রাণ পেতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পথেই ভ্রান্তি দূরীভূত না করা হয় যে পথে সে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে। এ কারণেই আমি বারবার বলছি, আমরা যে যুগে বাস করছি এ যুগ মসীহকেও চায় আর মাহদীকেও। মাহদী এ কারণে যে, এই নোংরা যুগে বর্তমান প্রজন্মের সাথে পূর্ববর্তীদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই আগমনকারীর আদমের ন্যায় আগমন করা আবশ্যক, যার শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হবেন কেবল খোদা। একেই অন্য শব্দে মাহদী বলা হয়– অর্থাৎ, বিশেষভাবে খোদা থেকে হেদায়াত লাভকারী, আধ্যাত্মিকতার সকল বিষয় তাঁর থেকে লাভকারী আর সেই শিক্ষাসমূহ ও তত্ত্বজ্ঞানকে প্রচারকারী– যা সম্পর্কে মানুষ উদাসীন হয়ে গেছে। কেননা মাহদী যেহেতু আধ্যাত্মিক জগতের আদম তাই মাহদীর বৈশিষ্ট্যের আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হচ্ছে হারানো শিক্ষাসমূহ ও তত্ত্বজ্ঞানকে পুনরায় পৃথিবীতে ফেরত আনা। একইভাবে নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে পুনরায় খোদা তা'লার সত্তায় বিশ্বাস সৃষ্টিকারী হবেন। সেই ঈমান যা আকাশে চলে গেছে, সেটিকে নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে পুনরায় আনয়নকারী হবেন। কেননা এটিও মাহদীর বিশেষ আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য। মাহদীর সকল অর্থে যুগের আদম হওয়া আবশ্যক। মূসা (আ.) প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গীন মাহদী ছিলেন না, কেননা তিনি ইবরাহীমের সহীফাদি পড়েছেন। একইভাবে ঈসাও প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গীন মাহদী ছিলেন না, কেননা তিনি তাওরাত ও নবীদের গ্রন্থাবলী পড়েছিলেন। পৃথিবীতে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গীন মাহদী কেবল একজনই– অর্থাৎ, মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি নিতান্তই উম্মী (নিরক্ষর) ছিলেন। তদ্রূপ এ যুগ, যাতে আমরা বাস করছি, মসীহরও প্রত্যাশী, কেননা এ যুগে হাজার হাজার আধ্যাত্মিক ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই চূড়ান্ত যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে সকল প্রকারের আধ্যাত্মিক ব্যাধি অপসারিত করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাহদী ও মসীহর

মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য এই যে, মাহদীর জন্য যুগের আদম হওয়া আবশ্যক। তাঁর সময়ে পৃথিবী পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে আর মানবজাতির মধ্য থেকে ধর্মের জ্ঞানে কেউ তাঁর শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হতে পারে এমন কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকবে না। আর শুধু খোদাই তাঁকে আদমের ন্যায় গোপন রহস্যাবলী ও শিক্ষাসমূহ শেখাবেন। কিন্তু মসীহর অর্থ কেবল এটিই যে, রুহুল কুদুস কর্তৃক সমর্থিত আর কখনো সখনো ফিরিশতা তাঁর সাহায্য করে থাকে।*

অবশিষ্ট অনুবাদ হচ্ছে, আর তোমরা একটি গর্তের কিনারায় ছিলে খোদা তোমাদেরকে সেটি থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন আর এটি আদি থেকে নির্ধারিত ছিল। খোদা তা'লার কথাকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। তিনি হাসিঠাট্টা ও বিদ্রুপকারীদের জন্য যথেষ্ট। এ সকল কার্যক্রম খোদা তা'লার দয়ায় পরিচালিত। তিনি নিজ নেয়ামতসমূহ তোমার প্রতি পূর্ণ করবেন যেন তা মানুষের জন্য নিদর্শন হয়। তাদের বলে দাও, যদি খোদা তা'লাকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর যেন খোদাও তোমাদের ভালোবাসেন। তাদের বলে দাও, আমার সত্যতার পক্ষে খোদার সাক্ষ্য বিদ্যমান। অতএব তোমরা খোদা তা'লার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে কি না? তাদের বলে দাও, তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ কর আর আমি আমার জায়গায় কাজ করছি। এরপর তোমরা জানতে পারবে, খোদা কার সাথে আছেন। খোদা সদয় দৃষ্টিপাত

---

* **টীকা:** বাহ্যত এ স্থলে এ সন্দেহ সৃষ্টি হয়, মাহদীরও কি রুহুল কুদুসের মাধ্যমেই হেদায়াত লাভ হয়? এর উত্তর হচ্ছে, মাহদী শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, তিনি ধর্মীয় জ্ঞানে কোন মানুষের শিষ্য বা অনুগামী হবেন না। বরং স্থায়ীভাবে খোদার এক বিশেষ স্বর্গীয় শিক্ষার প্রভাবের অধীন বেড়ে উঠবেন যা রূহুল কুদুসের সকল বিকাশ থেকে অধিক মহান আর এমন শিক্ষা লাভ করা মুহাম্মদী গুণের অধীন। এদিকেই আয়াত **"আল্লামাহু শাদীদুল ক্বাওয়া"** (সূরা নযম: আয়াত ৬)-তে ইঙ্গিত করা রয়েছে। এই কল্যাণ স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন হওয়ার দিকে আয়াত **"মা ইয়ানতিকু আ'নিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহ্ইউঁ ইউহা"** (সূরা নযম: আয়াত ৪-৫)-তে ইঙ্গিত রয়েছে। মাহদী শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, সেই রুহুল কুদুস স্থায়ীভাবে তাঁর সাথী হবে, যা 'শাদীদুল ক্বাওয়া'-এর মর্যাদা থেকে নিম্ন পর্যায়ের। কেননা রুহুল কুদুসের প্রভাব এই যে, তিনি যার সত্তায় নাযেল হন তার সাথী হয়ে মানুষদের সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। তবে 'শাদীদুল ক্বাওয়া' যার সত্তায় নাযেল হন তার অংশ হয়ে সঠিক পথের উন্নত মার্গ মানুষের হৃদয়সমূহে অঙ্কিত করেন। -লেখক

করলেন যেন তোমাদের প্রতি দয়া করা যায় আর তোমরা যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর তবে তিনিও মুখ ফিরিয়ে নেবেন। আর সত্যের বিরোধীরা স্থায়ী কারাগারে থাকবে। এসব লোক তোমাকে ভয় দেখায়, তুমি আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে আছ। আমি তোমার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' (ভরসাকারী) রেখেছি। খোদা আরশ থেকে তোমার প্রশংসা করছেন। আমরা তোমার প্রশংসা করছি আর তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করছি। মানুষ খোদা তা'লার জ্যোতিকে নিজের মুখের ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু খোদা সেই জ্যোতিকে পূর্ণ না করা পর্যন্ত ছাড়বেন না; অস্বীকারকারীরা তা যত অপছন্দই করুক না কেন। অচিরেই আমরা তাদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করব। যখন খোদা তা'লার সাহায্য ও বিজয় আসবে আর যুগ আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন বলা হবে, এটি কি সত্যি ছিল না যেমনটি তোমরা ধারণা করতে? এবং (তারা) বলে, এটি কেবল প্রতারণা। তাদের বলে দাও, খোদা সেই সত্তা যিনি এ ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের ছেড়ে দাও যেন তারা নিজেদের ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকে। তাদের বলে দাও, আমি যদি মিথ্যা রটনা করে থাকি তাহলে সেই পাপ আমার ওপর বর্তাবে। আর মিথ্যাচারী অপেক্ষা বড় যালেম কে হতে পারে? এবং তোমাকে অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কিছু তোমার মৃত্যুর পূর্বে তাদের প্রদর্শনে কিংবা তোমাকে মৃত্যু প্রদানে আমরা সর্বশক্তিমান। আমি তোমার সাথে আছি তাই প্রত্যেক জায়গায় তুমি আমার সাথে থাক। তোমরা সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত যাদের মানবের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং তুমি মু'মিনদের গর্ব আর খোদা তা'লার দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না। তাঁর দয়া তোমার সন্নিকট, তাঁর সাহায্য তোমার সন্নিকট, তুমি তাঁর সাহায্য সকল দূরবর্তী স্থান থেকে লাভ করবে। দূরবর্তী স্থান থেকে সাহায্যকারীগণ আসবেন। খোদা নিজ সন্নিধান থেকে তোমাকে সাহায্য করবেন। যাদের হৃদয়ে আমি ইলহাম করব তারা তোমাকে সাহায্য করবেন। আমি দুঃখ থেকে তোমাকে পরিত্রাণ দেব। আমি সর্বশক্তিমান খোদা। আমরা তোমাকে একটি প্রকাশ্য বিজয় দান করব। মহাপুরুষদের যে বিজয় দান করা হয়, সেটি বড় বিজয় হয়ে থাকে। আর আমরা তাকে নিজের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়েছি। সে সকল মানুষের তুলনায় অধিক সাহসী আর ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলিতেও থাকতো তাহলে সে তা সেখান থেকেও ফেরত আনতো। খোদা তার যুক্তি প্রমাণকে জ্যোতির্মণ্ডিত

করবেন। হে আহমদ! তোমার ঠোঁট থেকে কল্যাণের প্রস্রবণ উৎসারিত করা হয়েছে। তুমি আমাদের চোখের সম্মুখে আছ। খোদা তোমার সম্মান বৃদ্ধি করবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের নেয়ামত তোমার প্রতি পূর্ণ করবেন। হে আমার আহমদ! তুমি আমার সাথে এবং তুমি আমার লক্ষ্য। আমি নিজের হাতে তোমার বৃক্ষ রোপন করেছি। আমরা তোমার দিকে সদয় দৃষ্টিপাত করেছি আর বলেছি, 'হে জাতির পক্ষ থেকে প্রজ্জ্বলিত আগুন! এই ইবরাহীমের জন্য সুশীতল ও প্রশান্তির কারণ হও'– অর্থাৎ, পরিশেষে ফিতনার এ আগুন নির্বাপিত হয়ে যাবে। (এ ভবিষ্যদ্বাণী উভয় দিক থেকে প্রযোজ্য– অর্থাৎ, সেই সময় এ খবর দিয়েছিলেন যখন জাতিতে কোন ফিতনা ছিল না আর মৌলভীগণ আমার সত্যায়নকারী ছিল। এরপর সেই শেষ সময়ের খবর দিয়েছেন যখন সেই ফিতনার পরে জাতির বোধোদয় হবে!) এবং পুনরায় বলেছেন, 'হে আহমদ! তোমার নাম পূর্ণতা লাভ করবে, কিন্তু আমার নাম পূর্ণতা লাভ করবে না।' হে আহমদ! তোমাকে কল্যাণমন্ডিত করা হয়েছে আর তোমাকে যে কল্যাণ দেয়া হয়েছে সেটি তোমার জন্যই নির্ধারিত ছিল। তোমার মর্যাদা বিস্ময়কর এবং তোমার প্রতিদান সন্নিকট। আমি তোমাকে মানুষের জন্য যুগ ইমাম নির্বাচিত করব। অর্থাৎ, তোমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ এবং মাহদী নিযুক্ত করব। মানুষ কি এতে আশ্চর্যান্বিত হয়? তাদের বলে দাও, খোদা বিস্ময়ের অধিকারী; সবসময় এরূপ করে থাকেন, যাকে চান নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং নিজের মনোনীতদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি নিজের কার্যাদিতে জিজ্ঞাসিত হন না বরং মানুষ নিজের কর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হয়ে থাকে। তুমি আমার দরবারে মহাসম্মানিত। আমি তোমাকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছি; পৃথিবী ও আকাশ তোমার সাথে সেভাবেই আছে যেভাবে আমার সাথে। তোমার রহস্য আমার রহস্য, আমার তওহীদ ও অদ্বিতীয় হওয়া যেমন (সত্য), তুমি আমার নিকট তেমনই। সুতরাং তোমাকে মানুষের মাঝে খ্যাতি দান করার সময় এসে গেছে। এখন তোমার ওপর সে অবস্থা বিরাজ করছে যে, কেউ তোমাকে চেনে না আর শীঘ্রই তুমি মানুষের মাঝে খ্যাতি লাভ করবে আর বলবে (তারা বলবে), তুমি এ মর্যাদা কোথা থেকে লাভ করেছ? এটি তো মিথ্যাই মনে হচ্ছে। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, খোদা তা'লা যখন নিজের কোন বান্দাকে সাহায্য করেন আর তাকে নিজের মনোনীতদের অন্তর্ভুক্ত করেন, তখন তাঁর জন্য পৃথিবীতে হিংসুক দাঁড় করিয়ে দেন। এটি আল্লাহ

তা'লার রীতি। সুতরাং তাদের বলে দাও আমি কিছুই নই, তবে খোদা এমনই করেছেন; এরপর ছেড়ে দাও যেন তারা বাজে চিন্তাভাবনায় মগ্ন থাকে। সেই খোদা অত্যন্ত পবিত্র, বরকতময় এবং অতীব মহান যিনি তোমার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করেছেন। সেই সময় আসছে যখন কেউই তোমার পিতৃপুরুষকে স্মরণ করবে না* এবং বংশের পরম্পরা তোমা থেকে আরম্ভ হবে।

(আর মহান নবী ও প্রত্যাদিষ্টদের ব্যাপারে এটিই খোদা তা'লার রীতি) এবং খোদা এমন নন যে, তোমাকে পরিত্যাগ করবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র ও অপবিত্রের মাঝে পার্থক্য করে না দেখাবেন। আমি একজন খলীফা সৃষ্টি করতে চেয়েছি, তাই আমি আদমকে সৃষ্টি করেছি। হে আদম! তুমি ও তোমার সাথী এবং তোমার স্ত্রী বেহেশতে প্রবেশ কর। হে আহমদ! তুমি ও তোমার বন্ধু এবং তোমার স্ত্রী বেহেশতে প্রবেশ কর। হে মরিয়ম! তুমি ও তোমার বন্ধু এবং তোমার স্ত্রী বেহেশতে প্রবেশ কর। তুমি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যখন আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকব। খোদার কৃপায় তুমি বেহেশতে প্রবেশ করবে। নিরাপদে পবিত্র অবস্থায় ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে। খোদা তোমার সব কাজ নিখুঁত করে দিবেন। আর তোমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করবেন। তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাকে আশিষমণ্ডিত করা হয়েছে এবং তোমার যুগে যত মানুষ রয়েছে তাদের সবার ওপর তোমাকে প্রধান্য দিয়েছি। আর তারা বলবে, এটি তো কেবল মিথ্যা রটনা। আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের থেকে এমনটি শুনিনি। এবং তোমার খোদা সর্বশক্তিমান, যাকে চান নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন। আমরা মানব জাতিকে সম্মানিত করেছি আর কারো ওপর কাউকে প্রাধান্য দিয়েছি। তাদের বল, খোদার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট খোদার জ্যোতি এসেছে। সুতরাং যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে অস্বীকার করো না। যারা কাফের হয়েছে

---

* **টীকা:** এটি সেই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে যে, এই অধমের পিতৃপুরুষ বংশপরম্পরায় জমিদার ও এতদঞ্চলের শাসকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা এ দেশেও এতটা পরিমাণ গ্রামের স্বত্ত্বাধিকারী ও শাসক ছিলেন যা দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ ক্রোশের অধিক হবে। অতএব এ ইলহামগুলোতে এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখন একটি নতুন পরিচয়ের ধারা সূচিত হবে– যা পিতৃপুরুষের মর্যাদা ও মাহত্ম্যের ওপর প্রাধান্য লাভ করবে; এমন যে কেউই এটিকে স্মরণ করবে না। -লেখক

আর খোদার পথে বাধা হয়েছে, পারস্যবংশীয় এক ব্যক্তি তাদের আপত্তি খণ্ডন* করেছে।

ওলীর কিতাব হচ্ছে আলীর তরবারি এবং ঈমান যদি সূরাইয়া নক্ষত্রে চলে যেত, তাহলে সেখান থেকে সেটিকে ফিরিয়ে আনত। আগুন সেটিকে স্পর্শ না করলেও সেটির তেল নিজে নিজে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠতে উদ্যত। তিনি খোদার সন্নিকট হলেন আর ক্রমান্বয়ে এগিয়ে গেলেন, এমনকি দুই ধনুকের মাঝে দাঁড়িয়ে গেলেন।

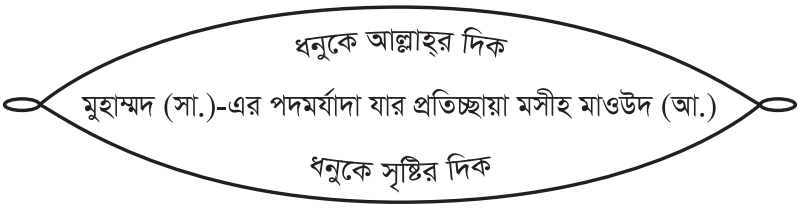

আমরা তাকে কাদিয়ানের সন্নিকট প্রেরণ করেছি এবং সত্য সহকারে পাঠিয়েছি আর সে সত্য সহকারে এসেছে। এতে কুরআন ও হাদীসের সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হল– অর্থাৎ, সেই মসীহ মাওউদ যার উল্লেখ কুরআন শরীফ ও হাদীসসমূহে ছিল। এটিই সত্য কথা– যার প্রতি তোমরা সন্দেহ করছ। আর কেউ কেউ বলবে, এই পদ ও পদমর্যাদার যোগ্য অমুক অমুক ছিলো যারা অমুক জায়গায় থাকে; এবং তারা বলবে, এটিতো একটি ষড়যন্ত্র যা তোমরা শহরে শলাপরামর্শ করে এঁটেছ। তারা তোমার দিকে তাকায় কিন্তু তুমি তাদের দৃষ্টিগোচর হও না। লক্ষ্য কর, এটি কেমন নিদর্শন যা খোদা তাকে শিখিয়েছেন আর যাদের পবিত্র করা হয় তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে কুরআনের জ্ঞান দেয়া হয় না। হে সর্বশক্তিমানের বান্দা! আমি তোমার সাথে আছি আর আজ তুমি আমার নিকট

---

* **টীকা:** স্মরণ রাখা উচিত এ অধমের বংশ বাহ্যত মোঘল বংশ, আমাদের পারিবারিক ইতিহাসে তারা পারস্যবংশীয় ছিলো বলে কোন বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে কিছু নথিপত্র অনুসারে আমাদের কোন কোন দাদী বিখ্যাত ও সম্মানিত ফাতেমীয় বংশের ছিলেন বলে চোখে পড়েছে। এখন খোদা তা'লার বাণী থেকে জানা গেল বস্তুত আমাদের বংশ পারস্যবংশীয়। তাই আমরা এর ওপর পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে ঈমান আনছি কেননা বংশাবলীর প্রকৃত চিত্র যেভাবে খোদা তা'লা জানেন, অন্য কেউ কখনো সেভাবে তা জানে না। তাঁর জ্ঞানই সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য আর অন্যদের কথা সন্দেহযুক্ত ও অনুমাননির্ভর। -লেখক

বিশ্বস্ত। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তোমার প্রতি আমার রহমত রয়েছে এবং তুমি ইহ ও পরকালে সাহায্যপ্রাপ্ত বিজয়ী, খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত ও সম্মানিত। আমি তোমার আবশ্যকীয় মুক্তির পথ আর আমি তোমাকে জীবিত করেছি। আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার মাঝে সত্যের আত্মা ফুৎকার করেছি আর নিজের ভালোবাসা সঞ্চার করেছি, তুমি আমার চোখের সম্মুখে প্রতিপালিত হয়েছ। খোদা তোমার প্রশংসা করেন এবং তোমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি এ আদম– অর্থাৎ, তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আর সম্মান দিয়েছেন। ইনি নবীদের পোষাকে* আল্লাহর রাসূল।

যে ব্যক্তিকে তাঁর অনুসরণ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে তার কোন আশ্রয়স্থল নেই। এবং স্মরণ কর আগত সেই যুগকে যখন এক ব্যক্তি তোমার ওপর কুফরী ফতোয়া দিবে আর নিজের এমন কোন ব্যক্তিকে যার ফতোয়ার প্রভাব সাধারণ্যে থাকবে বলবে, হে হামান! আমার জন্য এ ফিতনার আগুনকে উস্কে দাও যেন আমি ঐ ব্যক্তির খোদা সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। আর আমি মনে করি, এ মিথ্যাবাদী। আবু লাহাবের দু'টি হাত ধ্বংস হয়ে গেছে আর সে নিজেও ধ্বংস হয়ে গেছে। (অর্থাৎ, যে এ ফতোয়া লিখেছে বা লিখিয়েছে) এ ব্যাপারে ভয় করা ছাড়া তার হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল না। এটি ভবিষ্যদ্বাণীরূপে কয়েক বছর পূর্বের সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে যখন আমার সম্পর্কে কুফরী ফতোয়া লেখা হয়েছিল। এরপর বলেন, এ কুফরী ফতোয়ার ফলে যে কষ্ট তুমি পাবে সেটি হবে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর যেভাবে দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী নবীরা ধৈর্য ধারণ করেছেন। পরিণামে খোদা অস্বীকারকারীদের পরিকল্পনাকে দুর্বল

*** টীকা:** এ শব্দগুলো রূপক, যেমন হাদীসে মসীহ মাওউদের জন্য নবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একথা স্পষ্ট, যাকে খোদা তা'লা প্রেরণ করেন তিনি খোদা তা'লার প্রেরিতই হয়ে থাকেন। প্রেরিতকে আরবীতে রাসূল বলা হয়। এছাড়া যে খোদা থেকে অদৃষ্টের সংবাদ লাভ করে অবহিত করে, তাকে আরবী ভাষায় নবী বলা হয়। ইসলামের পরিভাষায় এর অর্থ ভিন্ন। এ জায়গায় কেবল আভিধানিক অর্থ উল্লেখ করা হল উদ্দেশ্য। এসব জায়গাগুলোর রিভিউ মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন বাটালভী লিখেছেন আর এতে কোন আপত্তি করেননি, বরং বিশ বছর যাবৎ সমস্ত পাঞ্জাব ও ভারতবর্ষের আলেমরা এ ইলহামসমূহকে বারাহীনে আহমদীয়ায় পড়ছেন, আর লুধিয়ানার ২/৩ জন নির্বোধ মৌলভী মুহাম্মদ ও আব্দুল আজিজ ব্যতিরেকে সকলে মেনে নিয়েছেন। -লেখক

করে দিবেন। অনুধাবন কর এবং স্মরণ রাখ, এ পরীক্ষা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হবে যেন তিনি তোমাকে অত্যধিক ভালোবাসেন। এটি ঐ খোদার ভালোবাসা যিনি বিজয়ী ও মহান। এ বিপদের প্রেক্ষিতে এমন একটি প্রতিদান আছে যা কখনো কর্তিত হবে না। আমি একটি গোপন ভান্ডার ছিলাম, আমি পরিচিত হতে চেয়েছি। আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই একটি আবদ্ধ পুটলির ন্যায় হয়ে গিয়েছিল যার মণি-মাণিক্য ও রহস্য গোপন ছিল। অতএব আমরা উভয়কে উন্মুক্ত করে দিয়েছি– অর্থাৎ, এ যুগে একটি জাতির সৃষ্টি হয়ে গেছে যারা ভূমির গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করছে। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্য একটি জাতি সৃষ্টি করা হয়েছে– যাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হয়েছে। আর অস্বীকারকারীগণ তোমাকে হাসিঠাট্টার একটি লক্ষ্যস্থল বানিয়ে রেখেছে। আর বলে, ইনিই কি সে (ব্যক্তি) যাকে খোদা তা'লা পাঠিয়েছেন? তুমি বল, আমি তো খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কেবল একজন মানুষ আমার প্রতি এ ওহী হয় যে, তোমাদের খোদা এক খোদা এবং সকল কল্যাণ কুরআনে নিহিত। দ্রুতপায়ে অগ্রসর হও কেননা তোমার সময় সন্নিকট। মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত অনুসারীদের অবস্থান একটি সুমহান ও সমুজ্জ্বল যুক্তি প্রমাণের ওপর। তিনিই পবিত্র মুহাম্মদ (সা.) যিনি নবীদের নেতা। হে ঈসা! আমি তোমাকে মৃত্যু দিব এবং নিজের দিকে উত্থিত করব। (এটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত বহন করে, বিরোধীরা চেষ্টা করবে যেন কোনভাবে এমন কোন বিষয় সৃষ্টি হয়ে যায় যাতে মানুষ মনে করে এ ব্যক্তি ঈমানদার ও সত্যবাদী ছিল না। তাই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশ করব যে, সে আমার নৈকট্যপ্রাপ্ত, আমার দিকে তার উত্থান হয়েছে আর শত্রুরা বিফল হবে।) আর এরপর বলেন, আমি তোমার জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীদের ওপর বিজয় দান করব। একটি দল প্রাথমিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা প্রারম্ভিক অবস্থায় গ্রহণ করবে, আর একটি দল পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে যারা লাগাতার নিদর্শনের পর গ্রহণ করবে। আমি আমার জ্যোতি প্রদর্শন করব, আমি আমার স্বীয় শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তোমাকে উত্থিত করব। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে, পৃথিবী তাকে গ্রহণ করেনি, কিন্তু খোদা তা'লা তাঁকে গ্রহণ করবেন আর বড় শক্তিশালী আক্রমণসমূহের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করবেন। খোদা তা'লা তাঁর রক্ষক। খোদা তা'লার দয়া তাঁর রক্ষাকবচ। আমরা তাকে অবতীর্ণ করেছি আর আমরাই তাঁর রক্ষক। খোদা

উত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী আর তিনি দয়ালু ও কৃপাময়। অস্বীকারকারীদের নেতা তোমাকে ভয় দেখাবে, তুমি ভয় পেও না কেননা তুমি বিজয়ী হবে। খোদা প্রত্যেক ক্ষেত্রে তোমাকে সাহায্য করবেন। আমার দিবস চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিবস। আমার পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি নির্ধারিত হয়ে গেছে, আমি এবং আমার রাসূল বিজয়ী হব। আমার সিদ্ধান্তে কিছু পরিবর্তন করতে পারে এমন কেউ নেই। আমি তোমার সাথে এবং তুমি আমার সাথে আছ। আমি তোমার জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছি। যা চাও কর কেননা তুমি ক্ষমাপ্রাপ্ত। তুমি আমার সাথে সে সম্পর্ক রাখ যা পৃথিবী জানে না। মানুষ কি মনে করে, আকাশে বাসকারী কোন ব্যক্তি বা গুহায় লুকিয়ে থাকা কোন ব্যক্তি অভিনব মানুষ। বল, খোদা অত্যাশ্চর্য বিষয়াবলী প্রকাশকারী, নিত্যদিন নতুন আশ্চর্যজনক অদ্ভুত নতুন বিষয় প্রকাশ করেন। খোদা তিনিই যিনি নিরাশার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন আর পবিত্র কথার উত্থান তাঁর দিকে হয়। ইবরাহীমের ওপর শান্তি (এ অধমের ওপর) আমরা তাকে ভালোবেসেছি আর দুঃখ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছি, আমরাই এটি করেছি। সুতরাং তোমরা ইবরাহীমের পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

এখন লক্ষ্য কর! এগুলো বারাহীনে আহমদীয়ার সেই ইলহাম যার রিভিউ মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন সাহেব লিখেছিলেন, আর তা পাঞ্জাব ও ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ আলেমগণ গ্রহণ করেছিলেন। এগুলো সম্পর্কে কেউ আপত্তি করেনি অথচ এ ইলহামসমূহের অনেক জায়গায় এই অধমের ওপর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে 'আশিস ও শান্তি'র উল্লেখ রয়েছে, এ ইলহামসমূহ যদি সে সময় আমার পক্ষ থেকে প্রকাশ হত যখন আলেমগণ বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন তখন তারা হাজার হাজার আপত্তি উত্থাপন করতো। কিন্তু সেগুলো এমন সময় প্রকাশ করা হয়েছিল যখন এ আলেমগণ আমার সমর্থক ছিল। তাই এত উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও তাদের এ ইলহামসমূহে আপত্তি না করার কারণ হচ্ছে, তারা এগুলোকে একবার গ্রহণ করে নিয়েছিল। চিন্তা করলে পরিষ্কার হবে, আমার মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবির ভিত্তি হলো এসব ইলহাম। আর এগুলোতে খোদা আমার নাম ঈসা রেখেছেন এবং মসীহ মাওউদের সংক্রান্ত যে আয়াতসমূহ ছিল সেগুলো আমার সমর্থনে বর্ণনা করে দিয়েছেন। যদি আলেমগণ জানতো, এ ইলহামগুলো থেকে তো এ ব্যক্তির মসীহ হওয়া প্রমাণিত হয়, তাহলে তারা কখনো এগুলো গ্রহণ করতো না। এটি খোদা

তা'লার নিদর্শন যে, তারা এগুলোকে গ্রহণ করে নিয়েছে আর এই প্রক্রিয়ায় আটকা পড়েছে। বস্তুত আপত্তিকারীগণ নিজেদের আপত্তিসমূহের সময় এটি চিন্তা করে না, যে ব্যক্তি মসীহ মাওউদ হবার দাবি করেছে তিনি তো সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এ সম্মান ও মর্যাদা প্রদানমূলক ইলহামসমূহ বিদ্যমান। তাই যাকে মহানবী (সা.) স্বয়ং সম্মান দেন আর বলেন, সেই উম্মত কত সৌভাগ্যশালী যার শিরোভাগে আমি এবং শেষভাগে মসীহ মাওউদ। হাদীসগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত, যদিও তিনি উম্মতেরই এক ব্যক্তি কিন্তু তাঁর মাঝে নবীদের মর্যাদার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাহলে এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে 'সালাত ও সালাম' শব্দ কেন অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক হবে? জানি না এ সকল মানুষের বিবেক-বুদ্ধি কি কোথাও হারিয়ে গেছে! যে ব্যক্তিকে পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে (শুরু করে) মহানবী (সা.) পর্যন্ত সকল নবীগণ সম্মান প্রদর্শন করে আসছেন, তাঁকে এমন লাঞ্ছিত মনে করে যেন তার জন্য 'সালাত' ও 'সালাম' (আশিষ ও শান্তি) কামনা করাও হারাম! এ কারণেই তো আমরা বারবার মানুষকে সতর্ক করি যে, খোদাকে ভয় কর আর অনুধাবন কর, যে ব্যক্তিকে মসীহ মাওউদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সে কোন সাধারণ মানুষ নয় বরং খোদা তা'লার কিতাবসমূহে তাঁকে নবীদের সমপর্যায়ের সম্মান দেয়া হয়েছে। তোমরা যদি গ্রহণ না কর তবে তোমাদের ওপর আমাদের কোন জোর-জবরদস্তি নেই। কিন্তু যদি কিতাবসমূহ দেখ তাহলে এটিই পাবে, আর যদি এটি বল, মসীহ মাওউদ হচ্ছেন তিনি –যাকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখা যাবে* তবে তা খোদা তা'লার প্রতি মিথ্যাচার আর তাঁর কিতাবের বিরোধী। খোদা তা'লার কিতাব কুরআন শরীফ থেকে এটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, হযরত ঈসা (আ.) মারা গেছেন।

আশ্চর্য! খোদা তা'লা কুরআন শরীফের কয়েক জায়গায় হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর ঘোষণা করেন অথচ আপনারা তাঁকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ করছেন! প্রশ্ন হল কুরআন শরীফের বর্ণনাও কি রহিত হয়ে গেছে? এটিই সেই কুরআন যার একটি আয়াত শুনে এক লক্ষ সাহাবা মাথা নত করেছিলেন, আর

*** টীকা:** মহানবী (সা.)-কে মে'রাজের রাতে কেউ আরোহন করতেও দেখেনি আর অবতরণ করতেও দেখেনি। অতএব তাহলে কি মহানবী (সা.) থেকে এ লোকদের কল্পিত মসীহ উত্তম? -লেখক

নিঃসংকোচে মেনে নিয়েছিলেন যে, মহানবী (সা.)-এর পূর্বে সকল নবী ঈসা (আ.) প্রমুখ মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন সেই কুরআনই আপনাদের সামনে বারবার উপস্থাপন করা হয় অথচ আপনাদের এতে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ নেই। আপনারা আমার বড় বড় বইগুলোকে তো দেখেন না আর অবকাশ কোথায়! কিন্তু আমার তোহফা গুলড়াভীয়া ও তোহফা গযনভীয়াকেই দেখুন, যা পীর মেহের আলী শাহ্ আর গযনভী জামা'তের মৌলভী আব্দুল জাব্বার, আব্দুল ওয়াহেদ ও আব্দুল হক্ব প্রমুখের হেদায়াতের জন্য লেখা হয়েছিল; সেগুলো আপনারা কেবল দুই ঘন্টার মধ্যে গভীর মনোযোগ ও প্রণিধানসহ পড়তে পারেন। তাহলে আপনারা জেনে যাবেন, মসীহ সম্পর্কে কুরআন কী বলে। স্মরণ রাখবেন, আপনারা যে মসীহের জীবিত থাকা সম্পর্কে এত গুরুত্ব দেন এটি কালামে এলাহীর পরিপন্থী। হে প্রিয়গণ! স্মরণ রাখবে যে ব্যক্তির আসার ছিল তিনি এসে গেছেন, আর শতাব্দীর শিরোভাগ যাতে মসীহ মাওউদ আসা উচিত ছিল তা থেকেও সতের (১৭) বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ শতাব্দী যাতে উম্মতের ওলীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ী একজন ছোট মুজাদ্দেদও আসেননি শুধু একজন দাজ্জাল এসেছে। সম্মানিত খোদার দরবারে এসব ঔদ্ধত্যের কি উত্তর দিতে হবে না? হৃদয় যত কঠিনই হয়ে যাক, পরিশেষে এতটুকু ভয় তো থাকা উচিত ছিল, যে ব্যক্তি শতাব্দীর শিরোভাগে এসেছে, রমযানের চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ তার পক্ষে সাক্ষী দিয়েছে, এছাড়া ইসলামের বর্তমান দূরাবস্থা ও শত্রুদের ক্রমাগত আক্রমণ সেটির আবশ্যকতা প্রমাণ করেছে; উপরন্তু পূর্ববর্তী ওলীদের দিব্যদর্শন এই বিষয়কে চূড়ান্ত মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছে যে, তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আসবেন, আর এটিও যে, পাঞ্জাব থেকে আসবেন, এমন ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে তাড়াহুড়া করা উচিত ছিল না। অবশেষে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে আর সবকিছু এখানেই ছেড়ে যেতে হবে। লক্ষ্য কর! আমি যদি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এসে থাকি আর তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান কর, উপরন্তু কাফির আখ্যা দাও আর দাজ্জাল নাম রাখ তাহলে মহান খোদাকে কী উত্তর দিবে? (তোমাদের) উত্তর কি তাদের উত্তরের ন্যায় হবে, যেমন ইহুদী ও খ্রিস্টানরা মহানবী (সা.)-কে অস্বীকার করার সময় দিয়েছিল, নিজেদের পুস্তকাদিতে বর্ণিত তওরাতের সমস্ত প্রতিশ্রুত নিদর্শন পূর্ণ হয়নি, আরও কিছু অপূর্ণ রয়ে গেছে। 'তোমাদের হাতে যা আছে

সেগুলোর সব কিছু সঠিক নয় আর না সে সমস্ত অর্থ সঠিক যা তোমরা করছ'। তাদেরকে খোদা তা'লার এই উত্তর দেয়ার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। যে ব্যক্তিকে **'হাকাম'** (মীমাংসাকারী) রূপে পাঠানো হয়েছে তার কথা শ্রবণ কর। সুতরাং এখন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এটিই উত্তর, চাইলে গ্রহণ কর। হায়! ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ঘটনা থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল। হযরত মসীহ ও হযরত খাতামাল আম্বিয়া সম্পর্কে তাদের যুক্তি এটিই ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত নিদর্শন পূর্ণ না হয় ততক্ষণ আমরা মানব না। অথচ যুগের দীর্ঘসূত্রতার কারণে আর বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনে এটি অসম্ভব ছিল। এজন্য তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। সুতরাং যেভাবে ইহুদী ও খ্রিস্টানরা হোঁচট খেয়েছে, সেভাবে তোমরা হোঁচট খেও না। তোমাদের স্তুপীকৃত সব কথা যদি সঠিক হত, তাহলে **'হাকাম'** (মীমাংসাকারী) মুজাদ্দেদের আগমনের কী প্রয়োজন ছিল? প্রত্যেক ফিরকার এটিই ধারণা, যা কিছু আমার কাছে আছে সেটিই সঠিক। অতএব এ সকল ফিরকা যেহেতু সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এজন্য সত্য সেটিই যা **'হাকাম'** (মীমাংসাকারী)-এর মুখ থেকে বের হয়। যদি ঈমান থাকে তাহলে খোদার নির্বাচিত হাকামের নির্দেশে কিছুসংখ্যক হাদীসকে পরিত্যাগ বা সেগুলোর ব্যাখ্যা করা কঠিন বিষয় ছিল না। অমুক হাদীস সহীহ, অমুক হাদীস হাসান, অমুক হাদীস মশহুর, আর অমুক হাদীস মাউযূ'– এগুলো তোমাদের পূর্বপুরুষদের মনগড়া চিন্তা। এ বিভাজন খোদার নির্দেশ বা ওহীর মাধ্যমে হয়নি। পক্ষান্তরে যে হাদীস কুরআনের বিরোধী, এছাড়া অন্য কতক হাদীসেরও বিপরীত আর খোদার নির্দেশেরও পরিপন্থি, তাহলে কেন সেটাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে না? যখন কেউ খোদার পক্ষ থেকে আসে তখন তাঁর জন্য কি এটি অবধারিত যে, বিদ্যমান উম্মতের প্রত্যেক শ্রেণীর ভাল-মন্দকে তিনি মেনে নেবেন? যদি এটিই মাপকাঠি হয় তাহলে না হযরত মসীহ (আ.)-এর নবুয়ত প্রমাণিত হয় আর না হযরত খাতামুল আম্বিয়ার। উদাহরণস্বরূপ, মসীহ সম্পর্কে ইহুদীদের নিকট মালাকী নবীর কিতাবের উদ্ধৃতির আলোকে এ নিদর্শন ছিল, ইলিয়াস নবীর পুনরায় পৃথিবীতে না আসা পর্যন্ত মসীহ আসবে না। এছাড়া অন্য নিদর্শন এই যে, তিনি একজন বাদশাহ্-এর ন্যায় আবির্ভূত হবেন আর পরাধীনতার হাত থেকে ইহুদীদের মুক্ত করবেন। তবে কি হযরত মসীহ বাদশাহ্ হয়ে এসেছেন? অথবা তাঁর আগমনের পূর্বে ইলিয়াস নবী কি আকাশ

থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন? বরং উভয় ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। আর হযরত মসীহর ক্ষেত্রে কোন নিদর্শন সত্য প্রমাণিত হয়নি। পরিশেষে হযরত ঈসা (আ.) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাহায্য নিলেন, সে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে ইহুদীরা এখন পর্যন্ত গ্রহণ করে না আর এসব নিয়ে হাসিঠাট্টা, বিদ্রুপ করে। না'উযুবিল্লাহ তাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করে, আর বলে মালাখি নবীর কিতাবে পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল, স্বয়ং ইলিয়াস নবীই পুনরায় আগমন করবেন। এটি তো বলা হয় নি, তার কোন সদৃশ আসবে। বাহ্যদৃষ্টিতে উদ্ধৃতিতে দৃষ্টি দিলে ইহুদীদের ধারণা সত্য মনে হয়। তদ্রূপ আগমনকারী মসীহকে কিতাবসমূহে বাদশাহ্ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এ অর্থেও অবস্থাদৃষ্টে ইহুদী সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। কিন্তু সেই সাথে হযরত মসীহ যে সত্য নবী এ বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? কেননা প্রকৃত সত্য হল ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে উপমা ও রূপকের ব্যবহারও থেকে থাকে আর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের আশংকাও থাকে। অতএব প্রত্যেক নবী বা মুহাদ্দেস যিনি 'হাকাম' হয়ে আসেন, তিনি জাতির উপস্থাপিত কিছু বিষয় মেনে নেন আর কিছু প্রত্যাখান করেন। তাঁর সম্পর্কে ঐ লোকেরা যে যে নিদর্শন নির্ধারণ করে থাকে কিছু তো তাঁর ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হয় আর কিছু সত্য প্রমাণিত হয় না। কেননা সেগুলোতে কিছু গোঁজামিল স্থান করে নেয় অথবা বিপরীত অর্থ করা হয়ে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে এ হঠকারিতা প্রদর্শন করে, 'যতক্ষণ মসীহ ও মাহদী সম্পর্কে সুন্নি ও শিয়াদের মনগড়া সে সকল নিদর্শন পূর্ণ না হয়ে যায়, ততক্ষণ আমরা গ্রহণ করব না, সে বড় অন্যায় করবে। এমন ব্যক্তি যদি মহানবী (সা.)-এর যুগ পেত, তাহলে কখনও তাঁকে গ্রহণ করত না; আর যদি হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে থাকত, তাহলে তাঁকেও গ্রহণ করত না। অতএব সত্যান্বেষীর জন্য এই পদ্ধতিই পরিষ্কার ও ঝুঁকিমুক্ত, যে ব্যক্তির সত্যায়নে ঐশী নিদর্শনসমূহ প্রদর্শিত হয়েছে, তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে ভয় করবে। কেননা বস্তুত হাদীসসমূহের সংকলন অনুমান থেকে বড় কোন মর্যাদা রাখে না, যার এক একটি ভান্ডার প্রত্যেক ফিরকা স্ব-স্ব মতবাদের সমর্থনে নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করছে। আর অনুমান দৃঢ় বিশ্বাসের সামনে কোন কাজের নয়। উদাহরণস্বরূপ মসীহ মাওউদ আকাশ থেকে অবতরণ করবেন, এ সব বিষয়সমূহ অনুমাননির্ভর বরং তা কেবল সন্দেহযুক্ত ধারণাপ্রসূত ও ভিত্তিহীন। কেননা তা কুরআন বিরোধী আর

মে'রাজের হাদীসও একে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। মহানবী (সা.)-ও তো আকাশে গিয়েছিলেন, কিন্তু কে তাঁকে আরোহন বা অবতরণ করতে দেখেছে?

হে জাতির বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ! মোদ্দাকথা হচ্ছে, আপনারা যারা আমাকে দাজ্জাল ও কাফের বলেন এবং মিথ্যাবাদী মনে করেন আপনারা চিন্তা করে দেখুন এত বাগাড়ম্বর ও দুঃসাহসী কাজের জন্য আপনাদের হাতে কী আছে? কুরআন শরীফ– যা খোদার কালাম, সেটির সুস্পষ্ট আয়াতের আলোকে হযরত মসীহর মৃত্যু প্রমাণিত– এটি কি সত্য নয়? কেননা খোদা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, যেমন আয়াত **"ফালাম্মা তাওয়াফ্ফাইতানী"** (সূরা আল্ মায়েদা: আয়াত ১১৮; অর্থাৎ, কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে)-এর সাক্ষী। আপনারা ভালো করে জানেন, 'তাওয়াফ্ফা'-এর অর্থ রূহ কবয করা ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়*।

অতঃপর অন্য একটি আয়াত **"মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন কাদ খালাত মিন কাবলিহির রুসুল"** (সূরা আলে 'ইমরান: আয়াত ১৪৫; অর্থাৎ, মুহাম্মদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বেকার সকল রাসূল অবশ্যই মারা গিয়াছে)। এটি সেই আয়াত যা মহানবী (সা.)-এর (মৃত্যুর) সময় হযরত আবু বকর (রা.) এ প্রমাণ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে পড়েছিলেন যে, পূববর্তী সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন। এতে সকল সাহাবার 'ইজমা' (মতৈক্য) হয়েছিল। তদ্রূপ মহানবী (সা.) মে'রাজের রাতে হযরত মসীহকে পরলোকগত নবীদের দলে দেখেছিলেন। তিনি এটিও বলেছেন, হযরত মসীহ (আ.) একশ বিশ বছর আয়ু লাভ করেছেন। আর তিনি এটিও বলেছেন, যদি মূসা ও ঈসা (আ.) জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ করতেন। কুরআনে মহানবী (সা.)-কে 'খাতামাল আম্বিয়া' সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই এখন বল, এই সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের বর্তমানে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে কি সন্দেহের অবকাশ থাকে? বাকী রইলো আমার দাবি, সেটিও ভিত্তিহীন নয়। বুখারী ও মুসলিমে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে, মসীহ মাওউদ এই উম্মতের মধ্য থেকেই

---

* **টীকা:** যেমন অভিধানে খোদা কর্তা আর মানুষ কর্মপদ হলে তাওয়াফফার অর্থ মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু নয়। তদ্রূপই কুরআন শরীফের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'তাওয়াফফা' শব্দ কেবল মৃত্যু ও রূহ কবযের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সমস্ত কুরআনে এছাড়া আর কোন অর্থ নেই। -লেখক

হবেন। আর খোদা আমার জন্য রমযানে আকাশে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ প্রদর্শন করেছেন। তদ্রূপ পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে, আর আল্লাহর রীতি অনুযায়ী দলিলপ্রমাণ পূর্ণ হয়েছে। আমি সেই সত্তার শপথ করছি যার হাতে আমার প্রাণ! আপনারা নিজেদের হৃদয়কে পরিষ্কার করে যদি খোদার আরও কোন নিদর্শন দেখতে চান তাহলে সেই সর্বশক্তিমান খোদা আপনাদের তৈরী করা কোন মনগড়া মাপকাঠির অনুবর্তী না হয়ে নিজের ইচ্ছা ও ক্ষমতায় নিদর্শন প্রদর্শনের শক্তি রাখেন*। আমি বিশ্বাস রাখি আপনারা যদি সৎ মনোবৃত্তি নিয়ে তওবার মানসে আমার নিকট চান, আর খোদা তা'লার সম্মুখে এ প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি মানবীয় শক্তির বাইরে অলৌকিকভাবে কোন বিষয় প্রকাশিত হয় তাহলে আমরা সকল প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ ছেড়ে কেবল খোদাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বয়া'ত করে জামা'তে প্রবেশ করব, তাহলে অবশ্যই খোদা তা'লা কোন নিদর্শন প্রদর্শন করবেন; কেননা তিনি বারবার দয়াকারী ও পরম দয়ালু। কিন্তু আপনাদের ইচ্ছানুসারে চলব বা নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য দুই তিন দিন নির্দিষ্ট করে দেব, এটি আমার নিয়ন্ত্রণে নেই, আল্লাহ তা'লার নিয়ন্ত্রণে। তিনি যে তারিখ চান নির্ধারণ করতে পারেন। নিয়তে যদি সত্য সন্ধানের সদিচ্ছা থাকে তাহলে এটি কোন বাদানুবাদের বিষয় নয়। কেননা চলমান যুগে খোদা তা'লা যদি নতুন কোন নিদর্শন প্রদর্শন করার থাকেন তাহলে এটিতো হতে পারে না যে, তিনি পঞ্চাশ-ষাট বছরকাল নির্ধারণ করে দিবেন; বরং ন্যূনতম কোন সময় হবে যা আদালতে মামলা-মোকাদ্দমা বা ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতেও ন্যূনতম যে সময়ের দরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তা নিজের জন্য

---

* **টীকা:** এখনই মক্কা মু'আযযামা ও মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসীদের জন্য একটি বড় নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে, আর সেটি হচ্ছে তেরশত বছর যাবৎ মক্কা থেকে মদীনা যাওয়ার জন্য উটের বাহন ব্যবহৃত হচ্ছিল। তাই প্রতি বছর কয়েক লক্ষ উট মক্কা থেকে মদীনা এবং মদীনা থেকে মক্কা যাতায়াত করত। এ উটগুলো সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে সম্মিলিতভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, এমন এক সময় আসছে যখন এই উট পরিত্যক্ত হবে আর কেউ সেগুলোতে আরোহন করবে না। তাই আয়াত, **"ওয়া ইযাল ইশারু উত্তিলাত"** (সূরা আত্ তাকবীর: আয়াত ৫; অর্থাৎ, এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলো বেকার পরিত্যক্ত হবে) আর হাদীস, 'ইয়ুতরাকুল কিলাসু ফালা ইউসআ' আলাইহা'-এর সাক্ষী। সুতরাং এটি মসীহর যুগ ও মসীহ মাওউদের আবির্ভাবের নিদর্শন সম্পর্কে কত জোরালো ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা রেল আবিষ্কারের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। 'ফালহামদুলিল্লাহে আলা যালিক' (সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'লার)। -লেখক

মেনে নেন। আপনারা যদি হৃদয় থেকে দূরভিসন্ধি পরিপূর্ণভাবে দূরীভূত করে খোদা তা'লার সাক্ষ্যের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে সংকল্পবদ্ধ হন, তাহলে এ পন্থায় বিষয়ের নিষ্পত্তি হতে পারে। তবে এ পদ্ধতিতে এ বিষয় আবশ্যক হবে, চল্লিশজন প্রসিদ্ধ মৌলভী যেমন: মুহাম্মদ হোসেইন সাহেব বাটালভী, মৌলভী নযীর হোসেইন সাহেব দেহলভী, মৌলভী আব্দুল জব্বার সাহেব গযনভী পরবর্তীতে অমৃতসরী, মৌলভী রশীদ আহমদ সাহেব গাংগোহী এবং মৌলভী পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেব গুলড়াভী প্রমুখ একটি লিখিত অঙ্গীকারনামা পঞ্চাশজন সম্মানিত মুসলমানের সাক্ষ্যসহ পত্রিকায় প্রকাশ করবেন, যদি বাস্তবে এমন কোন ব্যতিক্রমী নিদর্শন প্রকাশ পায় তাহলে আমরা মহাপ্রতাপের অধিকারীকে ভয় করে বিরোধিতা ছেড়ে দেব আর বয়া'ত করে নেব। এ পদ্ধতি যদি আপনারাদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য না হয় আর এসব ধারণা আপনাদের পেয়ে বসে, এ ধরনের বয়া'তের অঙ্গীকার ছাপলে আপনাদের সম্মানের হানি হবে বা এ ধরনের বিনয় প্রদর্শন সবার জন্য অসম্ভব, তাহলে আরো একটি সহজ পদ্ধতি আছে যার চেয়ে উত্তম আর কোন পদ্ধতি নেই। এতে আপনাদের কোন অসম্মান হবে না আর না কোন মুবাহেলার মাধ্যমে জান, মাল বা সম্মানহানির কোন ভয় থাকবে। আর সেটি হল, আপনারা কেবল খোদা তা'লাকে ভয় করে ও এই উম্মতে মুহাম্মদীয়ার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে বাটালা বা অমৃতসর বা লাহোরে একটি জলসা করুন। সেই জলসায় যতদূর সম্ভব আর যে সংখ্যায় সম্ভব সম্মানিত আলেম ও জগতপূজারী মানুষ একত্রিত হোক, আমিও নিজের জামা'তসহ উপস্থিত হব। এরপর তারা সকলে এ দোয়া করুক, হে এলাহী! যদি তোমার দৃষ্টিতে এই ব্যক্তি তোমার পক্ষ থেকে না হয়ে থাকে আর না মসীহ মাওউদ ও মাহদী বরং মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে এই ফিতনাকে মুসলমানদের মাঝ থেকে দূর কর; তার দুষ্কৃতি থেকে ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের রক্ষা কর যেভাবে তুমি মুসায়লেমা কায্যাব ও আসওয়াদ আনসিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে মুসলমানদেরকে তাদের অকল্যাণ থেকে রক্ষা করেছিলে। আর যদি ইনি তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকেন আর আমাদের বিবেক বুদ্ধি ও উপলব্ধিরই ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে হে কাদের! আমাদের বোধশক্তি দান কর যেন আমরা ধ্বংস না হই। তাঁর সমর্থনে এমন কোন বিষয় এবং নিদর্শন প্রকাশ কর যেন আমাদের মন মেনে নেয় যে, ইনি তোমার পক্ষ থেকে এসেছেন। যখন এ

সমস্ত দোয়া করা হয়ে যাবে তখন আমি এবং আমার জামা'ত উচ্চস্বরে আমীন বলব। এরপর আমি দোয়া করব আর সে সময় আমার হাতে সে সমুদয় ইলহাম থাকবে যা এখনই লেখা হয়েছে এবং কিছু নিম্নে লেখা হবে। মোটকথা প্রকাশিত এই পুস্তিকায় যত ইলহাম রয়েছে তা হাতে থাকবে। আর দোয়ার বিষয়বস্তু হবে এই, হে এলাহী! এই ইলহামসমূহ যা এ পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে আর যা এখন আমার হাতে আছে, এগুলোর প্রেক্ষিতে আমি নিজেকে মসীহ মাওউদ ও যুগ মাহদী মনে করি, হযরত মসীহকে মৃত্যুপ্রাপ্ত আখ্যা দিই। এগুলো যদি তোমার বাণী না হয় আর আমি তোমার দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও দাজ্জাল হই, যে উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে ফিতনা সৃষ্টি করেছে, আর তুমি যদি আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হও, তাহলে আমি তোমার সমীপে বিগলিত চিত্তে দোয়া করছি, আজকের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে জীবিতদের মাঝ থেকে আমার নাম কর্তন করে দাও, আমার সমস্ত কর্ম বিনষ্ট করে দাও এবং পৃথিবী থেকে আমার চিহ্ন মুছে ফেল। আর আমি যদি তোমার পক্ষ থেকে আগমনকারী হয়ে থাকি, এ ইলহামসমূহ যা এখন আমার হাতে আছে সেসব তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, আমি যদি তোমার কৃপাভাজন হয়ে থাকি, তাহলে হে সর্বশক্তিমান দয়ালু! আগামী বছর আমার জামা'তকে একটি অসাধারণ উন্নতি দান কর। অলৌকিক কল্যাণরাজির ধারা সর্বদা জারি রাখ, আমার আয়ুতে বরকত দান কর, ঐশী সাহায্য অবতীর্ণ কর। আর যখন এই দোয়া শেষ হয়ে যাবে তখন উপস্থিত সকল বিরোধী লোক আমীন বলবেন।* এ দোয়ার ক্ষেত্রে সকল ভদ্র মহোদয়ের নিজ হৃদয়সমূহকে পরিষ্কার করে আসা সংগত হবে, প্রবৃত্তির তাড়না বা ক্রোধ না থাকা, হার-জিতের বিষয় মনে না রাখা আর এ দোয়াকে মুবাহেলা আখ্যা না দেয়া। কেননা এ দোয়ার সামগ্রিক লাভ-লোকসান আমার সত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। বিরুদ্ধবাদীদের ওপর এর কোন কার্যকারিতা নেই। হে সম্মানিত ব্যক্তিগণ! এ কথা পরিষ্কার যে বিরোধ অনেক বেড়ে গেছে। এ বিরোধ আর আপনাদের মিথ্যা আরোপের কারণে ইসলামে

---

* **টীকা:** স্মরণ রাখবেন! দোয়ার এ পদ্ধতি মুবাহেলার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আরবী অভিধানের আলোকে উপরন্তু শরীয়তের পরিভাষায় মুবাহেলার অর্থ হচ্ছে, বিরোধী দুই পক্ষ একে অন্যের জন্য শাস্তি ও খোদার অভিশাপ কামনা করবে। কিন্তু এ দোয়ায় সমস্ত কার্যকারিতা কেবল আমার জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, অন্য পক্ষের জন্য কোন দোয়া নেই। -লেখক

দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে। অথচ অপরদিকে এ জামা'তের অনুসারীদের সংখ্যা সহস্র সহস্রে পৌঁছে গেছে তথাপি আমার প্রত্যেক শিষ্যকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়, তাই বিরোধিতার চিত্র সুস্পষ্ট। এমন সময় ইসলামের প্রতি ভালোবাসার দাবি এটিই, যেমন 'ইস্তিসক্বার' (বৃষ্টির জন্য প্রর্থনা করা) নামাযের জন্য আহাজারি ও রোদনার্থে মানুষ জঙ্গলে যায় তদ্রূপই এই জমায়েতেও আহাজারির অবস্থা সৃষ্টি করুন এবং চেষ্টা করুন দোয়া যেন হৃদয় নিংড়ানো ও বিগলিতচিত্তে হয়। খোদা নিষ্ঠাবানদের দোয়া গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং এ কার্যক্রম যদি তাঁর পক্ষ থেকে না হয়ে থাকে আর মানবীয় মিথ্যা রটনা ও লৌকিকতা হয়, তাহলে করুণার যোগ্য উম্মতের দোয়া ত্বরিৎ আরশে পৌঁছে যাবে। আমার জামা'ত যদি ঐশী আর খোদার হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহলে আমার দোয়া গৃহীত হবে। সুতরাং হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! খোদার খাতিরে এই প্রস্তাবটি মেনে নিন। বড় জমায়েতের প্রয়োজন নেই, আলেমদের মধ্য থেকে চল্লিশজন একত্রিত হয়ে যান, এর চেয়ে কমও উচিত হবে না। দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য চল্লিশ সংখ্যাটির একটি কল্যাণকর প্রভাব আছে। এছাড়া জাগতিক মানুষের মধ্য থেকে যে চায় অংশগ্রহণ করুক। আর বিগলিতচিত্তে দোয়া ও আহাজারি করা উচিত। যদিও প্রত্যেক ভদ্রলোকের সফরের কিছুটা কষ্ট তো হবে আর কিছু খরচও হবে, কিন্তু অনেক বড় আশা আছে যে, খোদা সিদ্ধান্ত করে দিবেন। হে সম্মানিত ব্যক্তিগণ! জাতির নেতৃবর্গ এবং আলেমগণ! পুনরায় আমি আপনাদেরকে আল্লাহ তা'লার কসম দিচ্ছি, এ অনুরোধকে অবশ্যই গ্রহণ করুন। তবে এ বিষয়টিও উল্লেখ্য, যেহেতু বর্ষা ও গ্রীষ্মের সফর কষ্ট ও ক্লেশমুক্ত নয়, এছাড়া আবহাওয়াজনিত অসুস্থতাও থাকে, এ কারণে এ জমায়েতের জন্য পনের অক্টোবর উনিশ শত খ্রিস্টাব্দ (১৫/১০/১৯০০ খ্রি.) উপযোগী হবে যখন আবহাওয়া ভালো হবে। এ ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের বিরোধীদের পক্ষ থেকে পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেব গুলড়াভী বা মৌলভী **মুহাম্মদ হোসেইন** সাহেব বাটালভী বা মৌলভী আব্দুল জব্বার সাহেব গযনভী কাফেলার আমীর বা সেক্রেটারি হিসেবে মনোনীত হন তারা নিজেদের মাঝে পরামর্শের পর সম্মতিসূচক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে কোন অসুবিধা নেই। তবে খোদার খাতিরে এখন আর অন্য কোন শর্তারোপ থেকে এ বিজ্ঞাপনকে মুক্ত রাখবেন। আমি কেবল খোদার খাতিরে এ প্রস্তাব রেখেছি। আমার খোদা অবস্থার সাক্ষী যে, আমি কেবল

সত্য প্রকাশের জন্য এ প্রস্তাব উপস্থাপন করেছি। এতে মুবাহেলার কোন অংশ নেই, যা কিছু আছে সেটি আমার প্রাণ ও সম্মানের সাথে সম্পর্ক রাখে। খোদার খাতিরে একে অবশ্যই মেনে নিন। লক্ষ্য করুন! আমার বিরোধিতায় আলেমগণ কত কষ্টে নিপতিত। অনেক সময় আমার সমালোচনায় এমন সব কথা বলা হয় যা নবীদের ওপরও গিয়ে পড়ে। নবীগণ দিন মজুরিও করেছেন, চাকরিও করেছেন, কাফেরদের জিনিসপত্রও ব্যবহার করেছেন। যাদের তারা দাজ্জাল বলতেন তাদের খচ্চরেও আরোহন করেছেন। তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে কিছু লোক পরীক্ষার সম্মুখীনও হয়েছে, তাদের ধারণা অনুযায়ী সেগুলো পূর্ণ হয়নি। যেমন ইহুদীরা আজ পর্যন্ত বাদশাহ্ মসীহ সম্পর্কে আর মসীহের পূর্বে ইলিয়াসের আগমনের যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল সে সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে। হযরত ইবরাহীমের প্রতি বিরুদ্ধবাদীরা মিথ্যা বলার আপত্তি করেছে আর আজও আর্যরা হযরত মূসার বিরুদ্ধে মিশরীয়দের ধোঁকা দিয়ে অলংকারাদি নেয়া, মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, দুধের শিশুদের হত্যা করার আপত্তি করে থাকে। কিছু নির্বোধদের দৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হয়নি, কয়েকটি তফসীরে লেখা হয়েছে যে, কিছু অজ্ঞ মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল আর কোন কোন সময় স্বয়ং নবীও ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ বুঝতে ভুল করতে পারেন; যেমন হাদীস 'যাহাবা ওয়াহলী' এর প্রমাণ। এ ছাড়া ইউনুস নবীর আযাবের প্রতিশ্রুতি টলে যাওয়া, যা পূর্ণ হওয়ার সময় নিশ্চিত ভাবে চল্লিশ দিন বলা হয়েছিল; সতর্কীকরণমূলক ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে মুত্তাকীদের একটি পরিষ্কার পথ নির্দেশনা দেয় যেমনটি, দুররে মনসুর ও যোনা নবীর কিতাবে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। অতএব এ সমস্ত দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও আমার ওপর আপত্তি করা কি তাকওয়াসংগত? নিজেই চিন্তা করুন। এখন নিম্নে অবশিষ্ট ইলহামসমূহ উল্লেখ করছি কেননা দোয়ার সময় যখন এ পুস্তিকা হাতে থাকবে তখন এ ইলহামসমূহও উল্লেখ করা আবশ্যক। আর সেগুলো হচ্ছে,

سبحان اللّٰه تبارک وتعالٰی زاد مجدک ینقطع اٰباءک ویبدء منک. عطاءً غیر مجذوذ. سلام قولًامن رب رحیم. وقیل بُعدًا للقوم الظالمین. ترٰی نسلًا بعیدًا. ولنحیینّک حیوٰة طیّبة. ثمانین حولا اوقریبا من ذالک اوتزیدعلیه سنینا. وکان وعد اللّٰه مفعولا. هٰذا من رحمة ربّک. یتم نعمته

عليک ليکون اٰية للمومنين. ينصرک اللّٰه فی مواطن. واللّٰه متمّ نوره ولو کره الکافرون. ويمکرون ويمکر اللّٰه واللّٰه خير الماکرين. الا ان روح اللّٰه قريب. الا ان نصر اللّٰه قريب. يأتيک من کلّ فج عميق. ياتون من کل فج عميق. ينصرک رجال نوحی اليهم من السماء. لا مبدل لکلمات اللّٰه. انه هو العلی العظيم. هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودين الحق وتهذيب الاخلاق. وقالوا سيقلب الامر. وما کانوا علی الغيب مطّلعين. انا اٰتيناک الدنيا وخزائن رحمة ربک وانّک من المنصورين. وانّی جاعل الذين اتبعوک فوق الذين کفروا الی يوم القيامة☆ وانک لدينا مکين امين. انت منی بمنزلة لا يعلمها الخلق وما کان اللّٰه ليترکک حتی يميز الخبيث من الطيب. فذرنی والمکذبين۞. واللّٰه غالب علٰی امره ولٰکن اکثر الناس لا يعلمون. اذا جاء نصر اللّٰه والفتح. وتمّت کلمة ربک هذا الذی کنتم به تستعجلون. اردت ان استخلف فخلقت اٰدم. يقيم الشريعة ويحی الدين. ولو کان الايمان معلّقا بالثريا لناله. انا انزلناه قريبًا من القاديان. وبالحق انزلناه وبالحق نزل. صدق اللّٰه ورسوله وکان امر اللّٰه مفعولا. ان السماوات والارض کانتا رتقًا ففتقناهما. هو الذی ارسل رسوله بالهدٰی ودين الحق ليظهره علی الدين کلّه. وقالوا ان هذا الااختلاق. قل ان افتريته فعلیّ اجرامی. ولقد لبثت فيکم عمرًا من قبله افلا تعقلون. وقالوا ما سمعنا بهذا فی آباء نا الاولين. قل ان هدی اللّٰه هو

☆ **টীকা:** এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ থেকে ২০ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়াতে প্রকাশিত হয়েছিল। -লেখক

۞ **টীকা:** এই ভবিষ্যদ্বাণীও আজ থেকে ২০ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়াতে প্রকাশিত হয়েছিল। -লেখক

الهدٰی. ومن یبتغ غیره لن یقبل منه وهو فی الاٰخرة من الخاسرین. انک علٰی صراط مستقیم. وجیها فی الدنیا والاٰخرة ومن المقربین. ویقولون انّی لک هذا. ان هٰذا اّلا قول البشر واعانه علیه قوم اٰخرون. افتاتون السّحر وانتم تبصرون. هیهات هیهات لما توعدون. من هٰذا الذی هو مهین. ولا یکاد یبین. جاهل او مجنون. قل ان کنتم تحبون اللّٰه فاتبعونی یحببکم اللّٰه. وانا کفیناک المستهزئین .ذرنی والمکذبین. الحمدللّٰه الذی جعلک المسیح ابن مریم. یجتبی الیه من یشاء.لا یسئل عمّایفعل وهم یسئلون. امم یسّرنا لهم الهدیٰ وامم حق علیهم العذاب. وّ یمکرون ویمکر اللّٰه واللّٰه خیر الماکرین. ولکید اللّٰه اکبر. وان یتخذونک اِّلا هزوا اهٰذاالذی بعث اللّٰه. ان هٰذا الرجل یجوح الدین. وقد بلجت اٰیاتی☆. وجحدوا بها واستیقنتهم انفسهم ظلمًا وعلوًّا. قاتلهم اللّٰه انّی یُؤ فکون. قل ایها الکفار انی من الصادقین. وعندی شهادة من اللّٰه. وانی امرت وانا اوّل المومنین. واصنع الفلک باعیننا ووحینا. الذین یبایعونک انما یبایعون اللّٰه. یداللّٰه فوق ایدیهم. والذین تابوا واصلحوا اولٰئک اتوب علیهم وانا التواب الرحیم. الامام خیر الانام. ویقول العدوّ وَ لست مرسلا.

☆ **টীকা:** খোদা তা'লা আমার সমর্থনে একশ'র মত নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। সুতরাং চার ছেলে চারটি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করেছে যার বিস্তারিত বর্ণনা 'তিরয়াকুল ক্বলূব' পুস্তকে রয়েছে। তদ্রূপ শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলভী হেকিম নুরুদ্দীন সাহেব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তাঁর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করবে আর তার শরীরে ফোঁড়া বের হবে। এছাড়া আথম সম্পর্কে রয়েছে শর্ত সাপেক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী, লেখরামের নিহত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ও পরিশেষে হত্যার অভিযোগ থেকে আমার মুক্তির ভবিষ্যদ্বাণী এবং দেশে মহামারী ছেয়ে যাওয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী। বস্তুত একশ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে এবং হাজার হাজার মানুষ সেগুলোর সাক্ষী। এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী 'তিরয়াকুল কুলূব ' পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। -লেখক

سناخذهٗ من مارن اوخرطوم. واذ قال ربک انّی جاعل فی الارض خلیفة. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها. قال انی اعلم مالا تعلمون. وینظرون الیک وهم لا یبصرون. یتربّصون علیک الدوائر علیهم دائرة السوء. قل اعملوا علٰی مکانتکم انّی عامل فسوف تعلمون. ویعصمک اللّٰه ولولم یعصمک الناس ولولم یعصمک الناس یعصمک اللّٰه. سبحان اللّٰه انت وقاره فکیف یترکک. انتَ المسیح الذی لا یضاع وقته. کمثلک درّ لا یضاع. لن یجعل اللّٰه للکافرین علی المومنین سبیلا. الم تر انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها الم تر ان اللّٰه علٰی کل شیء قدیر. فانتظروا الأیات حتی حین. انت الشیخ المسیح وانّی معک ومع انصارک. وانت اسمی الاعلٰی وانت منی بمنزلة توحیدی وتفریدی. وانت منی بمنزلة المحبوبین. فاصبر حتی یاتیک امرنا وانذر عشیرتک الاقربین. وانذرقومک وقل انی نذیر مبین. قوم متشاکسون. کذّبوا بایٰاتنا وکانوا بها یستهزء ون. فسیکفیکهم اللّٰه ویردّ ها الیک☆. لامبدل لکلمات اللّٰه. وان وعد اللّٰه حق و ان ربک فعّال لما یرید. قل ای وربّی انه لحق ولا تکن من الممترین. انا زوّجناکها. انماامرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون انما نؤخرهم الی اجل مسمی اجل قریب وکان فضل اللّٰه علیک عظیما یاتیک نصرتی انی انا الرحمان. واذا جاء نصر اللّٰه و توجّهت لفصل

☆ **টীকা:** এই ভবিষ্যদ্বাণী সেই বিয়ে সংক্রান্ত যা সম্পর্কে নির্বোধ বিরোধীরা অজ্ঞতা ও বিদ্বেষপ্রসূত কারণে আপত্তি করে থাকে, 'যাও্ওয়াজ্নাকা' -এর অর্থ কী প্রকাশ পেল? অথচ 'ইউরাদ্দুহা ইলাইকা' বাক্য থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, সেই মহিলার একবার চলে যাওয়া এবং তারপর ফিরে আসা হলো শর্তযুক্ত। এরপর 'যাও্ওয়াজ্নাকা' এর পালা। কেননা প্রথমে সে নিকট আত্মীয় হওয়ার কারণে কাছে ছিল এরপর দূরে চলে গেল, পুনরায় ফেরত আসবে। আর এটিই 'রদ' এর অর্থ। -লেখক

الخطاب. قالوا ربنا اغفرلنا انا كنا خاطئين. ويخرّون على الاذقان. لا تثريب عليكم اليوم. يغفر اللّٰه لكم وهو ارحم الراحمين. بشرىٰ لكم فى هٰذه الايام. شاهت الوجوه. يوم يعض الظالم على يديه ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا. وقالوا ان هذا الا قول البشر. قل لو كان من عند غير اللّٰه لوجدوافيه اختلافًا كثيرا. وبشّر الذين اٰمنوا انّ لهم قدم صدق عند ربهم. لن يخزيهم اللّٰه. ما اهلك اللّٰه اهلك. الذين اٰمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولٰئك لهم الامن وهم مهتدون. تُفتّح لهم ابواب السماء. نريد ان ننزل عليك اسرارًا من السماء ونمزق الاعداء كل ممزّق☆. ونرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. قل يا ايها الكفار انى من الصادقين. فانظروا اٰياتى حتّى حين. سنريهم اٰياتنا فى الأفاق وفى انفسهم حجة قائمة وفتح مبين. حكم اللّٰه الرحمٰن. لخليفة اللّٰه السلطان. يوتى له الملك العظيم۞. وتفتح على يده الخزائن وتشرق الارض بنور ربّها ذالك فضل اللّٰه وفى اعينكم عجيب. السلام عليك انا انزلناك برهانا وكان اللّٰه قديرا. عليك بركات وسلام. سلام قولا من رب رحيم. انت قابل يأْتيك وابل. تنزل الرحمة على ثلث. العين وعلٰى الأُخريين. ولنحيينّك حيٰوة طيبة. انَّا اتيناك الكوثر. فصل

☆ **টীকা:** 'নুমাযযেকুল আ'দা' বাক্যাংশের অর্থ হল, তাদের সামনে পূর্ণ যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করবেন আর সকল দিক থেকে তাদের আপত্তিসমূহ খন্ডন করবেন। 'নুরি ফেরআ'উনা' বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে সত্যকে পরিপূর্ণরূপে উন্মোচিত করে দেয়া হবে, যার উন্মোচনে বিরোধীরা ভয় পায়। -লেখক

۞ এ স্থলে 'সুলতান' শব্দ দ্বারা ঐশী রাজত্বকে বুঝানো হয়েছে আর 'মুলক' দ্বারা আধ্যাত্মিক রাজত্ব বুঝানো হয়েছে। এছাড়া খাযায়েন দ্বারা সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান বুঝানো হয়েছে। -লেখক

لـربّک وانـحـر. انی انا اللّٰه فاعبدنی ولا تستعن من غیری. انی انا اللّٰه لا الٰه الّا انـا. لا یـد اِلّا یدی. انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین. انی مع الافـواج اٰتیک بـغتة. فتـح و ظفر. انی اموج موج البحر. الفتنة هٰهنا فاصبر کـمـا صبر اولو العزم. انا ارسلنا الیک شواظًا من نار. قد ابتلی المومنون ثم یردالیک السلام. وعسٰی ان تکرّهـوا شیئا وهو خیر لکم واللّٰه یعلم وانتم لا تعلمون. الرحی تدور وینزل القضاء. ان فضل اللّٰه لأتٍ. ولیس لاحد ان یرد مـا اتـی. قـل ای وربّـی انـه لـحق لا یتبدل ولا یخفی. وینزل ما تعجب منه. وحـی من رب السمٰوات العلٰی ان ربّی لا یضل ولا ینسٰی. ظفر مبین. وانما نـؤخـرهـم الٰـی اجـل مسـمّٰـی. انت معی وانا معک قل اللّٰه ثم ذره فی غیّه یتـمـطّـی. انـه مـعک وانه یعلم السرّوما اخفٰی. لا الٰه الّا هو یعلم کلّ شیء ویـری. ان الـلّٰـه مـع الـذیـن اتقوا والذین هم یحسنون الحسنٰی. انا ارسلنا احـمـد الٰـی قـومـه فـاعـرضـوا وقـالـوا کذّابٌ اشر. وجعلوا یشهدون علیه ویسیـلـون کـمـاء مـنهـمـر. ان حبّی قریب. انه قریب مستتر. ویریدون ان یقتلوک. یعصمک اللّٰه. یکلأک اللّٰه. انی حافظک. عنایة اللّٰه حافظک. تری نسلًا بعیدًا ابناء القمر. اناکفیناک المستهزئین. ان ربّک لبالمرصاد. انـه سیـجـعـل الولدان شیبا. الامراض تشاع. والنفوس تضاع. وسانزل وانّ یـومـی لـفـصل عظیم. لا تعجبن من امری. انا نریدان نعزک ونحفظک. یاتی قـمـر الانبیاء وامرک یتأتّی. ماانت ان تترک الشیطان قبل ان تغلبه. ویریدون ان یـطـفئوا نور اللّٰه. واللّٰه غالب علٰی امره ولکنّ اکثر الناس لا یعلمون. الفوق

معک والتحت مع اعدائک. واینما تولّوا فثم وجه اللّٰه. قل جاء الحق وزهق الباطل. اللّٰه الذی جعلک المسیح ابن مریم. لتنذر قومًا ما انذر آباء هم ولتدعو قومًا اٰخرین. عسی اللّٰه ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم مودّة. انا نعلم الامروانا لعالمون. الحمدللّٰه الذی جعل لکم الصهر والنسب۞ اذکر نعمتی رئیت خدیجتی☆. هذا من رحمة ربک یتمّ نعمته علیک لیکون آیة للمؤمنین. انت معی وانا معک یاابراهیم. انت برهان وانت فرقان یری اللّٰه بک سبیله. انت القائم علی نفسه مظهر الحیّ. وانت منی مبدء الامر. وانت من مائنا وهم من فشل. اذا التقی الفئتان فانی مع الرسول اقوم. وینصره الملائکة. انی انا الرحمان ذوالمجد والعلٰی. وما ینطق عن الهویٰ ان هو الّا وحی یوحٰی. اردت ان استخلف فخلقت اٰدم. وللّٰه الامرمن قبل و من بعد. یاعبدی لاتخف. الم ترانا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. الم تعلم ان اللّٰه علٰی کل شیء قدیر. فقط.

۞ **টীকা:** প্রথম এডিশনে এই ইলহামে আল্লাযীর পরিবর্তে আল্লাযীনা এবং আস্‌সাহারে 'গোল হা'-এর পরিবর্তে 'হা'য়ে 'হুত্তি' লেখা হয়েছে। এই উভয় ভুল সম্ভবত লিপিকারের। সঠিক হচ্ছে আল্লাযী এবং আস্‌সাহারে 'গোল হা' হবে। (প্রকাশক)

☆ **টীকা:** এই ইলহাম 'বারাহীনে আহমদীয়ায়' লিপিবদ্ধ আছে আর এটি সেই ইলহামের অংশ যাতে কয়েক বছর পূর্বেই সংবাদ দেয়া হয়েছিল– অর্থাৎ, আমাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, সৈয়্যদ বংশে তোমার বিয়ে হবে এবং তা থেকেই সন্তান হবে। এতে করে যেন 'ইয়াতাযাওওয়াজু ওয়া ইউলাদু লাহু' হাদীসটি পূর্ণ হয়। এই হাদীসটি ইঙ্গিত বহন করছে যে, মসীহ মাওউদ-এর সৈয়্যদ বংশের সাথে সম্পর্ক জামাতা সূত্রে হবে। কেননা 'ইউলাদু লাহু'-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মসীহ মাওউদ পবিত্র ও পুণ্যবান সন্তান লাভ করবেন যা উন্নত ও পবিত্র বংশের মাধ্যমে হওয়া আবশ্যক। আর সেটি হচ্ছে সৈয়্যদ বংশ। এখানে 'খাদিজাতী' বাক্যাংশটির অর্থ খাদিজার সন্তান– অর্থাৎ, ফাতিমার বংশধর। -লেখক

*উপরোল্লিখিত ইলহামসমূহের অর্থ হচ্ছে, সেই খোদা অনেক পবিত্র, বরকতময় এবং অনেক উচ্চ, যিনি তোমার সম্মানকে বৃদ্ধি করেছেন। সেই সময় আসছে যখন তোমার পিতৃপুরুষকে কেউ স্মরণ করবে না আর বংশের ধারাবাহিকতা তোমার থেকে শুরু হবে, এটি সেই দান যা কখনো কর্তিত হবে না। দয়াশীল প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি শান্তি এবং বলা হবে যালেম জাতির জন্য ধ্বংস। তুমি দূরের বংশধরও দেখবে। আমরা তোমাকে আনন্দঘন পবিত্র জীবন দান করব। আশি বছর বা তার কম বা তার চেয়ে বেশি আয়ু দান করব। আল্লাহ তা'লার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। এটি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়াস্বরূপ। তিনি তাঁর নেয়ামতকে তোমার প্রতি পূর্ণ করবেন যেন তা মু'মিনদের জন্য নিদর্শন হয়। আল্লাহ তা'লা তোমাকে রণাঙ্গনসমূহে সাহায্য করবেন, কাফিরগণ যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান করবেন। এবং তারা ষড়যন্ত্র করে আর আল্লাহ ষড়যন্ত্রের শাস্তি দিবেন আর আল্লাহ উত্তম পরিকল্পনাকারী। জেনে নাও আল্লাহ তা'লার রহমত তোমার নিকটবর্তী। শুনে রাখ! তাঁর সাহায্য সকল দূরবর্তী রাস্তা দিয়ে তোমার নিকট পৌঁছাবে। দূরবর্তী স্থান থেকে সাহায্যকারীগণ আসবেন। এমন মানুষ তোমাকে সাহায্য করবে যাদের প্রতি আমরা আকাশ থেকে ওহী অবতীর্ণ করব। আল্লাহ তা'লার কথাকে কেউ টলাতে পারবে না। নিশ্চয় তিনি বিজয়ী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। খোদা সেই খোদা যিনি নিজের রাসূলকে নিজের হেদায়াত এবং নিজের সত্যধর্ম আর চরিত্রের সংশোধনের জন্য পাঠিয়েছেন। এবং তারা বলে অচিরেই এই ব্যাপারটি নিশ্চিত করে দেয়া হবে অথচ তারা অদৃশ্য সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমরা তোমাকে ইহজগত আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডার দিয়েছি, তুমি সাহায্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত এবং আমি তোমার অনুসারীদের কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমার অস্বীকারকারীদের ওপর প্রাধান্য দেব আর নিশ্চয় তুমি আমাদের সমীপে মর্যাদার অধিকারী ও বিশ্বস্ত। তুমি আমার নিকট সেই মর্যাদা রাখ যা জগৎ জানে না আর খোদা তা'লা এমন নন যে পবিত্র ও অপবিত্রের মাঝে পার্থক্য না করা পর্যন্ত তোমাকে পরিত্যাগ করবেন।

---

* **টীকা:** (এই ইলহাম সমূহের অনুবাদ মসীহ মাওউদ (আ.) করেননি বরং পরবর্তীতে জামা'তের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। –অনুবাদক)

সুতরাং মিথ্যাবাদীদেরকে আমার জন্য ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'লা স্বীয় বিষয়ে বিজয়ী কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। যখন আল্লাহ তা'লার সাহায্য আসবে আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কথা পূর্ণ হবে, তখন বলা হবে, এটি সেই বিষয় যে বিষয় সম্পর্কে তোমরা তাড়াহুড়া করতে। আমি নিজের খলীফা বানানোর সংকল্প করলাম, তাই আমি আদমকে সৃষ্টি করেছি। সে শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করবে আর ধর্মকে জীবিত করবে এবং ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও চলে যায়, তথাপি সে সেটিকে নিয়ে আসবে। আমরা তাঁকে কাদিয়ানের নিকট অবতীর্ণ করেছি এবং প্রকৃত প্রয়োজনে তাঁকে অবতীর্ণ করেছি আর সে প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছে। আর যা আল্লাহ তা'লা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন তা সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কথা সত্য প্রমাণিত হল এবং আল্লাহর নির্দেশ পূর্ণ হয়ে থাকে। আকাশসমূহ ও পৃথিবী সংবদ্ধ ছিল, এরপর আমরা দু'টিকেই বিদীর্ণ করে দিলাম। খোদা সেই সত্তা যিনি নিজের রাসূলকে হেদায়াত ও সত্যধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি সেই ধর্মকে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করেন, অথচ তারা বলে এটি কেবল প্রতারণা। বল, আমি যদি মিথ্যা রটনা করে থাকি তাহলে এর পাপ আমার ওপরই বর্তাবে। এবং নিশ্চয় আমি ইতোপূর্বে একটি দীর্ঘ সময় তোমাদের মাঝে ছিলাম; তোমরা কি বিবেক বুদ্ধি খাটাবে না? আর তারা বলে আমরা এর বর্ণনা নিজেদের বিগত পিতৃপুরুষ থেকে শুনিনি। তুমি বল, আসল হেদায়াত খোদা তা'লার হেদায়াত এবং যে ব্যক্তি এই ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম পছন্দ করে তাকে গ্রহণ করা হবে না আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। নিশ্চয় তুমি সিরাতাল মুস্তাকিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত, ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত ও নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। এবং তারা বলে, তুমি এ কথা কোথা থেকে পেয়েছ, এটি তো মানুষের গড়া বাক্য আর অন্য কতক মানুষ তাকে এ কাজে সাহায্য করেছে। তোমরা কি জেনে-শুনে ধোঁকাকে গ্রহন করছ অথচ তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে সেটি পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। (এটি) সেই ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি যে লাঞ্ছিত এবং নিজের কথাকে পরিষ্কার করে বর্ণনাও করতে পারে না, অজ্ঞ সেই উন্মাদ। তুমি বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের জন্য আমরা যথেষ্ট। মিথ্যাবাদীদের শাস্তি আমার ওপর ছেড়ে দাও। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাকে

মসীহ ইবনে মরিয়ম করে পাঠিয়েছেন। তিনি যাকে চান নিজের জন্য বেছে নেন। তিনি নিজের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন না আর মানুষ জিজ্ঞাসিত হয়। কোন কোন জাতির জন্য আমরা হেদায়াত লাভ করা সহজ করে দিয়েছি এবং কোন কোন জাতির জন্য শাস্তি নির্ধারিত হয়ে গেছে। তারা ষড়যন্ত্র করবে, অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লাও পরিকল্পনা করবেন আর আল্লাহ্ উত্তম পরিকল্পনাকারী; বাস্তবে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনেক বড়। আর তারা তোমাকে ঠাট্টার লক্ষ্যস্থল বানিয়েছে। তারা ঠাট্টা করে বলে, এই কি সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন? এ ব্যক্তি তো ধর্মের মূলোৎপাটনকারী। আর আমার নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা যুলুম ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে অস্বীকার করেছে অথচ তারা মনে মনে সেগুলোকে সত্য জ্ঞান করে। তুমি বল, হে অস্বীকারকারীগণ! আমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত এবং আমার নিকট আল্লাহ্‌র সাক্ষী রয়েছে। তুমি বল, আমি খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট আর আমি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী। আর আমাদের ইঙ্গিতে আমাদের চোখের সম্মুখে নৌকা তৈরী কর। সে সকল মানুষ যারা তোমার হাতে হাত রাখে, তারা খোদার হাতে হাত রাখে, আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের ওপর আছে। যারা তওবা করেছে এবং নিজেদের সংশোধন করেছে তারাই সে সকল মানুষ যাদের প্রতি আমি সদয় দৃষ্টিপাত করব এবং আমি সদয় দৃষ্টিপাতকারী ও বারবার দয়াকারী। ইমাম সমস্ত জগতে সকলের চাইতে উত্তম হয়ে থাকে। শত্রুরা বলে তুমি প্রেরিত নও, আমরা তার নাক ধরে টানব– অর্থাৎ, জোরালো যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে তার মুখ বন্ধ করে দেব। আর যখন তোমার প্রভু-প্রতিপালক বলল, আমি পৃথিবীতে খলীফা বানাতে যাচ্ছি; তারা বলল, তুমি কি এমন ব্যক্তিকে খলীফা বানাবে যে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে? তিনি বললেন, আমি তার সম্পর্কে যা জানি তোমরা তা জান না। আর তারা তোমার দিকে তাকায় অথচ তারা দেখে না। তারা তোমার বিপদাপদের অপেক্ষায় থাকে, পক্ষান্তরে বিপদাপদ তাদেরই আক্রমণ করবে। তুমি বল, তোমরা নিজের পক্ষ থেকে সফলতার চেষ্টা কর আর আমিও কাজে নিয়োজিত আছি। এরপর দেখ, কার কাজে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়। আর মানুষ যদি তোমার নিরাপত্তা বিধান না করে তবে আল্লাহ্ তোমার নিরাপত্তা বিধান করবেন। আল্লাহ্ পবিত্র আর তুমি তাঁর সম্মান। সুতরাং তিনি তোমাকে কীভাবে পরিত্যাগ করবেন! তুমি সেই মাহদী যার সময় নষ্ট করা হবে না। তোমার

ন্যায় রত্নকে বিনষ্ট করা হবে না। আল্লাহ মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের আপত্তির কোন রাস্তা অবশিষ্ট রাখবেন না। তুমি কি লক্ষ্য কর নি, আমরা (তাদের জন্য) পৃথিবীকে এর পার্শ্বদেশ থেকে গুটিয়ে নিয়ে আসছি? তুমি কি জান না, আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান? সুতরাং নিদর্শনসমূহ আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর। তুমি সম্মানিত মসীহ আর নিশ্চয় আমি তোমার সাথে আছি, তোমার সাহায্যকারীদের সাথে আছি এবং তুমি সম্মানিত নাম আর তুমি আমার নিকট তেমনি মর্যাদার অধিকারী যেমন আমার তওহীদ ও একত্ব। আর তুমি আমার প্রিয়জনদের ন্যায় মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং তুমি আমাদের নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর আর নিজের নিকটাত্মীয়দের সতর্ক কর এবং তুমি তোমার জাতিকে সতর্ক কর আর বল, নিশ্চয় আমি প্রকাশ্য সতর্ককারী। এটি একটি মন্দ চরিত্রের জাতি, তারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং তারা সেগুলো সর্ম্পকে ঠাট্টাবিদ্রুপ করেছে। তাদের মোকাবিলায় আল্লাহ তা'লা তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং তাকে তোমার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।

আল্লাহর কথাতে কোন পরিবর্তনকারী নাই। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যা চান তাই করেন। তুমি বল, আমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয় এটি সত্য আর তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আমরা তার সাথে তোমার বিয়ে নির্ধারণ করেছি। আমরা যখন কোন জিনিসকে চাই তখন সে সম্পর্কে আমাদের নির্দেশ কেবল এটি হয়: আমরা বলি, হয়ে যাও, এরপর সেটি হয়ে যায়। আমরা তাদের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছি যা নিকটবর্তী আর তোমার প্রতি আল্লাহর মহান কৃপা; তোমার নিকট আমার সাহায্য আসবে, নিশ্চয় আমিই রহমান খোদা। আর যখন আল্লাহর সাহায্য আসল এবং আমি সিদ্ধান্তের জন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ক্ষমা করে দাও; নিশ্চয় আমরা গুনাহগার। এবং যখন তারা উপুড় হয়ে পড়বে তখন তাদের বলা হবে, আজকের দিনে তোমাদের থেকে কোন প্রতিশোধ নাই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন, কেননা তিনি সবচেয়ে বেশি মার্জনাকারী। এখন তোমাদের জন্য সুসংবাদ! কিছু মানুষের মুখ পরিচিত হয়ে যাবে। সেদিন যালেমগণ নিরুপায় হবে আর তারা বলবে, হায় পরিতাপ! যদি আমরা রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম! আর বলবে, এটিতো কেবল মানুষের

তৈরী বাক্য। তুমি বল, যদি এটি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও বাক্য হত তাহলে তোমরা এতে অনেক স্ব-বিরোধিতা দেখতে। আর তুমি মু'মিনদের শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট এক পরিপূর্ণ মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ কখনো তাদের লাঞ্ছিত করবেন না। আল্লাহ তা'লা তোমার অনুসারীদের ধ্বংস করবেন না। যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাদের ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রণ করেনি আর তাদের জন্যই শান্তি এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত। তাদের জন্য আকাশের দুয়ার খোলা হবে। আমাদের অভিপ্রায়, আমরা তোমার জন্য ঐশী রহস্যাবলী উন্মোচিত করব এবং তোমার শত্রুদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করব। আমরা ফেরাউন ও হামান এবং তাদের উভয়ের দলবলকে সেসব দেখাবো যেগুলোকে তারা ভয় পায়। তুমি বল, হে কাফেরগণ! আমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং তোমরা একটা সময় পর্যন্ত আমার নির্দেশের অপেক্ষা কর। অচিরেই আমরা তাদের আশেপাশে ও তাদের অস্তিত্বে নিজেদের নিদর্শনসমূহ দেখাব, সেই দিন নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সুস্পষ্ট বিজয় লাভ হবে। রহমান খোদার নির্দেশ তাঁর খলীফার জন্য– যার ঐশী রাজত্ব রয়েছে; তাকে বিশাল সাম্রাজ্য দেয়া হবে।

আর তার দ্বারা ভান্ডার উন্মুক্ত করা হবে এবং সমস্ত পৃথিবী তার প্রভু-প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তোমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যজনক। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। বারবার দয়াকারী প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শান্তি। তুমি যোগ্যতা রাখ, তাই তুমি মুষলধারে বর্ষণরত বৃষ্টিকে পাবে। তোমার তিন অঙ্গের ওপর বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হবে, একটি হচ্ছে চোখ, অন্য আরও দু'টি। আমরা তোমাকে পবিত্র জীবন দান করব। নিশ্চয় আমরা তোমাকে প্রভূত কল্যাণ দান করেছি।

সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ইবাদত কর আর কুরবানি দাও। আমিই আল্লাহ সুতরাং আমার ইবাদত কর আর আমি ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চেয়ো না। আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আমার শক্তি ব্যতিত কোন শক্তি নেই। আমরা যখন কোন জাতির সীমানায় অবতীর্ণ হই তখন সতর্ককৃতদের প্রভাত মন্দ হয়ে থাকে। আমি নিজের দলবলসহ হঠাৎ আগমন করব। সেদিন সুস্পষ্ট বিজয় এবং সফলতা লাভ হবে। আমি সমুদ্রের

উত্তাল ঢেউ হব। এখানে একটি ফিতনা সৃষ্টি হবে, সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেভাবে দৃঢ়সংকল্পের অধিকারী নবীগণ ধৈর্যধারণ করেছেন। আমরা তোমার দিকে অগ্নিশিখার পরীক্ষা প্রেরণ করব। মু'মিনরা অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন; এরপর তোমার দিকে শান্তি ফিরিয়ে আনা হবে। এবং হতে পারে তোমরা কোন বিষয়কে অপছন্দ কর আর সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জান না। যখন ভাগ্য পরিবর্তন হবে আর সিদ্ধান্ত অবতীর্ণ হবে। এটি খোদা তা'লার ফযল যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে আর তা অবশ্যই আসবে। আর কারো শক্তি নেই যে, এটিকে পরিবর্তন করতে পারে। তুমি বল, আমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয় এটি সত্য বিষয়; এ বিষয়ে কোন তারতম্য হবে না আর এ বিষয়টি গোপন থাকবে না। এবং একটি বিষয়ের অবতারণা হবে যা তোমাকে হতবাক করবে। এগুলো সুউচ্চ আকাশের প্রতিপালকের ওহী। আমার প্রভু-প্রতিপালক নিজের মনোনীত বান্দাদের জন্য যে সীরাতে মুস্তাকিমের রীতি রাখেন সেটিকে পরিত্যাগ করেন না। তিনি তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী বান্দাদের ভুলেন না। তুমি এ মামলায় সুস্পষ্ট সফলতা লাভ করবে। তবে আমাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত এ (মোকাদ্দমার) সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করা হবে। তুমি আমার সাথে আছ আর আমি তোমার সাথে আছি। তুমি বল, আমার প্রত্যেক বিষয় খোদার অধীন। এরপর সেই বিরোধীকে তার পথভ্রষ্টতা, অহমিকা ও অহংকারে ছেড়ে দাও। নিশ্চয় তিনি তোমার সাথে আছেন আর নিশ্চয় তিনি গোপন বিষয়াবলী জানেন, বরং সেই বিষয়ও যা অতি সূক্ষ্ম আর মানুষের চিন্তাশক্তির ঊর্ধ্বে– তিনি সেটিকেও জানেন। তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রত্যেক বিষয়কে জানেন ও দেখেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা তাদের সাথে আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যখন কোন পুণ্য কাজ করে তখন পুণ্যের সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়ের হক আদায় করে। আমরা আহমদকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছি। কিন্তু জাতি তার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং তারা বলল, এ তো মিথ্যাবাদী ও পৃথিবীর ভালোবাসায় নিমজ্জিত। জনপদ লন্ডভন্ড করে দেয়া প্রবল বন্যার ন্যায় তারা তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো এবং আদালতে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল যেন তাকে গ্রেফতার করাতে পারে। কিন্তু তিনি বলেন, আমার প্রেমাস্পদ আমার অনেক নিকটে। তিনি নিকটে তবে বিরোধীদের দৃষ্টির অন্তরালে। তারা তোমাকে হত্যা করতে চায়, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন, তিনি তোমার

তত্ত্বাবধান করবেন। নিশ্চয় আমি তোমার হেফাযত করব, আল্লাহর অনুগ্রহ তোমাকে রক্ষা করবে। কমরের পুত্র, তুমি দূরবর্তী বংশধরকে দেখতে পাবে। বিদ্রুপকারীদের শাস্তি দেয়ার জন্য আমরা যথেষ্ট। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। তিনি অচিরেই দুঃখ-কষ্টজনিত কারণে সন্তানদের বুড়ো বানিয়ে দিবেন। রোগব্যাধির বিস্তার ঘটানো হবে আর আত্মাসমূহ বিনষ্ট করা হবে। আমি অচিরেই আবির্ভূত হব এবং আমার দিন হবে অবশ্যই মহান সিদ্ধান্তের দিন। আমার সিদ্ধান্তে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না। আমরা তোমাকে সম্মানিত করতে চাই ও তোমার হেফাযত করতে চাই। নবীদের চাঁদ আগমন করবে এবং তোমার সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তুমি এমন নও যে শয়তানকে পরাস্ত করার পূর্বেই ছেড়ে দিবে। এবং তারা (বিরোধীরা) আল্লাহ তা'লার জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে চায়, অথচ আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্তে সর্বদা বিজয়ী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। জয় তোমার জন্য আর তোমার শত্রুদের জন্য পরাজয়। অতএব যেদিকেই তোমরা দৃষ্টি ফেরাবে সেদিকেই আল্লাহকে দেখতে পাবে। তুমি বল, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা পালিয়ে গেছে। খোদা সেই সত্তা যিনি তোমাকে মসীহ ইবনে মরিয়ম করেছেন, যেন তুমি জাতিকে সতর্ক কর যাদের পিতৃপুরুষদের সতর্ক করা হয় নি এবং যেন তুমি অন্য জাতিকে আহ্বান কর। হতে পারে আল্লাহ তোমার এবং তোমাদের শত্রুদের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন। নিশ্চয় আমরা প্রকৃত বিষয়কে জানি এবং আমরা অবগত। প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাকে জামাতা ও বংশ উভয় দিক থেকে দয়া করেছেন। তুমি আমার খাদিজাকে প্রত্যক্ষ করার অনুগ্রহকে স্মরণ কর, এটি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া, তিনি তোমার প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেন খোদার ঐ কাজ মু'মিনদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ হয়। হে ইবরাহীম! তুমি আমার সাথে আছ এবং আমি তোমার সাথে আছি। তুমি উজ্জ্বল নিদর্শন এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী, আল্লাহ তোমার মাধ্যমে মানুষকে তাঁর রাস্তা ও সত্য প্রদর্শন করবেন। তুমি জীবিত খোদার বিকাশস্থল আর তাঁর সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। তুমি আমার পক্ষ থেকে বিষয়াবলীর সূচনাকারী। তুমি আমাদের পানি থেকে সৃষ্ট আর তারা ব্যর্থতা থেকে। যখন দু'টি দল পরস্পর মুখোমুখি হবে তখন আমি আমার রাসূলের সাথে দন্ডায়মান হব এবং ফিরিশতাগণ তাঁকে সাহায্য করবে। আমিই মর্যাদা ও উচ্চতার অধিকারী রহমান খোদা। এবং সে নিজ প্রবৃত্তির

বশে কথা বলে না বরং অবতীর্ণ ওহীর অনুসরণে (বলে)। আমি খলীফা বানানোর সংকল্প করে আদমকে সৃষ্টি করলাম। শুরুতে এবং শেষে আল্লাহরই রাজত্ব। হে আমার বান্দা! ভয় পেও না, তুমি কি লক্ষ্য করনি, আমরা পৃথিবীকে এর কিনারাসমূহ থেকে সংকুচিত করে নিয়ে আসছি? তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান? (সমাপ্ত)

কাদিয়ান
২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০০

লেখক
মির্যা গোলাম আহমদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلّى علىٰ رسوله الكريم

[আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর রাসূলে করিম (সা.)-এর জন্য আশিস কামনা করি]

আরবা'ঈন: ক্রমিক নং-৩

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ

'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে যথাযথভাবে মীমাংসা করে দাও, কেননা তুমি উত্তম মীমাংসাকারী'। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৯০) আমীন।

নদী বিভাগিয় কর্মকর্তা হাফেয মুহাম্মদ ইউনুস সাহেব-এর নামে পাঁচশত রুপী পুরস্কারের বিজ্ঞপ্তি। তদ্রূপ এ বিজ্ঞপ্তিতে ঐ সকল লোকও সম্বোধিত যাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল:

মৌলভী পীর মেহের আলী শাহ্ গুলড়াভী সাহেব, মৌলভী নযীর হোসেইন দেহলভী সাহেব, মৌলভী মুহাম্মদ বশীর সাহেব ভূপালভী, মৌলভী হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব ভূপালভী, মৌলভী তালাত্তফ হোসেইন সাহেব দেহলভী, তাফসীরে হাক্কানীর প্রণেতা মৌলভী আব্দুল হক সাহেব দেহলভী, মৌলভী রশীদ আহমদ সাহেব গাংগোহী, মৌলভী মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব দেওবন্দী, বর্তমান বাছরাইওঁর শিক্ষক জেলা মুরাদাবাদ, শেখ খলিলুর রহমান সাহেব জামালী সারসাওয়াহ, জেলা সাহারানপুর, মৌলভী আব্দুল আযীয সাহেব লুধিয়ানা, মৌলভী মুহাম্মদ সাহেব লুধিয়ানা, মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন সাহেব লুধিয়ানা, মৌলভী আহমদ উল্লাহ সাহেব অমৃতসরী, মৌলভী আব্দুল জব্বার সাহেব গযনভী পরবর্তীতে অমৃতসরী, মৌলভী গোলাম রাসূল সাহেব ওরফে রুসুল বাবা, মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেব টোংকী লাহোরী, মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেব চকড়ালভী লাহোর, ডেপুটি ফাতেহ আলী শাহ্ সাহেব, ডেপুটি কালেক্টর নাহর লাহোরী, মুন্সি এলাহী বখ্শ সাহেব, একাউন্টেন্ট লাহোরী, মুন্সি আব্দুল হক সাহেব, একাউন্টেন্ট পেনশনার, মৌলভী মুহাম্মদ হাসান সাহেব আবুল ফায়েজ ভিনীর অধিবাসী, মৌলভী সৈয়দ উমর আলী

সাহেব ওয়ায়েয হায়দারাবাদ, মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব সেক্রেটারি নাদওয়াতুল ওলামার মাধ্যমে নাদওয়াতুল ইসলামের আলেমগণ, মৌলভী সুলতানুদ্দীন সাহেব জয়পুর, মৌলভী মসীহ উযযামান সাহেব শিক্ষক নিযাম শাহ্জাহানপুর, মৌলভী আব্দুল ওয়াহেদ খান সাহেব শাহ্জাহানপুর, মৌলভী এজাজ হোসেইন খান সাহেব শাহ্জাহানপুর, মৌলভী রিয়াসাত আলী খান সাহেব শাহ্জাহানপুর, সৈয়্যদ সূফী জান শাহ্ সাহেব মিরাঠ, মৌলভী ইসহাক সাহেব পটিয়ালা। কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ-এর সকল আলেমগণ! হিন্দুস্থানের সকল সাজ্জাদানশীন ও আলেমগণ এবং সকল বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ন্যায়পরায়ণ, তাকওয়াশীল ও ঈমানদার মুসলমানগণ।

প্রকাশ থাকে, নদী বিভাগীয় কর্মকর্তা হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব নিজের অজ্ঞতাবশত আর অপকর্মশীল মৌলভীদের কাছে শিখে লাহোরে একটি সভায় যাতে মির্যা খোদা বখ্শ সাহেব সেই সাথে বন্ধু নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব, মিঞা মিরাজ উদ্দীন সাহেব লাহোরী, মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব, সূফী মুহাম্মদ আলী সাহেব ক্লার্ক, মিঞা চাট্টু সাহেব লাহোরী, লাহোরের ব্যবসায়ী খলীফা রজব দিন সাহেব, আলহাকাম পত্রিকার সম্পাদক শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব, হাকিম মুহাম্মদ হোসেইন সাহেব কুরাইশী, মরহুমে ঈসার ব্যবসায়ী হাকিম মুহাম্মদ হোসেইন সাহেব, মিঞা চেরাগ দিন সাহেব ক্লার্ক এবং মৌলভী ইয়ার মুহাম্মদ সাহেবের উপস্থিতিতে অত্যন্ত জোরালোভাবে বর্ণনা করে যে, কেউ যদি মিথ্যা নবী বা রাসূল বা আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট কোন কিছু হওয়ার দাবি করে আর এভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, তাহলে সে এমন মিথ্যা দাবির পর ২৩ বছর অথবা এর চেয়ে বেশি সময় জীবিত থাকতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার পর এত দীর্ঘ জীবন লাভ করা তার সত্যতার প্রমাণ হতে পারে না। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি অনেকের নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করতে পারি যারা নবী বা রাসূল বা আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করেছে; এরপর ২৩ বছর অথবা এর চেয়ে বেশি সময় পর্যন্ত মানুষকে অবহিত করতে থাকে যে, খোদা তা'লার বাণী আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয় অথচ তারা মিথ্যাবাদী ছিল। বস্তুত হাফেয সাহেব নিজের পর্যবেক্ষণের বরাতে উপরোক্ত দাবির ওপর জোর দিয়েছেন, যার আবশ্যকীয় ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো মহানবী (সা.)-এর আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন সংক্রান্ত কুরআন শরীফের সেই যুক্তি সঠিক নয়

যা নিম্নে বর্ণিত আয়াতসমূহে রয়েছে। যেন খোদা তা'লা অলিক ও অবাস্তব এ দলিলকে খ্রিস্টান ও ইহুদী এবং মুশরেকদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন আর ইমাম ও মুফাস্‌সেরগণও কেবল নির্বুদ্ধিতার কারণে এ দলিলকে বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। আহলে সুন্নতের ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত পুস্তক 'শারাহ আকায়েদ নসফী'তেও বিশ্বাস হিসেবে (কুরআন শরীফের) এ প্রমাণকে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আলেমগণ এ বিষয়েও ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কুরআনে উল্লেখিত প্রমাণাদিকে হালকাভাবে নেয়া কুফরী বাক্য; তা সত্ত্বেও হাফেয সাহেবকে অজানা কোন বিদ্বেষ এ বিষয়ে উস্কে দিয়েছে যে, পুরো কুরআনের হিফযের দাবি সত্ত্বেও নিম্নে বর্ণিত আয়াতগুলোকে তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন।

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۙ○ وَّ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۙ○
وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ؕ○ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ وَلَوْ تَقَوَّلَ
عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ○ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ○ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۚ○
فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ○ (সূরা আল হাক্কা: ৪১-৪৮)

আর এগুলোর অনুবাদ হচ্ছে, 'এ কুরআন রাসূলের উক্তি, অর্থাৎ তিনি ওহীর মাধ্যমে লাভ করেছেন। এবং এটি কবির কাব্য নয়, যেহেতু তোমরা ঈমানী অন্তর্দৃষ্টি থেকে অল্প অংশই লাভ করেছ, এজন্য তোমরা এটিকে জান না। এবং এটি গণকের কথা নয়– অর্থাৎ, যে জিনদের সাথে সম্পর্ক রাখে তার কথা নয়। কিন্তু তোমাদেরকে চিন্তাভাবনা ও উপদেশ গ্রহণের অভ্যাস থেকে অনেক কম অংশই দেয়া হয়েছে, তাই এমন ধারণা কর। তোমরা কি চিন্তা কর না যে, গণক কেমন ইতর ও লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকে? বরং এটি জগৎসমূহের প্রভু-প্রতিপালকের বাণী যিনি 'বস্তু ও আত্মিক' উভয় জগতের প্রভু-প্রতিপালক– অর্থাৎ, তিনি যেমন তোমাদের শারীরিক রক্ষণাবেক্ষন করেন, তেমনই তিনি তোমাদের আত্মার পরিপোষণ করতে চান। রবুবিয়্যাতের এ তাগাদা থেকেই তিনি এ রাসূলকে পাঠিয়েছেন। এ রাসূল যদি নিজের পক্ষ থেকে কিছু তৈরি করত আর বলত, অমুক কথা খোদা আমার প্রতি ওহী করেছেন, অথচ সেটি খোদার কথা না হয়ে তার কথা হতো, তাহলে আমরা তাকে ডান হাতে

ধরতাম এরপর তার জীবন শিরা কেটে দিতাম আর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারত না– অর্থাৎ, সে যদি আমাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করত তাহলে তার শাস্তি হতো মৃত্যু। কারণ এ পরিস্থিতিতে সে নিজের মিথ্যা দাবির মাধ্যমে মিথ্যা রটনা ও কুফরের দিকে আহ্বান করে ভ্রষ্টতারূপী মৃত্যুর মাধ্যমে ধ্বংস করতে চাইতো তাই সারা পৃথিবী তাঁর প্রতারণামূলক শিক্ষার মাধ্যমে ধ্বংস হওয়ার এ দুর্ঘটনা থেকে তার মরে যাওয়াই শ্রেয়। এ কারণে আদি থেকে আমাদের রীতি এটিই, যে পৃথিবীর জন্য ধ্বংসের রাস্তা তৈরী করে, মিথ্যা শিক্ষা ও মিথ্যা আক্বীদা উপস্থাপন করে খোদার সৃষ্টির আধ্যাত্মিক মৃত্যু চায় আর খোদার প্রতি মিথ্যা আরোপের মাধ্যমে অবমাননাকর আচরণ করে আমরা তাকেই ধ্বংস করে দেই।

এখন এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার যে, আল্লাহ তা'লা মহানবী (সা.) -এর সত্যতায় এ প্রমাণ উপস্থাপন করেন, 'যদি তিনি আমাদের পক্ষ থেকে না আসতেন আমরা তাকে ধ্বংস করে দিতাম আর তোমরা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও তিনি কখনো জীবিত থাকতে পারতেন না।' হাফেয সাহেব এ যুক্তিকে মানেন না আর বলেন, 'মহানবী (সা.)-এর ওহী লাভের সময় ছিল সর্বসাকুল্যে ২৩ বছর, অথচ আমি এর চেয়ে বেশি সময়ের মানুষ দেখাতে পারব যারা মিথ্যা নবুয়ত ও রিসালাতের দাবি করেছিল, তারপরও মিথ্যা বলে ও খোদার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা ২৩ বছরের বেশি সময় পর্যন্ত জীবিত ছিল। সুতরাং হাফেয সাহেবের দৃষ্টিতে কুরআন শরীফের এই দলিল মিথ্যা ও মূল্যহীন আর এ থেকে মহানবী (সা.)-এর নবুয়ত প্রমাণিত হতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, মরহুম মৌলভী রহমতুল্লাহ সাহেব এবং মরহুম সৈয়্যদ আলহাসান সাহেব যখন নিজের পুস্তক 'এযালাহ আওহাম' ও 'ইসতেফসার'-এ পাদ্রি ফান্ডেল-এর সামনে এই দলিল উপস্থাপন করেছিলেন তখন পাদ্রি ফান্ডেল সাহেব এর উত্তর দিতে পারেননি। এ সকল লোক ইতিহাস পর্যালোচনায় দক্ষতা রাখেন, তবুও তিনি এ যুক্তি খণ্ডনের কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে* পারেননি এবং নিরুত্তর ছিলেন।

*** টীকা:** পাদ্রি ফান্ডেল সাহেব নিজের 'মিযানুল হক্ক' গ্রন্থে কেবল এই উত্তর দিয়েছিলেন, পর্যবেক্ষণ এ কথার সাক্ষী দেয় যে, পৃথিবীতে কয়েক কোটি মূর্তি পূজারি বিদ্যমান। কিন্তু এটি অত্যন্ত বাজে উত্তর, কেননা মূর্তিপূজারীগণ মূর্তিপূজাতে নিজের ওহী আল্লাহ্‌র পক্ষ

অথচ আজকে হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব মুসলমানদের বংশধর আখ্যায়িত হয়েও কুরআনের এই দলিলকে অস্বীকার করছেন। এ বিষয়টি কেবল মৌখিকই ছিল না বরং এ সম্পর্কে আমাদের কাছে এমন একটি লেখা আছে যাতে হাফেয সাহেবের স্বাক্ষর বিদ্যমান। যা তিনি আমার প্রিয় ভ্রাতা মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের নিকট এই স্বীকারোক্তিমূলক অঙ্গীকারের সাথে প্রদান করেছেন, আমরা এমন মিথ্যাবাদীর প্রমাণ দেখাব যারা খোদার প্রত্যাদিষ্ট নবী বা রাসূল হওয়ার দাবি করেছে আর এ দাবির পর ২৩ বছরের বেশি জীবিত ছিল। উল্লেখ্য যে, এই ব্যক্তি মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেব গযনভীর দলের এবং একত্ববাদী হিসেবে যথেষ্ট সুপরিচিত। এই হল তাদের বিশ্বাসের স্বরূপ– যা আমি লিখেছি। আর একথা কারো অজানা নয়, কুরআনের উপস্থাপিত যুক্তিপ্রমাণকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করা কুরআনকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর। কুরআন শরীফের একটি যুক্তিকে যদি রহিত করা হয় তাহলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। আর এর প্রেক্ষিতে আবশ্যকীয়ভাবে কুরআনের সমস্ত যুক্তিপ্রমাণ যা তওহীদ ও রিসালাতের সমর্থনে রয়েছে, সবগুলো মিথ্যা ও মূল্যহীন হয়ে যাবে। আজকে তো হাফেয সাহেব এই যুক্তি খণ্ডন করার দায়িত্ব নিয়েছেন যে, 'আমি প্রমাণ করছি মানুষ নবুয়ত বা রেসালাতের মিথ্যা দাবি করে ২৩ বছর বা এর বেশি কাল জীবিত ছিল'; হতে পারে কাল হাফেয সাহেব এটিও বলে দিবেন যে, 'কুরআনের এই প্রমাণও **"লাও কানা ফীহিমা আলিহাতুন ইল্লাল্লাহু লা ফাসাদাতা"** (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২৩; অর্থাৎ, 'যদি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে আল্লাহ ছাড়া আরও কোন মা'বুদ থাকত তাহলে নিশ্চয় দুটোই বিনষ্ট হয়ে যেত।') সত্য নয়। উপরন্তু দাবি করতে পারেন যে, 'আমি দেখাতে পারব খোদা ভিন্ন আরও কতক খোদা আছে যারা সত্য, তথাপি এখন পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান।' সুতরাং এমন দুঃসাহসী হাফেয সাহেবের কাছে সবকিছু আশা করা যায়। কেউ যখন এ কথা মুখে আনে, কুরআনে বর্ণিত অমুক কথা বাস্তবতাবিরোধী অথবা কুরআনের অমুক দলিল সত্য নয় তখন

*** চলমান টীকা:** থেকে অবতীর্ণ বলে দাবি করে না, এটি বলে না যে খোদা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, মূর্তিপূজাকে পৃথিবীতে ছড়াও। তারা পথভ্রষ্ট, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী নয়। এ উত্তর মতপার্থক্যের বিষয়ের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না; বরং মতবিরোধের বিষয় সামঞ্জস্যহীন, কেননা বিতর্ক তো কেবল নবুয়তের দাবি আর আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ সম্পর্কে, পথভ্রষ্টতায় নয়। -লেখক

একজন ঈমানদারের শরীর কেঁপে ওঠে। বরং যে বিষয়ে কুরআন আর রাসূল করিম (সা.)-এর ওপর আঘাত আসে, একজন বিশ্বাসীর সেই নোংরা পথ অনুসরণ করা সাজে না। হাফেয সাহবের অবস্থা এ পর্যায়ে কেবল এজন্য পৌঁছেছে যে, তিনি নিজের কতক পুরোনো বন্ধুর সাহচর্যের কারণে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে আমার প্রেরিত হওয়ার দাবিকে অস্বীকার করা যথোপযুক্ত মনে করেছেন। যেহেতু খোদা তা'লা মিথ্যাবাদীকে এ জগতে দোষী এবং লজ্জিত করে থাকেন, এজন্য অন্যান্য অস্বীকারকারীদের ন্যায় হাফেয সাহেবও খোদার দৃষ্টিতে অভিযুক্ত হয়েছেন। আমরা ওপরে যে বিষয়ে আলোকপাত করেছি, ঘটনাক্রমে এ সংক্রান্ত এক সভায় আমার জামা'তের কিছু সংখ্যক লোক হাফেয সাহেবের সম্মুখে এ প্রমাণ উপস্থাপন করেছিল যে, খোদা তা'লা কুরআন শরীফে নগ্ন তরবারির ন্যায় এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন: এ নবী যদি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করত আর কোন বিষয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিত, তাহলে আমি তার জীবন শিরা কেটে দিতাম আর সে এত দীর্ঘ সময় জীবিত থাকতে পারত না। অতএব আমরা যখন আমাদের এ মসীহ মাওউদকে সেই তুলাদন্ডে বিচার করি তাহলে বারাহীনে আহমদীয়া পাঠে প্রমাণিত হয়, তার আল্লাহর পক্ষ থেকে আসার ও কথোপকথনের দাবি প্রায় ৩০ বছর থেকে চলে আসছে– যা ২১ বছর যাবৎ বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশিত হয়ে আছে। তবুও এ সময় পর্যন্ত এই মসীহের ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়া যদি তাঁর সত্যতার প্রমাণ না হয়, তাহলে এ থেকে আবশ্যকীয় ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হল, 'না'উযুবিল্লাহ' মহানবী (সা.)-এর ২৩ বছর পর্যন্ত মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া তাঁর সত্যবাদী হওয়ারও প্রমাণ বা দলিল নয়। কেননা খোদা তা'লা যেখানে একজন রেসালাতের মিথ্যা দাবিদারকে ২৩ বছর পর্যন্ত অবকাশ দেন আর **"লাও তাক্বাওওয়ালা আ'লাইনা"**-এর প্রতিশ্রুতির প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেন না, তাই 'না'উযুবিল্লাহ' এটিও আনুমানিক ধারণা যে, মহানবী (সা.)-কেও মিথ্যাবাদী হওয়া সত্ত্বেও অবকাশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর মিথ্যাবাদী হওয়া অসম্ভব। সুতরাং যা অবধারিতভাবে অসম্ভাব্যতায় পর্যবসিত হয় তা নিজেও অসম্ভব এবং সুস্পষ্ট যে, কুরআনের উপস্থাপিত এই পরিষ্কার যুক্তি তখনই প্রামাণ্য হতে পারে, যখন এটিকে সর্বজনীন নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করা হবে। খোদা সেই মিথ্যাবাদীকে কখনো অবকাশ দেন না যে সৃষ্টিকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার দাবি করে। কেননা এভাবে

তাঁর রাজত্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় আর সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পার্থক্য উঠে যায়। বস্তুত আমার দাবির সমর্থনে যখন এ প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছিল তখন হাফেয সাহেব এ প্রমাণকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে এ কথার ওপর জোর দেয় যে, ২৩ বছর বা এর অধিককাল পর্যন্ত মিথ্যাবাদীর বেঁচে থাকা সিদ্ধ; আর বলে, আমি অঙ্গীকার করছি, এমন মিথ্যাবাদীদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব যারা রিসালাতের মিথ্যা দাবি করে ২৩ বছর পর্যন্ত বা এর চেয়ে বেশি সময় টিকেছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করেনি। যারা ইসলামের পুস্তকাদি নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা ভাল করে জানেন, আজ পর্যন্ত উম্মতের আলেমদের মধ্য থেকে কেউ এ অভিমত প্রকাশ করেন নি যে, আল্লাহর প্রতি কোন মিথ্যা আরোপকারী মহানবী (সা.)-এর ন্যায় ২৩ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। বরং এটি তো মহানবী (সা.)-এর সম্মানের ওপর প্রকাশ্য আঘাত ও চরম অশিষ্টাচার। খোদা তা'লা কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করা চরম ধৃষ্টতা বৈ আর কী? তবে আমার নিকট তাদের এই প্রমাণ চাওয়ার অধিকার ছিল, আমার আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবির মেয়াদ এখন পর্যন্ত ২৩ বছর বা তার চেয়ে বেশি হয়েছে কিনা? কিন্তু হাফেয সাহেব আমার কাছে এর প্রমাণ চাননি।

কেননা হাফেয সাহেব ছাড়াও ইসলাম, হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের আলেমগণ এ বিষয়ে জানেন, বারাহীনে আহমদীয়া– যাতে আমার এ দাবি রয়েছে আর এতে আমার খোদার সাথে অনেক কথোপকথনের উল্লেখ রয়েছে, তা প্রকাশের ২১ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, প্রায় ৩০ বছর যাবৎ খোদার সাথে বাক্যালাপের এ দাবি প্রকাশ করা হচ্ছে। উপরন্তু 'আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আ'বদাহু' ইলহাম যা আমার শ্রদ্ধেয় পিতার মৃত্যুতে একটি আংটিতে খোদাই করা হয়েছিল। অমৃতসরের একজন আংটি খোদাইকারী থেকে খোদাই করা হয়েছিল, সে আংটি এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে আর যারা তৈরী করিয়েছিল তারাও বর্তমান রয়েছে। এছাড়া বারাহীনে আহমদীয়া বিদ্যমান রয়েছে যাতে এ ইলহাম, 'আলইসাল্লাহু বিকাফিন আ'বদাহু' লেখা হয়েছে। অতএব এভাবে আংটি থেকেও প্রমাণিত হয় যে, এ যুগ ছিল ২৬ বছর। বস্তুত বারাহীনে আহমদীয়া থেকে যেহেতু এ সময়সীমা ৩০ বছর প্রমাণিত, তাই আর কোনভাবে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এই বারাহীনে আহমদীয়ার রিভিউ মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন লিখেছিল তাই

হাফেয সাহেবের এ বিষয়কে অস্বীকার করার দুঃসাহস হয়নি– যা ২১ বছর যাবৎ বারাহীনে আহমদীয়াতে প্রকাশিত আছে। উপায়ন্তর না দেখে কুরআন শরীফের দলীলে আঘাত করে বসল। প্রবাদ প্রচলিত আছে, 'মর্তা কেয়া না কারতা'– অর্থাৎ, ডুবন্ত ব্যক্তি নিজেকে রক্ষার জন্য খড়কুটাও আঁকড়ে ধরে। **অতএব আমরা এ বিজ্ঞাপনে হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের কাছে সেই দৃষ্টান্ত চাচ্ছি যা তিনি তার স্বাক্ষরিত লেখায় উপস্থাপন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।** আমরা নিশ্চিত জানি কুরআনের প্রমাণ কখনো লজ্জিত হতে পারে না। এটি খোদার উপস্থাপিত প্রমাণ, কোন মানুষের নয়। বেশ কিছু হতভাগা ও দুর্ভাগা পৃথিবীতে আসে আর তারা কুরআনের এ প্রমাণকে খন্ডন করতে চায়, কিন্তু পরিশেষে নিজেরাই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যায়, তবুও এ দলিল ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়নি। হাফেয সাহেব জ্ঞান থেকে বঞ্চিত; তিনি জানেন না হাজার হাজার নামিদামি আলেম এবং আওলিয়া সব সময় এ দলিলকে কাফেরদের সম্মুখে উপস্থাপন করে আসছেন, অথচ কোন খ্রিস্টান বা ইহুদীর সাহস হল না এমন কোন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের– যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার মিথ্য দাবি করে ২৩ বছর জীবন পূর্ণ করেছে। সুতরাং হাফেয সাহেবের গুরুত্বই বা কী আর এ দলিলকে লজ্জনার্থে তার কাছে কী-ই বা পুঁজি আছে? সম্ভবত এ কারণে কতক অজ্ঞ ও অবুঝ মৌলভী আমার ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকে যেন প্রতিশ্রুত এ সময় পূর্ণ না হতে পারে। যেমন না'উযুবিল্লাহ ইহুদীরা হযরত মসীহকে 'রাফা' (অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক উন্নতি) থেকে বঞ্চিত প্রমাণ করার জন্য ক্রুশের পরিকল্পনা এঁটেছিল যেন এ থেকে প্রমাণ দেয়া যায়, ঈসা ইবনে মরিয়ম সে সকল সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নন যাদের 'রাফা ইলাল্লাহ' হয়েছিল। কিন্তু খোদা মসীহকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, আমি তোমাকে ক্রুশ থেকে রক্ষা করব আর আমার দিকে তোমার 'রাফা' করব যেভাবে ইবরাহীম আর অন্য পবিত্র নবীদের 'রাফা' হয়েছিল।

সুতরাং এভাবে ঐ সকল লোকদের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে খোদা আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন, 'আমি আশি বছর বা এর চেয়ে দু-তিন বছর কম বা বেশি তোমাকে আয়ু দান করব, যেন আয়ু স্বল্পতার কারণে মানুষ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না করতে পারে। যেভাবে ইহুদীরা মসীহর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া থেকে 'রাফা' না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিল। এছাড়া খোদা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি

আমাকে সমস্ত ঘৃণ্য ব্যাধিসমূহ থেকে রক্ষা করবেন; যেমন, অন্ধ হওয়া, এথেকেও যেন কেউ বিরূপ অর্থ না বের করে।*

খোদা তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে কতক তোমায় অভিশাপ দিবে কিন্তু আমি তাদের অভিশাপসমূহ তাদের দিকে ফিরিয়ে দিব। প্রকৃতপক্ষে মানুষ এই ধারণার প্রেক্ষিতে কোনভাবে আমাকে **"লাও তাক্বাওওয়ালা"**-এর অধীনে নিয়ে আসার ষড়যন্ত্রে কোন ত্রুটি রাখেনি। কতক মৌলভী হত্যার ফতোয়া জারি করে, কতক মৌলভী মিথ্যা হত্যার মামলা তৈরির জন্য আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, কতক মৌলভী আমার মৃত্যুর মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করে বেড়ায়, কতক মৌলভী মসজিদসমূহে আমার মৃত্যুর জন্য নাক ঘষতে থাকে। **কতক– যেমন মৌলভী গোলাম দস্তগীর ক্বাসূরী নিজের পুস্তকে এবং আলীগড়ের অধিবাসী মৌলভী ইসমাঈল আমার সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিয়েছিল, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে আমাদের পূর্বে মরবে আর অবশ্যই আমাদের পূর্বে মারা যাবে কেননা সে মিথ্যাবাদী।** কিন্তু যখন সেই লেখাগুলোকে পৃথিবীতে প্রকাশ করে দিল তখন অতি দ্রুত নিজেরাই মারা গেল আর এভাবে তাদের মৃত্যু সিদ্ধান্ত দিয়ে দিল যে, মিথ্যাবাদী কে? তা সত্ত্বেও এসব লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করে না। সুতরাং এটি কি একটি মহান অলৌকিক নিদর্শন নয়, লেখ্খুকের অধিবাসী মহীউদ্দীন আমার সম্পর্কে মৃত্যুর ইলহাম প্রকাশ করে সে নিজেই মারা গেল, মৌলভী ইসমাঈল একইভাবে মারা গেল। মৌলভী গোলাম দস্তগীর একটি পুস্তক প্রণয়ন করে ঢাকঢোল পিটিয়ে নিজের মৃত্যুর পূর্বে আমার মৃত্যুর প্রচারণা চালায় আর সে মারা গেল। পাদ্রী হামিদুল্লাহ পেশোয়ারী আমার মৃত্যু সম্পর্কে দশ মাসের মেয়াদ নির্ধারণ করে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করে মারা গেল। লেখরাম আমার মৃত্যু সম্পর্কে তিন বছর মেয়াদী ভবিষ্যাদ্বাণী করে মারা যায়। খোদা তা'লা প্রত্যেক দিক থেকে নিজের নিদর্শনসমূহকে পূর্ণতা দান করার জন্য এটি করেছেন।

*** টীকাঃ** চোখ সম্পর্কিত ইলহাম হচ্ছে, 'তানায্যালুর রাহমাতু আ'লা সালাসীন আ'ল আ'ইনু ওয়াল উখারাঈন'– অর্থাৎ, 'তোমার তিনটি অঙ্গে খোদার রহমত অবতীর্ণ হবে একটি চোখ, এছাড়া অন্য আরো দু'টি।' -লেখক

আমার সম্পর্কে জাতি যে পরিমাণ সহানুভূতি দেখিয়েছে সেটি পরিষ্কার আর ভিন জাতিগুলোর বিদ্বেষ একটি স্বাভাবিক বিষয়। আমাকে ধ্বংস করার হেন কোন চেষ্টা নেই যা তারা করেনি। কষ্ট দেয়ার এমন কোন ষড়যন্ত্র ছিল না যা বাস্তবায়ন করা হয় নি, অভিশাপ দেয়ায় কোন ঘাটতি ছিল কি? অথবা হত্যার ফতোয়া অসম্পূর্ণ ছিল কি? অথবা কষ্ট দেয়া ও অসম্মান করার পরিকল্পনা কি যথাযথভাবে প্রকাশ পায় নি? তা সত্ত্বেও সেটি কোন হাত যা আমাকে রক্ষা করে? আমি যদি মিথ্যাবাদী হতাম তাহলে উচিৎ তো এটিই ছিল, স্বয়ং আল্লাহ তা'লা আমার ধ্বংসের জন্য উপকরণ সৃষ্টি করতেন। এটি নয় যে, বিভিন্ন সময় মানুষ উপকরণ সৃষ্টি করবে আর খোদা সেই উপকরণসমূহকে বিনষ্ট করতে থাকবেন।* মিথ্যাবাদীর নিদর্শন কি এটিই হয়ে থাকে যে, কুরআনও তাঁর সাক্ষ্য দিবে আর ঐশী নির্দশনও তাঁর সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হবে এবং বিবেকবুদ্ধিও তাঁর সাহায্যকারী হবে? যে তাঁর মৃত্যুর প্রত্যাশী হবে সে-ই মরতে থাকবে। আমি কখনও বিশ্বাস করি না নবী (সা.)-এর যুগের পর আল্লাহওয়ালা ও সত্যের অধিকারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কখনো কোন বিরোধী এমন সুস্পষ্ট পরাজয় ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে যেমন আমার শত্রুগণ আমার

---

* **টীকা:** লক্ষ্য কর মৌলভী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হোসেইন বাটালভী আমাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কী পরিমাণ চেষ্টাচরিত্র করেছে আর কেবল অপলাপকে পুজি করে খোদার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে; আর দাবি করে, আমিই উপরে উঠিয়েছি আর আমিই নিচে ছুঁড়ে ফেলব। কিন্তু এ বাজে অপলাপের কী পরিণাম হয়েছে সে নিজে ভালভাবে জানে। পরিতাপ! এ বাক্যে সে অতীত যুগ সম্পর্কে তো একটি সুস্পষ্ট মিথ্যা বলেছে আর আগামী দিনকে সামনে রেখে একটি মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। সে কে ছিল আর কী বিষয় ছিল যে আমাকে উন্নত করে? এটি আমার প্রতি খোদার অনুকম্পা ছাড়া আর কারো দয়া নয়। প্রথমত তিনি আমাকে বড় একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম দিয়েছেন আর বংশগত প্রত্যেক ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর আমার সাহায্যার্থে তিনি স্বয়ং দাঁড়িয়েছেন। পরিতাপ! এরা কত অধঃপাতে গেছে। এমন অবাস্তব কথাবার্তা মুখে আনে যার কোন ভিত্তি নেই। সত্য কথা হলো, সেই দুর্ভাগা সকল দিক থেকে আমার ওপর আক্রমণ করে পক্ষান্তরে নিজেই ব্যর্থ হয়েছে। মানুষকে বয়া'ত করা থেকে বিরত রেখেছে যার ফলে হাজার হাজার মানুষ আমার হাতে বয়া'ত করেছে। হত্যা পরিকল্পনার মিথ্যা মামলায় পাদ্রীদের সাক্ষী হয়ে আমার সম্মানে আঘাত করেছে। কিন্তু সেই সময় চেয়ার চাওয়ার আনুষ্ঠানিকতায় নিজের দূরভিসন্ধির ফল পেয়েছে। আমার ব্যক্তিগত বিষয়াবলী সম্পর্কে নোংরা বিজ্ঞাপন প্রচার করেছে আর এসবের জবাব খোদা পূর্বেই দিয়ে রেখেছেন, আমার বর্ণনার প্রয়োজন নেই। -লেখক

মোকাবিলায় হয়েছে। তারা আমার সম্মানে আঘাত এনে পরিশেষে নিজেরাই লাঞ্ছিত হয়েছে আর আমার প্রাণের ওপর আক্রমণ করে যদি এটি বলে যে, 'এ ব্যক্তির সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড হচ্ছে, সে আমার পূর্বে মারা যাবে' তখন নিজেই মারা গেছে। মৌলভী গোলাম দস্তগীর-এর বই নাগাল থেকে বেশি দূরে নয়, অনেক দিন থেকে ছেপে প্রকাশ হয়ে আছে। লক্ষ্য কর! সে কেমন সাহসিকতার সাথে লিখেছে, 'আমাদের দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে আগে মারা যাবে', তারপর নিজেই মারা গেল। এ থেকে প্রমাণিত, যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর প্রত্যাশী ছিল আর খোদার কাছে দোয়া করেছিল, 'আমাদের দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে প্রথমে মারা যাক', পরিণতিতে সে মারা গেল। এক নয়, দুই নয় বরং পাঁচ ব্যক্তি এমনিই বলেছিল আর এ পৃথিবী ছেড়ে গেছে। তাই বর্তমান মৌলভীদের, মুহাম্মদ হোসেইন বাটালভী, মৌলভী আব্দুল জব্বার গযনভী স্থানভেদে অমৃতসরী, আব্দুল হক্ক গযনভী, মৌলভী পীর মেহের আলী শাহ্ গুলড়াভী, রশীদ আহমদ গাংগোহী, নযীর হোসেইন দেহলভী, রুসুল বাবা অমৃতসরী, মুনশী এলাহী বখ্শ সাহেব একাউন্টটেন্ট ও নদী বিভাগীয় কর্মকর্তা হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ এবং তাদের অন্যান্যদের এই পরিষ্কার নিদর্শন থেকে উপকৃত হওয়া আর খোদাকে ভয় করা ও তওবা করা উচিত ছিল। তবে এ কয়েকটি দৃষ্টান্তের পর তাদের কোমর ভেঙ্গে গেল আর এ ধরণের লেখা থেকে ভয় পেয়ে গেল, 'ফালাইঁ ইয়াকতুবূ বিমিসলি হাযা বিমা তাকাদ্দামাত' (অর্থাৎ, তারা এ ধরণের কিছু লিখবে না যার দৃষ্টান্তসমূহ অগ্রে প্রেরিত হয়েছে)। এটি কি কোন সাধারণ নিদর্শন ছিল? যারা সিদ্ধান্তের ভিত্তি মিথ্যাবাদীর মৃত্যুতে রেখেছিল তারা আমার মৃত্যুর পূর্বে কবরে গিয়ে শুয়ে আছে। আমি ডেপুটি আথমের সাথে মোবাহেসায় প্রায় ষাটজন ব্যক্তির সম্মুখে এটি বলেছিলাম আমাদের দু'জনের মধ্য থেকে যে মিথ্যাবাদী সে পূর্বে মারা যাবে তাই আথমও নিজের মৃত্যুর মাধ্যমে আমার সত্যতার প্রমাণ রেখে গেল। এ লোকদের অবস্থার প্রতি আমার করুণা হয়, হৃদয়ের সংকীর্ণতার কারণে এদের অবস্থা কোথায় পৌঁছে গেছে? যদি কোন নিদর্শনও চায় তাহলে বলে, এ দোয়া কর আমারা যেন সাত দিনের মধ্যে মারা যাই। তারা জানে না খোদা মানুষের নিজেদের বানানো সময়সীমার অনুসরণ করেন না। তিনি বলে দিয়েছেন, **"লা তাক্বফু মা লাইসা লাকা বিহি ই'লম"** (বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৩৭; অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সেটির অনুসরণ করো না।) আর

তিনি তাঁর নবী (সা.)-কে বলেছেন, **"ওয়ালা তাকুলান্না লিশাইইন ইন্নী ফায়ে'লুন যালিকা গাদান"** (সূরা আল কাহ্‌ফ, আয়াত: ২৪; অর্থাৎ, এবং তুমি কোন বিষয়ে বলো না, আমি নিশ্চয় এটি কাল করব।) সুতরাং যেখানে আমাদের নেতা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক দিনের মেয়াদ নিজের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করতে পারেন না আমি সেখানে সাত দিনের দাবি কীভাবে করতে পারি? এই নির্বোধ সীমালঙ্ঘনকারীদের থেকে মৌলভী গোলাম দস্তগীর ভাল ছিল। সে তার পত্রিকায় কোন মেয়াদ নির্ধারণ করেনি। এ দোয়াই করেছে, হে আমার প্রভু! আমি যদি মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে সঠিক না হয়ে থাকি তাহলে আমাকে আগে মৃত্যু দাও। আর যদি মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দাবিতে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে তাকে আমার পূর্বে মৃত্যু দিয়ে দাও, এ প্রেক্ষিতে খোদা তাকে অতি দ্রুত মৃত্যু দিয়েছেন। লক্ষ্য কর! কত পরিষ্কারভাবে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। কেউ যদি এ সিদ্ধান্ত মানতে দ্বিধা বোধ করে তাহলে খোদার সিদ্ধান্তকে পরীক্ষা করার স্বাধীনতা তার রয়েছে। কিন্তু এমন দুষ্টামিকে পরিত্যাগ করা উচিত যা আয়াত **"লা তাকুলান্না লিশাইইন ইন্নী ফায়ে'লুন যালিকা গাদান"**-এর পরিপন্থি। দুষ্কৃতিমূলক কূটতর্ক থেকে পরিষ্কার বেঈমানির গন্ধ আসে। অনুরূপভাবে মৌলভী মুহাম্মদ ইসমাঈল পরিষ্কারভাবে খোদার সমীপে এ আবেদন করে, আমাদের দু'পক্ষের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে ধ্বংস হোক। সুতরাং খোদা তাকেও এ জগৎ থেকে দ্রুতই বিদায় করে দিলেন। এ সকল প্রয়াত মৌলভীদের এমন দোয়ার পরে মৃত্যুবরণ করা, একজন খোদাভীরু মুসলমানের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু একজন নোংরা ও কালিমালিপ্ত কালো হৃদয়ের অধিকারী দুনিয়াপূজারীর জন্য কখনো যথেষ্ট নয়। যাই হোক আলীগড় তো অনেক দূরে আর হতে পারে পাঞ্জাবের কতক মানুষ মৌলভী ইসমাঈল-এর নামের সাথেও পরিচিত নয়, তবে লাহোর জেলার ক্বাসূর তো দূরে নয় আর লাহোরের হাজার হাজার মানুষ মৌলভী গোলাম দস্তগীর ক্বাসূরীকে চিনে থাকবেন এবং তারা তার এই বইও পড়ে থাকবেন। তাই খোদাকে কেন ভয় কর না, মরতে কি হবে না? গোলাম দস্তগীরের মৃত্যুতেও কি লেখরামের মৃত্যুর ন্যায় ষড়যন্ত্রের অপবাদ আরোপ করবে? মিথ্যাবাদীদের ওপর খোদার অভিশাপ কেবল ক্ষণিকের তরে নয় বরং তা কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত অভিশাপ। জাগতিক দুনিয়ার কীট কি কেবল

পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে খোদার পবিত্র প্রত্যাদিষ্টদের ন্যায় নিশ্চিত কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে? একজন চোর যখন চুরি করার জন্য যায় সেকি জানে যে, সে চুরিতে সফল হবে বা ধৃত হয়ে কারাগারে যাবে? তাই প্রশ্ন উঠে, সে কি সমস্ত জগতের সামনে, শত্রুদের সামনে সফলতার ঢাকঢোল পিটিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করবে? উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য কর! লেখরামের নিহত হওয়ার ব্যাপারে কেমন জোরালো ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যার সাথে দিন, তারিখ ও সময় বর্ণনা করে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এটি কোন দুষ্কৃতকারী অসৎ খুনীর কাজ হতে পারে কি? বস্তুত এসব মৌলভীদের বুদ্ধিতে এমন কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যে, কোন নিদর্শন থেকে উপকৃত হয় না। বারাহীনে আহমদীয়াতে প্রায় ১৬ বছর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল, খোদা তা'লা আমার সমর্থনে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের নিদর্শন প্রদর্শন করবেন। কিন্তু যখন সে নিদর্শন প্রকাশিত হল, আর হাদীসের পুস্তকাদি থেকেও পরিষ্কার হল যে, এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, মাহদীর সত্যতার সাক্ষ্য হিসাবে তাঁর আবির্ভাবের সময় রমযানে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ হবে। সেসব মৌলভী এই নিদর্শনকেও গুলিয়ে ফেলেছে আর হাদীস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। হাদীসে এটিও এসেছিল যে, মসীহের সময় উট পরিত্যক্ত হবে আর কুরআন শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে, **"ওয়া ইযাল ইশারু উত্তিলাত"** (সূরা তাকভীর, আয়াত: ৫; অর্থাৎ, আর যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটগুলি বেকার পরিত্যক্ত হবে।) এখন তারা দেখছে, মক্কা ও মদীনায় মহা উৎসবে রেল স্থাপন হচ্ছে আর উটের বিদায়ের সময় এসে গিয়েছে অথচ এরপরও এ নিদর্শন থেকে আদৌ লাভবান হচ্ছে না। মসীহ মাওউদের সময় 'যুস্সীনীন' (গুচ্ছবিশিষ্ট) তারা প্রকাশিত হবে। ইংরেজদের জিজ্ঞেস কর, সেই তারা প্রকাশের পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। হাদীসগুলোতে এটিও ছিল, মসীহের সময় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হবে, হজ বন্ধ করা হবে। সুতরাং এ সমস্ত নিদর্শন প্রকাশ পেয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ,এখন চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ যদি আকাশে আমার স্বপক্ষে না হয়ে থাকে তাহলে অন্য কোন মাহদীকে সৃষ্টি কর যে খোদার ইলহামের ভিত্তিতে দাবি করবে, 'গ্রহণ আমার জন্য হয়েছে।' আক্ষেপ এ সকল লোকদের করুন অবস্থার জন্য, এ ব্যক্তিগণ খোদা আর রাসূলের কথার কোনই সম্মান করে নাই। শতাব্দী পেরিয়েও ১৭ (সতের) বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু তাদের মোজাদ্দেদ এখন পর্যন্ত কোন গুহায় লুকিয়ে আছে? আমার প্রতি এ সকল লোকদের এত কার্পণ্যের কারণ কী?

খোদা যদি চাইতেন তাহলে আমি আসতাম না। কতক সময় আমার হৃদয়ে এ ধারণাও এসেছে যে, আমি আবেদন করব, খোদা আমাকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে আমার জায়গায় অন্য কাউকে স্বতন্ত্র মাধ্যমে এ সেবার মর্যাদা প্রদান করুক কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে এই চেতনাবোধ সঞ্চার করা হল, অর্পিত সেবার দায়িত্বের বিষয়ে ভীরুতা প্রদর্শন করার চেয়ে বড় আর কোন পাপ নেই। আমি যতই পিছনে যেতে চাই খোদা তা'লা ততই টেনে সামনে নিয়ে আসেন। এমন রাত আমার কমই অতিবাহিত হয় যাতে আমাকে সান্তনা দেয়া হয় না যে, 'আমি তোমার সাথে আছি আর আমার ঐশী সৈন্যবাহিনী তোমার সাথে আছে।' যদিও পবিত্র অন্তঃকরণের ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর খোদার দর্শন লাভ করবে, আমি তাঁর চেহারার শপথ করে বলছি আমি এখনো তাঁকে দেখছি। পৃথিবী আমাকে জানে না, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে জানেন। এটি নিছক তাদের দুর্ভাগ্য ও ভ্রান্তি যে তারা আমার ধ্বংস কামনা করে। আমি সেই বৃক্ষ যাকে প্রকৃত মালিক নিজের হাতে রোপন করেছেন। যে আমাকে কর্তন করতে চায় তার পরিণতি এটি ব্যতিরেকে অন্য কিছু হবে না যে সে কারুন, যিহুদা ইস্কুরিয়েতি ও আবু জাহেলের পরিণতি থেকে কিছু অংশ নিতে চায়। আমি প্রত্যেক দিন অশ্রুসিক্ত নয়নে এ বিষয়ের প্রত্যাশী, এ আশা নিয়ে বসে থাকি, কেউ মাঠে আসুক আর নবুওয়তের রীতি অনুসারে আমার কাছে সিদ্ধান্তের দাবি করুক। এরপর প্রত্যক্ষ করুক খোদা কার সাথে আছেন। কিন্তু মাঠে নামা কোন নপুংসকের কাজ নয় তবে আমাদের দেশ পাঞ্জাবে গোলাম দস্তগির নামে কাফের লস্করের একজন সৈনিক ছিল সে কাজে এসেছে। এখন ঐ লোকদের মধ্য থেকে তার ন্যায়ও কারো সামনে আসা অসম্ভব ও কষ্টসাধ্য। হে লোক সকল! তোমরা নিশ্চিত জেনে নাও, আমার সাথে সেই হাত আছে যে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। যদি তোমাদের পুরুষ, তোমাদের মহিলা, তোমাদের যুবক, তোমাদের বৃদ্ধ, তোমাদের ছোট এবং তোমাদের বড় সবাই মিলে আমার ধ্বংসের জন্য দোয়া করে এমনকি সিজদা করতে করতে নাক খসে যায় আর হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায় তবুও খোদা কখনো তোমাদের দোয়া শুনবেন না আর তিনি স্বীয় কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত বিরত থাকবেন না। আর মানুষের মধ্য থেকে যদি একজনও আমার সাথে না থাকে তবুও খোদার ফিরিশতা আমার সাথে থাকবে আর তোমরা যদি সত্যকে গোপন কর তাহলে হতে পারে পাথর

আমার জন্য সাক্ষ্য দিবে। সুতরাং নিজের প্রাণের প্রতি অবিচার করো না, মিথ্যাবাদীদের চেহারা ভিন্ন হয়ে তাকে আর সত্যবাদীদের চেহারা ভিন্ন। খোদাতা'লা কোন বিষয়কে সিদ্ধান্ত বিহীন ছেড়ে দেন না। আমি সেই জীবনের প্রতি অভিশম্পাত করি যা মিথ্যা ও প্রতারণার মাঝে কাটে; উপরন্তু সৃষ্টির ভয়ে স্রষ্টার বিষয়াবলীকে এড়িয়ে চলে, সেই অবস্থার প্রতিও আমার অভিশাপ। একদিকে সূর্য আর অপরদিকে পৃথিবীও যদি আমাকে সম্মিলিতভাবে পিষে ফেলতে চায় তবুও সেই দায়িত্ব যা সর্বশক্তিমান খোদা যথার্থ সময়ে আমায় সোপর্দ করেছেন আর সেটির জন্য আমাকে সৃষ্টি করেছেন, কখনো সম্ভব নয় যে আমি এতে আলস্য করব। ইনসান কী? কেবল একটি কীট; আর মানব কী? কেবল একটি মাংসপিণ্ড। সুতরাং আমি কিভাবে 'হাইয়্যুন' 'কাইয়্যুমের' (চিরঞ্জীব-জীবন দাতা আর চিরস্থায়ী স্থিতিদাতার) নির্দেশকে একটি কীট বা মাংসপিণ্ডের জন্য উপেক্ষা করতে পারি? যেভাবে খোদা পূর্ববর্তী প্রত্যাদিষ্টদের এবং মিথ্যাবাদীদের মাঝে অবশেষে একদিন সিদ্ধান্ত করে দিয়েছেন তদ্রূপ তিনি এখনো সেভাবে সিদ্ধান্ত করবেন। খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্টদের আগমনেরও একটি নির্দিষ্ট মৌসুম থেকে থাকে অতঃপর ফেরত যাওয়ার জন্যও নির্দিষ্ট মৌসুম থাকে। সুতরাং নিশ্চিত জেনে নাও, আমি অসময়ে আসি নি আর অসময়ে যাব না। খোদার সাথে লড়াই করো না, আমাকে ধ্বংস করে দেয়া তোমাদের সাধ্যের বাইরে।

অতএব, এ বিজ্ঞাপন প্রকাশে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, খোদা তা'লা যেভাবে অন্য নির্দশনসমূহের মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের সামনে সত্য স্পষ্ট করেছেন, তদ্রূপ আমি চাই আয়াত **"লাও তাক্বাওওয়ালা"** সম্পর্কেও নিদর্শন পূর্ণ হোক।* এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বিজ্ঞাপনকে ৫০০ (পাঁচশত) রুপী পুরস্কারের ঘোষণা সম্বলিত করে প্রকাশ করছি। যদি ভরসা না হয় তাহলে

*** টীকা:** এ যুগের কতক নির্বোধ কয়েকবার পরাজিত হয়ে পুনরায় আমার সাথে হাদীসের আলোকে বাহাস করতে চায় অথবা বাহাস কারার ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু পরিতাপ যেখানে তারা নিজেদের কতক হাদীসকে পরিত্যাগ করতে চায় না যা কেবল অনুমান নির্ভরের ভাণ্ডার, সমালোচনা মুক্ত নয়, উপরন্তু এ হাদীসগুলোর বিরোধী আরও হাদীস ছাড়া কুরআনও এ হাদীসগুলোকে মিথ্যা আখ্যা দেয়। সেখানে আমি এমন উজ্জ্বল প্রমাণকে কীভাবে পরিত্যাগ করতে পারি। যার একদিকে কুরআন শরীফের সমর্থন অপরদিকে সেটির সত্যতার সত্যায়নে সহীহ হাদীসসমূহ সাক্ষী রয়েছে। একদিকে

আমি এ রুপী সরকারি কোন ব্যাংকে জমা রাখতে পারি। হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব এবং তার অন্য সাথীগণ যাদের নাম আমি এই বিজ্ঞাপনে লিখেছি তারা যদি নিজেদের এ দাবিতে সত্যবাদী হয়– অর্থাৎ, যদি এ কথা সঠিক হয় যে, কোন ব্যক্তি নবী ও রাসূল আর আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করে এবং প্রকাশ্যে খোদার নামে লোকদেরকে বাণী শুনিয়ে মিথ্যাবাদী হওয়া সত্ত্বেও লাগাতার ২৩ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে যা মহানবী (সা.)-এর ওহী লাভের যুগ ছিল; তাহলে আমি এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপনকারীকে ৫০০ (পাঁচশত) রুপী নগদ প্রদান করব। তবে তা হবে আমার উপস্থাপিত প্রমাণ অনুসারে বা কুরআনের প্রমাণ অনুসারে, যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের পর। আর এমন মানুষ যদি কয়েকজন হয় তাহলে তাদের সেই রুপী নিজেদের মাঝে ভাগ করে নেয়ার অধিকার থাকবে। এ বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে খুঁজে এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার সুযোগ তাদের থাকবে। পরিতাপের বিষয় হল, আমি যখন মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবি করি তখন বিরোধীরা না স্বর্গীয় নিদর্শনসমূহ থেকে উপকৃত হয়েছে আর না পার্থিব নিদর্শনসমূহ থেকে কোন হেদায়াত লাভ করেছে। খোদা প্রত্যেক দিক থেকে নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন কিন্তু জগৎ-পূজারীরা সেগুলোকে গ্রহণ করেনি। এখন খোদা এবং সেই লোকদের মাঝে একটি কুস্তি চলছে– অর্থাৎ, খোদা উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে নিজের বান্দার সত্যতা প্রকাশ করেন যাকে তিনি প্রেরণ করেছেন। অপরদিকে এ লোকেরা চায় যে, সে ধ্বংস হোক, তার পরিণাম অশুভ হোক আর সে তাদের চোখের সম্মুখে ধ্বংস হোক, তার জামা'ত টুকরো টুকরো ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক তখন এ লোকেরা হাসবে, উৎফুল্ল হবে আর যারা এ জামা'তের সমর্থনে

*** চলমান টীকা:** খোদার সেই কালাম সাক্ষী, যা আমার ওপর অবতীর্ণ হয়, অপরদিকে পূর্ববর্তী কিতাবগুলো সাক্ষী, অন্যদিকে বিবেক-বুদ্ধি সাক্ষী, সেই সাথে শত শত নিদর্শন সাক্ষী, যা আমার হাতে পূর্ণ হচ্ছে। সুতরাং হাদীসের বাহাস মীমাংসার পদ্ধতি হতে পারে না। খোদা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, এ সমস্ত হাদীস যা উপস্থাপন করা হয় সেগুলো শব্দগত বা অর্থগত পরিবর্তনে পঙ্কিল আর শুরু থেকেই এগুলো জাল। যে ব্যক্তি হাকাম হয়ে এসেছে তার অধিকার আছে খোদা থেকে জ্ঞান লাভ করে হাদীসের ভান্ডার থেকে যে ভান্ডারকে চায় গ্রহণ করবে আর যে অংশকে চাইবে খোদার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে বাতিল করে দিবে। -লেখক

ছিল তাদেরকে বিদ্রুপের দৃষ্টিতে দেখবে, এছাড়া নিজেদের মনকে প্রবোধ দিয়ে বলবে, তোমাকে অভিনন্দন কেননা আজ তুমি নিজের শত্রুকে ধ্বংস হতে দেখেছ আর তার জামা'তকে ছিন্নভিন্ন হতে প্রত্যক্ষ করে নিয়েছ। প্রশ্ন হলো, তবে কি তাদের মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হবে আর এমন আনন্দের দিন আসবে? এর উত্তর এটিই, ইতোপূর্বে যদি তাদের মত লোকদের ওপর এসে থাকে তাহলে তাদের জন্যও আসবে। আবু জাহেল যখন বদরের যুদ্ধে এ দোয়া করেছিল 'আল্লাহুম্মা মান কানা মিন্না কাযেবান ফা আহিন্নাহু ফি হাযাল মাওয়াতেনে'– অর্থাৎ, 'হে খোদা! মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর আমার মাঝে– অর্থাৎ, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি তোমার দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী তাকে এরূপ যুদ্ধের ময়দানে ধ্বংস কর।' এই দোয়ার সময় সে কি ভেবেছিল যে, সে মিথ্যাবাদী? এছাড়া লেখরাম যখন বলেছিল, আমারও মির্যা গোলাম আহমদের মৃত্যু সম্পর্কে তেমনই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যেমনটি (আমার মৃত্যু সম্পর্কে) তার রয়েছে। আমার ভবিষ্যদ্বাণী প্রথমে পূর্ণ হবে আর সে মারা যাবে।*

প্রশ্ন হল, নিজের সম্পর্কে সে সময় কি তার ধারণা ছিল যে, সে মিথ্যাবাদী? অতএব পৃথিবীতে অস্বীকারকারী তো থাকে তবে বড় দুর্ভাগা সেই অস্বীকারকারী যে মৃত্যুর পূর্বে জানতে পারে না যে, 'আমি মিথ্যাবাদী।' অতএব খোদা কি পূর্বের অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে শক্তিধর ছিলেন আর এখন নেই? না'উযুবিল্লাহ্, কখনো এমন নয় বরং প্রত্যেকেই যে জীবিত থাকবে সে দেখবে, পরিশেষে খোদা বিজয়ী হবেন। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং প্রচন্ড আক্রমণসমূহের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করবেন। সেই খোদা যার শক্তিশালী হাতে পৃথিবী ও আকাশসমূহ এবং সেই সমস্ত

---

* **টীকা:** তদ্রূপই মৌলভী গোলাম দস্তগীর ক্বাসূরী যখন পুস্তক রচনা করে সমস্ত পাঞ্জাবে প্রচার করল, 'আমি সিদ্ধান্তের পদ্ধতি এটি নির্ধারণ করে দিলাম, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে প্রথমে মারা যাবে।' সে কি জানত এই সিদ্ধান্ত তার জন্য নিদর্শন হবে আর সে প্রথমে মৃত্যুবরণ করে তার সমমনাদের মুখে চুনকালি লেপন করবে? আর ভবিষ্যতে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে তাদের মুখে মোহর মেরে দিবে এবং তাদের ভীতত্রস্ত করে তুলেবে। -লেখক

জিনিসসমূহ যা এগুলোর মধ্যে রয়েছে আগলে রেখেছে। তিনি কীভাবে মানুষের পরিকল্পনাসমূহে প্রভাবিত হতে পারেন আর পরিশেষে একটি দিন আসে যখন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং সত্যবাদীদের এটিই নিদর্শন, পরিণাম তাদেরই (শুভ) হয়ে থাকে। খোদা স্বীয় জ্যোতির্বিকাশের মহিমায় তাদের হৃদয়ে অবতরণ করে থাকেন। সুতরাং সেই অট্টালিকা কীভাবে ধ্বসে যেতে পারে যাতে সেই প্রকৃত বাদশাহ্ অবস্থান করছেন? যত ইচ্ছা ঠাট্টা কর, যত চাও গালি দাও আর যন্ত্রণা ও কষ্ট দেয়ার মত পরিকল্পনা করতে পার কর। যত চাও আমাকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সকল প্রকার পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র কর। তথাপি স্মরণ রেখো অচিরেই খোদা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিবেন যে তার হাত বিজয়ী। নির্বোধ বলে থাকে আমি নিজের ষড়যন্ত্র বলে বিজয়ী হব কিন্তু খোদা বলেন, হে অভিশপ্ত দেখ! আমি তোমার সমস্ত ষড়যন্ত্র ধুলিস্মাৎ করে দিব। আর যদি খোদা চাইতেন তাহলে এসব বিরোধী মৌলভী এবং তাদের অনুসারীদের দৃষ্টি দান করতে পারতেন আর তারা সেই সময় ও মৌসুমকে সনাক্ত করতে পারতো যাতে খোদার মসীহর আগমন আবশ্যক ছিল। কিন্তু কুরআন শরীফ ও হাদীসসমূহের সেই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহও পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল যাতে লেখা ছিল, যখন মসীহ মাওউদ আবির্ভূত হবেন তখন মুসলমান আলেমদের হাতে নির্যাতিত হবেন। তারা তাকে কাফের আখ্যা দিবে, তাকে হত্যার ফতোয়া দেয়া হবে। তাকে অনেক লাঞ্ছিত করা হবে আর তাকে ইসলামের গন্ডি থেকে বহির্ভূত ও ধ্বংসকারী জ্ঞান করা হবে। সুতরাং এ দিনগুলোতে সেই ভবিষ্যদ্বাণী এই মৌলভীরা নিজেদের হাতে পূর্ণ করেছে। পরিতাপ! এ লোকেরা চিন্তা করে না, যদি এ দাবি খোদার নির্দেশ ও অভিপ্রায় অনুযায়ী না হতো তাহলে কেন এই দাবিকারকের মাঝে পবিত্র ও সত্যবাদী নবীদের ন্যায় অনেক সত্যতার প্রমাণ একত্রিত হয়ে গেছে? সেই রাত কি তাদের জন্য বিলাপের রাত ছিল না যাতে আমার দাবির সময় রমযানে ভবিষ্যদ্বাণীর ঠিক নির্ধারিত তারিখে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছিল? সেই দিন কি তাদের জন্য দুর্ভাগ্যের দিন ছিল না যাতে লেখরাম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল? খোদা বৃষ্টির ন্যায় নিদর্শন প্রকাশ করেছেন কিন্তু সেই লোকেরা চোখ বন্ধ করে নিয়েছে পাছে এমন না হয় যে, অবলোকন করে ঈমান আনতে হয়। এটি কি সত্য নয়, এ দাবি অসময়ের নয় বরং ঠিক শতাব্দীর শিরোভাগে যথাযথ প্রয়োজনের সময়ে প্রকাশিত হয়েছে? আর এ বিষয়টি আদি হতে–

আদম সন্তানের সৃষ্টিলগ্ন থেকে আল্লাহর রীতিতে অন্তর্ভুক্ত যে, মহা সম্মানিত সংশোধনকারী শতাব্দীর শিরোভাগে যথাযথ প্রয়োজনের সময় সামনে এসে থাকেন। আমাদের রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেভাবে হযরত মসীহ (আ.)-এর পর সপ্তম শতাব্দীর শিরোভাগে তখন আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল; সাতকে যখন দ্বিগুণ করা হয় তখন চৌদ্দ হয়ে থাকে। অতএব চতুর্দশ শতাব্দীর শিরভাগ মসীহ মাওউদের জন্য নির্ধারিত ছিল। যেন এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত থাকে যে, জাতিসমূহে যে পরিমাণ বিশৃংখলা ও বিকৃতি হযরত মসীহর যুগের পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামের যুগ পর্যন্ত দেখা দিয়েছিল সেই নৈরাজ্যের চেয়ে দ্বিগুন নৈরাজ্য মসীহ মাওউদের যুগে হবে। যেভাবে এখনই আমরা বর্ণনা করেছি, খোদা তা'লা বড় একটি নীতি যা কুরআন শরীফে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আর সেটির ভিত্তিতে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা হল, খোদা তা'লা সেই মিথ্যা দাবিকে যে নবুয়ত, রিসালত আর আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার মিথ্যা দাবি করে, অবকাশ দেন না এবং ধ্বংস করেন। সুতরাং আমাদের বিরোধী মৌলভীদের এটি কেমন ঈমানদারী যে, কুরআন শরীফের প্রতি বুলিসর্বস্ব ঈমান রাখে কিন্তু এর উপস্থাপিত যুক্তিপ্রমাণ সমূহকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা যদি কুরআন শরীফের ওপর ঈমান এনে এই নীতিকে আমার সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হওয়ার মানদণ্ড নির্ধারণ করত তাহলে সত্বর সত্যকে পেয়ে যেত। কিন্তু এখন তারা আমার বিরোধিতায় কুরআন শরীফের এই নীতিকেও মানেন না আর বলেন, কেউ যদি এমন দাবি করে যে, আমি খোদার নবী, রাসূল বা আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট। যার সাথে খোদা কথপোকথন করেন, নিজের বান্দাদের সংশোধনের জন্য বিভিন্ন সময় সৎপথের বাস্তবতা তার নিকট প্রকাশ করেন আর এ দাবির পর ২৩ বা ২৫ বছর অতিবাহিত হয়– অর্থাৎ, সেই সময় অতিবাহিত হয় যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়তের সময়সীমা ছিল; আর সেই ব্যক্তি এই সময়সীমায় মারা না যায় আর নিহত না হয় তাহলে এ থেকে নিশ্চিত হয় না যে, সে ব্যক্তি সত্যবাদী নবী বা রাসূল বা খোদার পক্ষ থেকে সত্য সংশোধনকারী ও মুজাদ্দেদ আর বাস্তবে খোদা তার সাথে কথপোকথন করবেন তা আবশ্যক নয়। কিন্তু সুস্পষ্ট কথা যে, এটি কুফরী বাক্য। এটি আবশ্যকীয়ভাবে খোদার বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও এর অসম্মানের

নামান্তর। প্রত্যেক বুদ্ধিমান বুঝতে পারে যে, খোদা তা'লা কুরআন শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালতের সত্যতা প্রমাণের জন্য যুক্তি প্রদানের এই রীতি রেখেছেন যে, এই ব্যক্তি যদি খোদা তা'লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করত তাহলে আমি তাকে ধ্বংস করে দিতাম। সকল আলেম জানেন যে, খোদার উপস্থাপিত প্রমাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করা সর্বসম্মতিক্রমে কুফরী। কেননা খোদা, কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সত্যতায় যা উপস্থাপন করেছেন এমন প্রমাণাদি সম্পর্কে তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ অবধারিতভাবে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার নামান্তর আর সেটি পরিস্কার কুফর। কিন্তু এসব লোকের জন্য কীই-বা আক্ষেপ করা যায়, সম্ভবত এসকল লোকদের দৃষ্টিতে খোদা তা'লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা বৈধ। একজন সন্দেহ পোষণকারী বলতে পারে হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের বারবার তাগিদ দেয়া আর প্রত্যেক সভায় বারবার বলা যে, 'একজন মানুষ ২৩ বছর পর্যন্ত খোদা তা'লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে ধ্বংস হয় না'-এর কারণ এটিই হতে পারে যে, তিনি না'উযুবিল্লাহ খোদা তা'লার প্রতি কতক মিথ্যা আরোপ করেছেন আর বলেছেন, 'আমি এই স্বপ্ন দেখেছি বা এই ইলহাম লাভ করেছি' আর এরপর এখন পর্যন্ত ধ্বংস হয় নাই; তাই মনে মনে করে নিয়েছেন, খোদা তা'লার নিজের রাসূল করিম সম্পর্কে এটি বলা যে, যদি সে আমাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করত তাহলে আমরা তার জীবন শিরা কেটে দিতাম– এটিও সঠিক নয়। *আর ধারণা করেছে, কেন খোদা আমাদের জীবনশিরা কেটে দেন নি? এর উত্তর হলো, এ আয়াত রাসূল, নবী এবং প্রত্যাদিষ্টদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যারা কোটি কোটি মানুষকে নিজের দিকে আহ্বান করেন আর যাদের মিথ্যা রটনার কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে থাকে। তবে এমন এক ব্যক্তি যে নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করে নিজেকে জাতির সংশোধনকারী আখ্যায়িত করে না আর নবুয়ত ও রিসালাতের দাবি করে না কেবল হাসিঠাট্টার ছলে বা

*** টীকা:** হাফেয সাহেবের কাছে আমাদের আদৌ এই আশা নেই যে, না'উযুবিল্লাহ কখনও তিনি খোদা তা'লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন। অতঃপর কোন শাস্তি না পাওয়ার কারণে এ বিশ্বাস জন্মেছে। আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে, খোদার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা অপবিত্র স্বভাববিশিষ্ট লোকদের কাজ আর পরিণামে সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে থাকে। - লেখক

মানুষের মাঝে নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি করে যে, আমি এই স্বপ্ন দেখেছি বা ইলহাম লাভ করেছি আর মিথ্যা বলে বা এতে মিথ্যার সংমিশ্রণ করে, সে আবর্জনার সেই কীটতুল্য যে আবর্জনাতেই জন্ম নেয় আর আবর্জনাতেই মারা যায়। এমন নোংরা ব্যক্তি এহেন হীনতার জন্য খোদার মনযোগ আকর্ষণের এতটাই অযোগ্য যে, খোদার প্রতি মিথ্যা আরোপের শাস্তিস্বরূপও খোদা তাকে ধ্বংস করতে সেই হীন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। কোন ব্যক্তি তার অনুসরণ করে না, কেউ তাকে নবী বা রাসূল বা আল্লাহ কতৃক প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান করে না। এছাড়া এটিও প্রমাণ করতে হবে যে, এই মিথ্যা আরোপের অভ্যাসে পূর্ণ ২৩ বছর অতিবাহিত হয়েছে। আমরা হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না তবে এটিও আশা করি না (যে তিনি এমন হীন চিন্তা কল্পনায় আনবেন)। খোদা তার অভ্যন্তরীন কর্মসমূহ ভাল জানেন। তার দু'টি কথা আমাদের স্মরণ আছে আর শুনেছি যে, এখন তিনি সেগুলো অস্বীকার করেন। (১) প্রথমত, কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি বড় বড় জলসাসমূহে বর্ণনা করেছিলেন, 'মৌলভী আবদুল্লাহ গযনভী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আকাশ থেকে একটি জ্যোতি কাদিয়ানে অবতীর্ণ হয়েছে আর আমার সন্তানগণ এ থেকে বঞ্চিত থেকে গেছে।' (২) দ্বিতীয়ত, খোদা তা'লা মানুষের রূপ ধারণ করে তাকে বলেছেন, 'মির্যা গোলাম আহমদ' সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ কেন তাঁর অস্বীকার করে? আমি মনে করি হাফেয সাহেব যদি এই দুই ঘটনাকে এখন অস্বীকার করেন যা বারবার অনেক মানুষের সামনে বর্ণনা করেছিলেন তা হলে না'উযুবিল্লাহ অবশ্যই তিনি খোদা তা'লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন।*

কেননা যে ব্যক্তি সত্য বলে সে যদি মারাও যায় তবুও সত্য অস্বীকার করতে পারে না। যেভাবে তার ভাই মুহাম্মদ ইয়াকুব এখনও পরিষ্কার সাক্ষ্য দিয়েছে

*** টীকা:** আমি কখনও মেনে নিব না যে, হাফেয সাহেব এ দু'টি ঘটনাকে অস্বীকার করবেন। এ ঘটনাগুলোর সাক্ষী কেবল আমি নই বরং মুসলমানদের একটি বড় দল এর সাক্ষী আর 'এযালায়ে আওহাম' পুস্তকে মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেবের দিব্য দর্শন তার ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। আমি নিশ্চিত জানি, হাফেয সাহেব কখনও এমন ডাহা মিথ্যা মুখে আনবেন না যার ফলে জাতির পক্ষ থেকে বড় একটি বিপদে ফেঁসে যাবেন। তার ভাই মুহাম্মদ ইয়াকুব তো অস্বীকার করেননি, তাই তিনি কীভাবে করবেন? মিথ্যা বলা মুরতাদ হওয়া থেকে কম নয়। -লেখক

যে, একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেব গযনভী বলেছিলেন, সেই আলো যা পৃথিবীকে আলোকিত করবে তিনি মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। এই তো কালকের কথা যে, হাফেয সাহেবও বারবার এ দু'টি ঘটনা বর্ণনা করতেন। আর এখনও তিনি এমন বার্ধক্যে উপনীত হননি যার কারণে এটি ধারণা করা যেতে পারে যে, বার্ধক্যজনিত কারণে স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছে। আট বছর থেকে বেশি হবে যখন আমি মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেবের বর্ণিত উপরোক্ত দিব্য দর্শন হাফেয সাহেবের ভাষায় 'এযালাহয়ে আওহামে' প্রকাশ করেছি। কোন বিবেকবান কি মেনে নিতে পারে যে আমি একটি মিথ্যা কথা নিজের পক্ষ থেকে লিখে দিতাম আর হাফেয সাহেব তারপরও সেই বই পড়ে চুপ থাকতেন? চিন্তা ও বিবেক বুদ্ধিতে কিছুই আসে না, হাফেয সাহেবের কী হয়ে গেছে! সম্ভবত কোন বিশেষ কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে সাক্ষ্য গোপন করেছেন আর সদিচ্ছায় সংকল্প রাখেন যে, অন্য কোন সময় এই সাক্ষ্য প্রকাশ করব! কিন্তু জীবন কত দিনের? এখনও প্রকাশ করার সময় আছে, নিজের জাগতিক জীবনের জন্য নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর ছুরি-চাকু চালালে মানুষের এতে কী লাভ? আমি অনেক বার হাফেয সাহেবের কাছ থেকে এ কথা শুনেছিলাম যে, তিনি আমার সত্যায়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত আর অস্বীকারকারীদের সাথে মুবাহেলা করতে প্রস্তুত আছেন। আর এতে তার জীবনের একটি বড় অংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে। তিনি এর সমর্থনে নিজের স্বপ্নগুলোও শুনাতে থাকেন আর কতক বিরোধীদের সাথে মুবাহেলাও করেছেন। তবুও কেন দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে গেলেন। আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে নিরাশ নই যে, খোদা তার দৃষ্টি খুলে দিবেন। তার মৃত্যু অবধি আমাদের এ আশা অবশিষ্ট থাকবে।

স্মরণ রাখা উচিত, এ বিজ্ঞাপন প্রকাশের বিশেষ কারণ তিনিই। কেননা এ দিনগুলোতে সর্বপ্রথম তিনিই এ বিষয়ে তাগাদা দিয়েছেন যে, কুরআনের এই প্রমাণ, 'এ নবী যদি মিথ্যা ওহীর দাবি করত তাহলে আমি তাকে ধ্বংস করে দিতাম'। এটি কোন যুক্তি নয় বরং অনেক এমন মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে রয়েছে যারা ২৩ বছর থেকেও বেশি সময় পর্যন্ত নবুয়ত বা রিসালাত বা আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার মিথ্যা দাবি করে খোদার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে তথাপি এখন পর্যন্ত জীবিত বিদ্যমান রয়েছে। হাফেয সাহেবের এ কথা এমন যে, কোন মু'মিন এটিকে সহ্য করবে না কেবল সে ব্যতিরেকে যার হৃদয়ে

খোদার অভিসম্পাত রয়েছে। খোদার বাণী কি মিথ্যা? "ওয়া মান আযলামু মিনাল্লাযী কায্যাবা কিতাবাল্লাহে আলা ইন্না ক্বাওলাল্লাহে হাক্কুন ওয়া আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীন" (এবং সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। শুন! নিশ্চয় আল্লাহর বাণী সত্য আর শুন! নিশ্চয় মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।) এটি আল্লাহ তা'লার অলৌকিক ক্রিয়া যে, তিনি অন্যান্য নিদর্শনসমূহের পাশাপাশি এ নিদর্শনও আমার জন্য প্রদর্শন করেছেন যে, আমার ওহী লাভের মেয়াদকালকে সৈয়্যদনা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মেয়াদের সমান করেছেন। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন একজন মানুষও পাওয়া যাবে না, যে আল্লাহর ওহীর দাবিতে মিথ্যাবাদী হয়ে আমাদের নেতা ও অভিভাবক নবী (সা.)-এর ন্যায় ২৩ বছর জীবন লাভ করেছে। খোদা তা'লা আমাদের নবী (সা.)-কে এটি একটি বিশেষ সম্মান দিয়েছেন যে তাঁর নবুওয়তের সময়সীমাকেও সত্যতার মানদন্ড নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি এমন এক ব্যক্তিকে পাও, যে আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হবার দাবি করে আর তোমাদের নিকট প্রমাণিত হয়ে যায়, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী লাভের দাবির পর ২৩ বছর সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে আর সে এ সময়সীমা পর্যন্ত আল্লাহ তা'লার ওহী লাভের দাবি করতে থাকে আর তার রচনাবলীসমূহ থেকে তার প্রকাশিত দাবি প্রমাণিত হতে থাকে তাহলে নিশ্চিত জ্ঞান করবে যে, সে খোদার পক্ষ থেকে। কেননা যে ব্যক্তিকে খোদা তা'লা জানেন যে সে মিথ্যাবাদী, তার পক্ষে আমাদের নেতা ও অভিভাবক মুহাম্মদ (সা.) -এর ন্যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী লাভের পূর্ণ মেয়াদকাল জীবিত থাকা অসম্ভব। তবে হ্যাঁ বাস্তবিকপক্ষে প্রমাণ আবশ্যক যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী লাভের দাবি করে ২৩ বছর আয়ু লাভ করেছে আর এ সময়সীমা শেষ পর্যন্ত কখনও নীরব থাকেনি আর দাবি থেকে সরেও আসেনি। সুতরাং এ উম্মতে সেই একমাত্র ব্যক্তি আমিই যাকে তাঁর নবী করিম (সা.)-এর অনুকরণে আল্লাহর ওহী লাভের পর ২৩ বছর আয়ুষ্কাল দেয়া হয়েছে। ২৩ বছর পর্যন্ত অনবরত ওহীর এ ধারাবাহিকতা জারী রাখা হয়েছে। এ বিষয়ের প্রমাণার্থে প্রথমত আমি বারাহীনে আহমদীয়ার সেই সকল ঐশী বাক্যালাপ উল্লেখ করছি যা একুশ বছর থেকে বারাহীনে আহমদীয়াতে ছেপে প্রকাশ করা হয়েছে আর সাত/আট বছর পূর্বে জবানবন্দিতে প্রকাশিত হতে

থাকে যার সাক্ষ্য স্বয়ং বারাহীনে আহমদীয়া থেকে প্রমাণিত। অতঃপর কতক সেই ঐশী বাক্যালাপ উল্লেখ করব যা বারাহীনে আহমদীয়ার পর বিভিন্ন সময় অন্যান্য পুস্তকসমূহে প্রকাশিত হতে থাকে। সুতরাং বারাহীনে আহমদীয়ায় আল্লাহর এসব বাণীসমূহ উল্লেখিত আছে যা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ–

সেই ঐশী বাক্যালাপ যার মাধ্যমে আমাকে সম্মানিত করা হয়েছে আর বারাহীনে আহমদীয়াতে উল্লেখ আছে।

আমি কেবল সংক্ষেপে লিখছি, বিস্তারিত দেখতে হলে বারাহীনে আহমদীয়া রয়েছে।

بشری لک احمدی. انت مرادی ومعی. غرست لک قدرتی بیدی ۔ سرّک سرّی. انت وجیہ فی حضرتی. اخترتک لنفسی انت منی بمنزلة توحیدی وتفریدی. فحان ان تعان وتعرف بین الناس. یا احمد فاضت الرحمة علی شفتیک. بورکت یا احمد. وکان ما بارک اللّٰہ فیک حقّافیک. الرّحمٰن علّم القرآن لتنذر قومًا ما انذر آبائھم ولتستبین سبیل المجرمین. قل انی امرت وانا اوّل المؤمنین. قل ان کنتم تحبون اللّٰہ فاتبعونی یحببکم اللّٰہ. ویمکرون ویمکر اللّٰہ واللّٰہ خیر الماکرین. وما کان اللّٰہ لیترکک حتی یمیز الخبیث من الطیب. وان علیک رحمتی فی الدنیا والدین. وانک الیوم لدینا مکین امین. و انک من المنصورین ۔وانت منی بمنزلة لا یعلمھا الخلق. وما ارسلناک الارحمة للعالمین. یا احمد اسکن انت وزوجک الجنّة. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة. ھذا من رحمة ربک لیکون آیة للمومنین. اردت ان استخلف فخلقت آدم لیقیم الشریعة ویحی الدین. جریّ اللّٰہ فی حلل

الانبياء۔ وجيه فى الدنيا والآخرة ومن المقربين. كنت كنزًا مخفيا فاحببت ان اعرف ولنجعله آية للناس ورحمة منّا وكان امرا مقضيا. يا عيسٰى انّى متوفيك ورافعك اليّ ومطهّرك من الذين كفروا۔ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الٰى يوم القيامة. ثلة من الاولين وثلة من الاخرين. يخوفونك من دونه. يعصمك اللّٰه من عنده ولولم يعصمك الناس. وكان ربك قديرا. يحمدك اللّٰه من عرشه. نحمدك ونصلى. وانا كفيناك المستهزئين. وقالوا ان هو الا افك إفترىٰ. وما سمعنا بهٰذا فى آبائنا الاوّلين. ولقد كرّمنا بنى آدم وفَضّلنا بعضهم على بعض. كذالك لتكون آية للمومنين. وجحدوابها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. قل عندى شهادة من اللّٰه فهل انتم مومنون. قل عندى شهادة من اللّٰه فهل انتم مسلمون. وقالوا انّى لك هٰذا' ان هٰذا الّا سحرٌ يوثر و ان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر. كتب اللّٰه لاغلبن انا ورسلى. واللّٰه غالب على امره ولٰكن اكثر الناس لا يعلمون. هوالذى ارسل رسوله بالهدٰى ودين الحق ليظهره على الدين كله لا مبدل لكلمات اللّٰه. والذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولٰئك لهم الامن وهم مهتدون. ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا انهم مغرقون. وان يتخذونك الاهزوا أهٰذا الذى بعث اللّٰه. وينظرون اليك وهم لا يبصرون. واذ يمكر بك الذى كفّر. اوقدلى ياهامان لعلّى اطلع على الٰه موسٰى وانى لاظنه من الكاذبين. تبّت يدا ابى لهب وتب ما كان له ان يد خل فيها الّا خائفًا. وما اصابك فمن اللّٰه. الفتنة هٰهنا فاصبر كما صبر اولو العزم. الا انّها فتنة

مـن الـلّـه ليـحبّ حُبّا جمّا. حبًّا من اللّٰه العزيز الاكرم. عطاءً غير مجذوذ. وفـى الـلّـه اجرک. ويرضى عنک ربّک ويتمّ اسمک. وعسٰى ان تحبّوا شيئا وهو شرٌّ لكم وعسٰى ان تكرهوا شيئا وهو خيرلكم واللّٰه يعلم وانتم لا تعلمون.☆

অনুবাদ: হে আমার আহমদ! তুমি শুভ সংবাদ লাভ কর। তুমি আমার লক্ষ্যস্থল আর আমার সাথে আছ। আমি নিজের হাতে তোমার বৃক্ষ রোপন করেছি। তোমার রহস্য আমার রহস্য এবং তুমি আমার নিকট সম্মানিত। আমি তোমাকে নিজের জন্য মনোনীত করেছি, তুমি আমার নিকট তেমনই মর্যাদা রাখ, যেমন আমার তৌহিদ ও একত্বতা। সুতরাং তোমাকে সাহায্য করার আর মানুষের মাঝে তোমার নামকে সুখ্যাত করার সময় এসে গিয়েছে। হে আহমদ! তোমার ঠোঁটে নেয়ামত (জারী করা হয়েছে)– অর্থাৎ, নিগূঢ় তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞান প্রবাহমান রয়েছে। হে আহমদ! তোমাকে কল্যাণমণ্ডিত করা হয়েছে আর এ কল্যাণ লাভের অধিকার তোমারই ছিল। খোদা তোমাকে কুরআন শিখিয়েছেন– অর্থাৎ, কুরআনের সেই অর্থসমূহ সম্পর্কে অবহিত করেছেন যেগুলোকে মানুষ ভুলে গিয়েছিল যেন তুমি ঐ সকল লোকদের সতর্ক করতে পার যাদের পিতৃপুরুষ ঔদাসীন্যের মাঝে চলে গিয়েছে আর অপরাধীদের জন্য যেন খোদার নিদর্শন পূর্ণতা লাভ করে। তাদেরকে বলে দাও, আমি নিজের পক্ষ থেকে নই বরং খোদার ওহী এবং নির্দেশে এ সমস্ত কথা বলছি আর আমি এ যুগে সকল মু'মিনদের মাঝে প্রথম। তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি খোদা তা'লাকে ভালোবাস তাহলে আস আমার অনুসরণ কর পরিণামে খোদাও তোমাদের ভালোবাসবেন* বরং এই লোকেরা ষড়যন্ত্র

☆ **টীকা:** এই পরিমাণ ইলহামসমূহ আমরা বারাহীনে আহমদীয়া থেকে সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম। যেহেতু এ ইলহামসমূহ কয়েক ধারাবাহিকতায় অবতীর্ণ হয়েছে এজন্য বাক্যসমূহ যুক্ত করার জন্য কোন বিশেষ ধারাবাহিকতা (সামনে) রাখা হয় নি। ইলহাম লাভকারীর দৃষ্টিতে প্রত্যেক বিন্যাস ইলহামী। -লেখক

---

* **টীকা:** এটি আমাদের জামা'তের জন্য চিন্তার বিষয়, কেননা এতে সর্বশক্তিমান খোদা বলেছেন, খোদার ভালোবাসা পরিপূর্ণরূপে অনুসারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সাথে

করবে, খোদাও পরিকল্পনা করবেন আর খোদা সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী। এবং খোদা তা'লা এমন নন যে, তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করবেন যতক্ষণ পবিত্র অপবিত্রের মধ্যে পার্থক্য না করবেন। জাগতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে তোমার প্রতি আমার রহমত রয়েছে। আর আজ তুমি আমাদের দৃষ্টিতেও মর্যাদাবান এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে সহায্য করা হয়ে থাকে এবং তুমি আমার নিকট সেই পদমর্যাদা ও সম্মান রাখ যা পৃথিবী অবগত নয়। আর আমরা তোমাকে পৃথিবীর জন্য আশীর্বাদরূপে পাঠিয়েছি। হে আহমদ! নিজের সাথীসহ বেহেশতে প্রবেশ কর। হে আদম! নিজের সাথীসহ বেহেশতে প্রবেশ কর– অর্থাৎ, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখে হোক সে তোমার স্ত্রী বা বন্ধু সে পরিত্রাণ পাবে আর তার বেহেশতি জীবন লাভ হবে পরিশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পুনরায় বলেছেন, আমি পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছি। তাই আমি এই আদমকে সৃষ্টি করেছি। এ আদম শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করবে আর ধর্মকে জীবিত করবে, তিনি নবীদের পোষাকে খোদার রাসূল, ইহকাল ও পরকালে মর্যাদাবান আর খোদার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। আমি এক গোপন ভাণ্ডার ছিলাম; অতএব আমি পরিচিত হতে চাইলাম। আর আমরা নিজের এই বান্দাকে নিজের এক উজ্জ্বল

*** চলমান টীকাঃ** সম্পর্কযুক্ত। আর তোমাদের মাঝে যেন বিন্দু পরিমাণ অবাধ্যতা অবশিষ্ট না থাকে। এ জায়গায় আমার সম্পর্কে ঐশী বাণীতে নবী ও রাসূল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, রাসূল ও নবীউল্লাহর এই ব্যবহার রূপক ও আলংকারিকতার। কেননা যে ব্যক্তি সরাসরি খোদা থেকে ওহী পায় আর নিশ্চিতভাবে খোদা তার সাথে বাক্যালাপ করেন, যেভাবে অন্য সকল নবীদের সাথে করেছেন, তার জন্য নবী বা রাসূল শব্দ ব্যবহার অসমীচীন নয় বরং এটি রূপকের খুবই বাগ্মিতাপূর্ণ ব্যবহার। এ জন্যই সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, ইঞ্জিল, দানিয়েল আর অন্যান্য নবীদের কিতাবেও যেখানে আমার উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে আমার সম্পর্কে নবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কতক নবীর কিতাবে আমার সম্পর্কে রূপকভাবে ফিরিশতা শব্দ এসে গিয়েছে। দানিয়েল নবী নিজের কিতাবে আমার নাম মিকাঈল রেখেছেন, ইব্রানীতে মিকাঈল শব্দের অর্থ খোদা সদৃশ। এক কথায় এটি যেন বারাহীনে আহমদীয়ার ইলহাম 'আনতা মিন্নী বেমানযেলাতে তৌহিদী ওয়া তাফরিদী ফাহানা আন্ তু'য়ানা ওয়া তু'রাফা বায়নান্ নাস'-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ, তুমি আমার কাছে এতটা নৈকট্যপ্রাপ্ত আর আমি তোমাকে সেভাবেই চাই যেভাবে আমি নিজের তৌহিদের পরিচিতি চাই, আর তোমাকে পৃথিবীতে সেভাবেই পরিচিত করব। প্রত্যেক জায়গায় যেখানে আমার নাম পৌঁছাবে তোমার নামও সাথে থাকবে। -লেখক

দৃষ্টান্ত বানাব। নিজের রহমতের একটি দৃষ্টান্ত বানাবো আর আদি থেকে এটিই নির্ধারিত ছিল। হে ঈসা! আমি তোমাকে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু দিব; অর্থাৎ, তোমার বিরোধীরা তোমাকে হত্যা করার সামর্থ্য লাভ করতে পারবে না। অতঃপর আমি তোমাকে নিজের দিকে উত্থিত করব; অর্থাৎ, পরিষ্কার যুক্তিপ্রমাণ ও প্রকাশ্য নিদর্শনাদির মাধ্যমে প্রমাণ করব যে, তুমি আমার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত আর আমি তোমাকে সে সকল আপত্তিসমূহ থেকে পবিত্র করব– যা অস্বীকারকারীরা তোমার প্রতি আরোপ করে। আর মুসলমানদের মধ্য থেকে যে সকল মানুষ তোমার অনুসারী হবে আমি তাদেরকে তোমার বিরোধী অন্য অস্বীকারকারী দলের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় ও প্রাধান্য দিব। তোমার অনুসারীদের একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে, অপর দল পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। মানুষ তোমাকে নিজের অসদাচরণ দ্বারা ভয় দেখাবে কিন্তু খোদা নিজে তোমাকে শত্রুদের দুস্কৃতি থেকে রক্ষা করবেন, মানুষ তোমাকে রক্ষা না করলেও তোমার খোদা শক্তিশালী। তিনি আরশ থেকে তোমার প্রশংসা করেন; অর্থাৎ, মানুষ যে গালিসমূহ দেয় এর বিপরীতে খোদা আরশে তোমার প্রশংসা করেন, আমরা তোমার প্রশংসা করি আর তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করি। এবং যারা বিদ্রুপকারী তাদের মোকাবেলায় আমরা একাই যথেষ্ট। আর সেই লোকেরা বলে, এটি তো মিথ্যা প্রতারণা যা এ ব্যক্তি তৈরী করে নিয়েছে। আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের নিকট থেকে এমনটি শুনিনি। এ নির্বোধরা জানেনা কাউকে কোন মর্যাদা দেয়া খোদার জন্য দুঃসাধ্য নয়। আমরা মানুষের মধ্য থেকে কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। সুতরাং এভাবেই এ ব্যক্তিকে এ মর্যাদা দান করেছেন যেন মু'মিনদের জন্য নির্দশন হয়। কিন্তু খোদার নিদর্শনকে এ লোকেরা অস্বীকার করেছে। হৃদয় তো গ্রহণ করে নিয়েছিল তবে এ অস্বীকার ছিল অহমিকা ও অজ্ঞতার কারণে। তাদেরকে বলে দাও, আমার নিকট খোদার বিশেষ সাক্ষ্য বিদ্যমান আছে তবুও কি তোমরা স্বীকার করবে না? পুনরায় তাদেরকে বলে দাও, আমার নিকট খোদার বিশেষ সাক্ষ্য বিদ্যমান আছে তবুও কি তোমরা গ্রহণ করবে না? এবং তারা যখন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তখন বলে এটি তো একটি সামান্য বিষয় যা আদি থেকে চলে আসছে {প্রকাশ থাকে যে এ ইলহামের শেষ অংশ আসলে সেই আয়াতই যার মর্ম হচ্ছে এই, কাফেররা যখন চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হতে দেখেছিল তখন এই আপত্তি উত্থাপন করেছিল, এটি গ্রহণের একটি ধরণ যা সব সময় হয়ে আসছে তাই

এটি কোন নিদর্শন না। খোদা তা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণীতে সেই চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যা এই ভবিষ্যদ্বাণী করার কয়েক বছর পর সংঘটিত হয়েছে যা প্রতিশ্রুত মাহদীর জন্য কুরআন শরীফ আর দারকুতনীর হাদীসে নিদর্শন হিসেবে লিপিবদ্ধ ছিল। আর এটিও বলেছেন, অস্বীকারকারী লোকেরা এ চন্দ্র-সূর্যগ্রহণকে দেখে বলবে যে এটি কোন নির্দশন নয়, সাধারণ একটি বিষয়। স্মরণ রাখা উচিত, কুরআন শরীফে এই চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের দিকে **"জুমি'আশ্ শামসু ওয়াল ক্বামারু"** (সূরা আল ক্বিয়ামাহ, আয়াত: ১০; অর্থাৎ, এবং সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে গ্রহণে একত্রিত করা হবে) আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাদীসে এ চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে ইমাম বাকেরের বর্ণনা রয়েছে যার শব্দ হচ্ছে এই 'ইন্না লে মাহদীয়েনা আয়াতাইন'[1]। আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়াতে প্রায় পনের বছর পূর্বে এর সংবাদ দেয়া হয়েছে আর এটিও বলা হয়েছিল, তাঁর আবির্ভাবের সময় যুলুমকারীরা এ নির্দশন গ্রহণ করবে না। তারা বলবে এটি সর্বদা হয়ে থাকে, অথচ যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে কখনও কোন মাহদী দাবিকারকের জন্য এমনটি হয়নি। আর তাঁর সময় একই মাসে– অর্থাৎ, রমযানে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ হয়। আর এ বাক্যে যে,'ক্বুল শাহ্দাতুম মিনাল্লাহ ফাহাল আনতুম মু'মিনূন ওয়া ক্বুল ইনদি শাহ্দাতুম্ মিনাল্লাহ ফাহাল আনতুম মুসলিমূন' দুই বার বলা হয়েছে। {এতে একটি শাহ্দাত (সাক্ষ্য)-এর অর্থ হচ্ছে, সূর্যগ্রহণ আর অপর শাহ্দাত (সাক্ষ্য)-এর অর্থ হচ্ছে চন্দ্রগ্রহণ।} অতঃপর বলেন, খোদা আদি থেকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন; অর্থাৎ, নির্ধারিত করে রেখেছেন, 'আমি এবং আমার রাসূলই বিজয়ী হব।' অর্থাৎ, যে কোন ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই আসুক যারা খোদার পক্ষে থাকে তারা পরাজিত হবে না আর খোদা নিজের পরিকল্পনায় বিজয়ী কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝে না। খোদা হচ্ছেন সেই খোদা যিনি এ ধর্মকে সমস্ত ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য তাঁর রাসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন। খোদার কথাকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আর যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে কোন অন্যায়ে কলুষিত হতে দেয়নি তারা প্রত্যেক বিপদ থেকে নিরাপদ আর তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। এছাড়া অন্যায়কারীদের সম্পর্কে আমার সাথে কোন কথা বলবে না, তারা একটি নিমজ্জিত জাতি। তারা তোমাকে একটি তামাশার ক্ষেত্র বানিয়ে রেখেছে আর তারা বলে ইনি কি তিনি যাকে খোদা পাঠিয়েছেন। আর তারা তোমার দিকে তাকায় কিন্তু তুমি তাদের দৃষ্টিগোচর হও না। এবং

স্মরণ কর সে সময়কে যখন এক ব্যক্তি নিছক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তোমার ওপর কুফরী ফতোয়া দিবে। (এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী যাতে একজন দুর্ভাগা মৌলভী সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে, এক সময় আসবে যখন সে মসীহ মাওউদকে কাফের সাব্যস্ত করার নিমিত্তে কাগজ তৈরী করবে।) অতঃপর বলেন, সে নিজের শ্রদ্ধাস্পদ হামানকে বলবে, তুমি এ ফতোয়াবাজীর ভিত রচনা কর; কেননা মানুষের মাঝে তোমার অনেক প্রভাব আছে আর তুমি নিজের ফতোয়া দিয়ে সবাইকে উত্তপ্ত উত্তেজিত করতে পারবে। সুতরাং তুমি সর্বপ্রথম এ কুফরী ফতোয়ার কাগজে মোহর খচিত কর যেন সকল আলেমরা ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে আর তোমার স্বাক্ষর দেখে তারাও স্বাক্ষর করে পরিণামে আমার সামনে প্রকাশ পেয়ে যায় যে, খোদা সেই ব্যক্তির সাথে আছেন কি না; কেননা আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (তখন সে মোহর খচিত করল) আবু লাহাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে আর তার দুই হাত ধ্বংস হয়েছে। *(একটি হাত হচ্ছে সেই হাত যা ফতোয়ার কাগজকে ধরে রেখেছে আর অপরটি সেই হাত যার দ্বারা স্বাক্ষর করেছে বা কুফরীনামা লেখেছে) তার একাজে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে ভয় করা উচিত ছিল। এবং তুমি যে দুঃখ পাবে সেটি তো খোদার পক্ষ থেকে

*** টীকা:** এ ঐশী বাণী থেকে সুস্পষ্ট, কাফের ও মিথ্যাবাদী আখ্যাদাতাদের রাস্তা অবলম্বনকারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। তাই তারা এমন যোগ্যতা রাখে না যে, আমার জামা'তের কোন ব্যক্তি তাদের পিছনে নামায পড়বে। জীবিত কি মৃতের পিছনে নামায পড়তে পারে? সুতরাং স্মরণ রাখবে, যেভাবে খোদা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, কোন কাফের আখ্যাদানকারী, মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী ও সন্দেহপোষণকারীর পিছনে তোমাদের জন্য নামায পড়া নিষিদ্ধ আর নিশ্চিতরূপে নিষিদ্ধ। বরং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হওয়া উচিত। বুখারী শরীফের হাদীসের একাংশে এই দিকে ঈঙ্গিত করা হয়েছে, 'ইমামুকুম মিনকুম' অর্থাৎ, যখন মসীহ অবতীর্ণ হবে তখন অন্য ফিরকার যারা ইসলামের (অনুসারী হওয়ার) দাবি করে তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে ছাড়তে হবে; আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকে হবে। সুতরাং তোমরা এমনই কর, তোমরা কি খোদার দৃষ্টিতে অভিযুক্ত হতে চাও? আর তোমাদের নিজেদের অজান্তে তোমাদের কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাক? যে ব্যক্তি আমাকে মন থেকে গ্রহণ করে সে আন্তরিকভাবে অনুসরণও করে আর সর্বাবস্থায় আমাকে মীমাংসাকারী গণ্য করে আর প্রত্যেক মতবিরোধে আমার নিকট সিদ্ধান্ত চায়। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে না তার মাঝে তোমরা অহমিকা, স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা দেখবে। সুতরাং মনে রাখবে, সে আমার সাথে সম্পৃক্ত নয়। কেননা সে আমার কথাগুলোকে– যা আমি খোদা থেকে পেয়েছি সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না, এ জন্য আকাশে তার কোন সম্মান নেই। -লেখক

হবে, সেই হামান যখন ফতোয়ানামায় স্বাক্ষর করবে তখন ভয়ানক নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিবে। সুতরাং তুমি দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী নবীদের ধৈর্য্যের ন্যায় ধৈর্য্য ধারণ কর [এটি হযরত ঈসা (আ.)]-এর দিকে ইঙ্গিত বহন করে; ইহুদী স্বভাববিশিষ্ট নোংরা মৌলভীরা তার ওপর কুফরী ফতোয়া দিয়েছিল। এ ইলহামে ইঙ্গিত রয়েছে, এই কাফের আখ্যায়িত করার কারণ হলো যেন এ বিষয়েও হযরত ঈসার সঙ্গে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়। আর এ ইলহামে খোদা তা'লা ফতোয়া লেখকের নাম ফেরাউন রেখেছেন আর প্রথম ফতোয়াদানকারীর নাম হামান রেখেছেন। সুতরাং আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, এটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, হামান নিজের অবিশ্বাসে মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু ফেরাউন কোন সময় যখন আল্লাহর পরিকল্পনা হবে বলবে, **"আমানতু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাযী আমানাত বিহি বানু ইসরাঈল"** (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯১; অর্থাৎ, আমি ঈমান আনলাম, সেই সত্তা ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নেই যার প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে।) অতঃপর বলেন, তোমার প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এ হবে পরীক্ষা যেন তিনি তোমাকে অনেক ভালোবাসেন যা কিনা স্থায়ী ভালোবাসা আর তা কখনো কর্তিত হবে না। খোদাতে তোমার প্রতিদান রয়েছে, খোদা তোমার থেকে সন্তুষ্ট হবেন আর তোমার নামকে পূর্ণতা দিবেন। অনেক এমন বিষয় আছে যা তোমরা পছন্দ কর কিন্তু সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর নয়। আর অনেক এমন বিষয় রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর না অথচ সেসব তোমাদের জন্য কল্যাণকর। খোদা জানেন আর তোমরা জান না– এটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত বহন করে, কাফের আখ্যা দেয়া অবধারিত ছিল আর এতে খোদার পক্ষ থেকে প্রজ্ঞা নিহিত। কিন্তু তাদের জন্য পরিতাপ যাদের মাধ্যমে এ ঐশী প্রজ্ঞা ও ঐশী উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে, তারা যদি জন্ম না নিত তাহলেই ভাল হত।

আমরা বারাহীনে আহমদীয়া থেকে উদাহরণস্বরূপ এ কয়টি ইলহাম লিখলাম। বারাহীনে আহমদীয়া থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত ২১ বছর সময়ে আমি ৪০ (চল্লিশ) টি পুস্তক লিখেছি আর নিজের দাবি প্রমাণের সমর্থনে প্রায় ষাট (৬০) হাজার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি আর সেগুলো আমার পক্ষ থেকে ছোট ছোট পুস্তিকার আকারে বিদ্যমান রয়েছে। সেই সবগুলোতে ক্রমাগতভাবে আমার এই রীতি ছিল, নিজের সর্বশেষ ইলহামসমূহ লাভ হওয়ার সাথে সাথে তা প্রকাশ করতে থাকি। এ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক জ্ঞানী ভাবতে পারে, আল্লাহর

পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত দিবারাত্র কেমন ব্যস্ততায় অতিবাহিত হয়েছে! খোদা এ সময় পর্যন্ত না কেবল আমাকে জীবিত রেখেছেন বরং এ সকল প্রকাশনার জন্য স্বাস্থ্য দিয়েছেন, সম্পদ দান করেছেন, সময় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ইলহামের ক্ষেত্রে আমার সাথে খোদার রীতি এটি নয় যে, কেবল সাধারণ ঐশী বাক্যালাপ হবে বরং আমার অধিকাংশ ইলহামসমূহ ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ আর শত্রুদের দূরভিসন্ধির এতে উত্তর রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ খোদা তা'লা যেহেতু জানতেন যে, শত্রু আমার মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে যেন এ ধারণা দিতে পারে, মিথ্যাবাদী ছিল তাই স্বল্প সময়ের ভেতর মারা গিয়েছে! আর এজন্য পূর্বাহ্নেই তিনি আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'সামানীনা হাওলান আও ক্বারিবাম মিন যালিকা আও তাযীদু আ'লাইহি সিনীনা ওয়া তারা নাসলান বা'ঈদা'– অর্থাৎ, তোমার বয়স আশি বছর বা দুই চার বছর কম বা বেশি হতে পারে এবং তুমি এত আয়ু পাবে যে দূরবর্তীর একটি প্রজন্মকেও দেখতে পাবে। এ ইলহামের প্রায় ৩৫ বছর কেটে গেছে আর লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে প্রকাশ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে খোদা তা'লা যেহেতু জানতেন, শত্রু এটিও আকাঙ্ক্ষা করবে যেন এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদীর ন্যায় পরিত্যক্ত ও লাঞ্ছিত হয় এবং পৃথিবীতে তার গ্রহণীয়তা সৃষ্টি না হয় এর উদ্দেশ্য হলো এ ফলাফল বের করা যে সেই গ্রহণীয়তা যা সত্যবাদীদের লক্ষণ আর যা তাদের জন্য আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে তা এ ব্যক্তিকে দেয়া হয়নি। সুতরাং তিনি বারাহীনে আহমদীয়াতে পূর্বেই বলে দিয়েছেন, 'ইয়ানসুরুকা রিজালুন নুওহী ইলাইহিম মিনাস সামায়ে ইয়া তুনা মিন কুল্লি ফাজজিন আমিক ওয়াল মালূকু ইয়াতাবাররাকুনা বিসিয়াবিকা ইযা জাআ নাসরুল্লাহে ওয়াল ফাতহু ওয়ানতাহা যামানে ইলাইনা আলাইছা হাযা বিল হক্ক'– অর্থাৎ, সে সকল মানুষ তোমার সাহায্য করবে যাদের হৃদয়ে আমি আকাশ থেকে ওহী অবতীর্ণ করব তারা দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করে তোমার নিকট আসবে। এবং বাদশাহ্ তোমার কাপড় থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে। যখন আমাদের সাহায্য ও বিজয় আসবে তখন বিরোধীদের বলা হবে। এটি কি মানুষের রটনা ছিল, না খোদার কাজ।* অনুরূপ খোদা তা'লা

---

* **টীকা:** অনুরূপভাবে খোদা তা'লা এটিও জানতেন, যদি কোন মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যেমন কুষ্ঠ, উম্মাদনা, মৃগী ও অন্ধত্বের শিকার হয় তাহলে এ থেকে এ

এটিও জানতেন শত্রু আকাঙ্ক্ষা করবে, এই ব্যক্তি যেন নির্বংশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যেন নির্বোধদের দৃষ্টিতে এটিও একটি নির্দশন হয়। তাই তিনি পূর্ব থেকে বারাহীনে আহমদীয়াতে সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন, 'ইয়ান কাতে'উ আবাউকা ওয়া ইয়ুবদাউ মিনকা'– অর্থাৎ, তোমার পূর্ব পুরুষের বংশ কর্তিত হবে, তাদের নাম নেয়ার কেউ থাকবে না আর খোদা তোমার থেকে একটি নতুন ভিত রচনা করবেন। সেই ভিতের ন্যায় যা ইবরাহীমের মাধ্যমে রাখা হয়েছিল। এই সামঞ্জস্যের কারণে খোদা বারাহীনে আহমদীয়াতে আমার নাম ইবরাহীম রেখেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'সালামুন আলা ইবরাহীমা সাফাইনাহু ও নাজ্জাইনাহু মিনাল গাম্মে ওয়াত্তাখাযূ মিম্ মাক্বামে ইবরাহীমা মুসাল্লা কুল রাব্বি লা তাযারনী ফারদান ওয়া আনতা খাইরুল ওয়ারেসীন'– অর্থাৎ, ইবরাহীমের ওপর শান্তি (এ অধমের ওপর) আমরা তার সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়েছি আর প্রত্যেক দুঃখ থেকে তাকে পরিত্রাণ দিয়েছি। আর তোমরা যারা অনুবর্তিতা কর, তোমরা ইবরাহীমের পদচিহ্নকে নামাযের স্থানরূপে অবলম্বন কর; অর্থাৎ, পরিপূর্ণ অনুসরণ কর যেন মুক্তি পাও। অতঃপর বলেন, বল হে আমার খোদা! আমাকে একা ছেড়ে দিও না আর তুমি সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। এই ইলহামে এই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, খোদা নিঃসঙ্গ রাখবেন না আর ইবরাহীমের ন্যায় বংশধরের আধিক্য দান করবেন। আর অনেকেই এ

*** চলমান টীকা:** লোকেরা ধারণা দিবে যে তার ওপর ঐশী ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে। এ কারণে তিনি আমাকে বারাহীনে আহমদীয়াতে পূর্ব থেকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, প্রত্যেক নোংরা ব্যাধি থেকে তোমাকে রক্ষা করব এবং তোমার প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করব। এরপর বিশেষভাবে চোখ সম্পর্কে এ ইলহামও হয়েছে 'তানায্যালু রাহমাতু আ'লা ছালাছিন আল আ'ইনু ওয়া আ'লাল উখরাইন'– অর্থাৎ, তিনটি অঙ্গের ওপর রহমত অবতীর্ণ হবে, প্রধানত দু'চোখ– অর্থাৎ, বার্ধক্য এর ক্ষতি করবে না। আর 'নুযুলুল্ মাআ' (পানি ঝরা) ইত্যাদি থেকে নিরাপদ থাকবে যার ফলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। এ ছাড়া অন্য দুটি অঙ্গকে, যার ব্যাখ্যা খোদা তা'লা দেননি সেগুলোর ওপরও রহমত অবতীর্ণ হবে। সেগুলোর ক্ষমতা ও শক্তিতে ঘাটতি আসবে না। এখন বল, তোমরা পৃথিবীতে কোন মিথ্যাবাদীকে দেখেছ, যে নিজের আয়ু (কত হবে) বলে দেয়। শেষ দিন পর্যন্ত নিজের দৃষ্টি শক্তি ও অন্য দুটি অঙ্গের সক্ষমতার দাবি করে। একইভাবে যেহেতু খোদা তা'লা জানতেন, মানুষ হত্যার পরিকল্পনা করবে তাই তিনি 'বারাহীনে' পূর্ব থেকে সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন 'ইয়া'সেমুকাল্লাহু ওয়া লাও লাম ইয়া'সেমুকান্নাস' (এবং মানুষ যদি তোমার হেফাযত নাও করে আল্লাহ তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন) -লেখক

বংশধর থেকে কল্যাণ লাভ করবে আর এই যে বলেছেন, "ওয়াত্তাখাযূ মিম্ মাক্বামে ইবরাহীমা মুসাল্লা" এটি কুরআন শরীফের আয়াত এবং এ স্থলে এর অর্থ হচ্ছে, এই ইবরাহীম যাকে পাঠানো হয়েছে তোমরা নিজের ইবাদত ও বিশ্বাসসমূহকে তাঁর রীতি-নীতির অধিনস্ত কর আর প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর আদর্শে নিজেদের গড়। আর যেমন আয়াত **"ওয়া মুবাশ্বেরাম বিরাসূলি ইয়াতি মিম বা'দী ইসমুহু আহমদ"** (সূরা সাফ, আয়াত: ৭; অর্থাৎ, এবং এমন এক রাসূলের সুসংবাদদাতা যার নাম হবে আহমদ)-এ যেভাবে ইঙ্গিত রয়েছে শেষ যুগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের একজন প্রতিচ্ছবি আবির্ভূত হবেন, যেন তিনি তার একটি বাহু হন* আকাশে যার নাম হবে আহমদ। তিনি হযরত মসীহর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নমনীয়তা ও সহনশীলতার মাধ্যমে ধর্মকে বিস্তৃতি দান করবেন। এমনই এ আয়াত **"ওয়াত্তাখাযূ মিম্ মাক্বামে ইবরাহীমা মুসাল্লা"**। [সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৬; অর্থাৎ, এবং তোমরা মকামে ইবরাহীমকে (ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে) নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ কর] এদিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে দলাদলি যখন অনেক বেড়ে যাবে তখন শেষ যুগে এক ইবরাহীম জন্ম নিবে আর ঐ সকল

*** টীকা:** স্মরণ রাখা উচিত, যেভাবে খোদা তা'লার প্রতাপ ও কোমলতার দুটি বাহু রয়েছে সেই আদলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু আল্লাহজাল্লা শানুহুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশস্থল, তাই খোদা তা'লা তাঁকেও রহমত ও প্রতাপের সেই দুটি বাহু দান করেছিলেন। 'জামালি' হাত– অর্থাৎ, কোমলতার বাহুর দিকে কুরআন শরীফের এ আয়াত **"ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্লিল আ'লামীন"**-এ ইঙ্গিত করা হয়েছে (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৮; অর্থাৎ, আমরা তোমাকে সমস্ত পৃথিবীর জন্য রহমত করে পাঠিয়েছি)। আর প্রতাপের বাহুর দিকে এ আয়াত **"ওয়ামা রামাইতা ইয রামাইতা ওয়া লাকিন্নাল্লাহা রামা"**-তে ইঙ্গিত করা হয়েছে (সূরা আনফাল, আয়াত: ১৮; অর্থাৎ, এবং যখন তুমি এক মুষ্টি কংকর নিক্ষেপ করেছিলে তুমি নিক্ষেপ কর নি বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন)। খোদা তা'লার যেহেতু অভিপ্রায় ছিল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ দু'টি বৈশিষ্ট্য নিজ নিজ সময়ে প্রকাশিত হোক এ কারণে খোদা তা'লা প্রতাপের বৈশিষ্ট্যকে সাহাবা রাযিয়াল্লাহু তা'লা আ'নহুমের মাধ্যমে বিকাশ ঘটিয়েছিলেন আর কোমলতার বৈশিষ্ট্যকে মসীহ মাওউদ ও তার জামা'তের মাধ্যমে পরম মার্গে পৌঁছিয়ে ছিলেন। সেই দিকে এ আয়াত, "ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকুবিহিম"-এ ইঙ্গিত করা হয়েছে (সূরা জুমু'আ, আয়াত: ৪; অর্থাৎ, এবং পরবর্তীদের মাঝে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি)। -লেখক

ফিরকাসমূহের মাঝে কেবল সেই ফিরকা নাজাত পাবে যারা সেই ইবরাহীমের অনুসারী হবে।

এখন আমরা উদাহরণস্বরূপ কতক ইলহাম অন্য পুস্তকসমূহ থেকে লিপিবদ্ধ করছি। যেমন, এযালায়ে আওহাম, পৃষ্ঠা ৬৩৪ থেকে শেষ পর্যন্ত, এছাড়া অন্যান্য কিতাবেও এ ইলহাম রয়েছে : 'জাআ'লনাকাল মসীহ ইবনে মরিয়ম' আমরা তোমাকে মসীহ ইবনে মরিয়ম নিযুক্ত করেছি। এরা বলবে আমরা পূর্ববর্তীদের কাছে এমনটি শুনিনি। সুতরাং তুমি তাদেরকে উত্তর দাও, তোমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ নয়। তোমরা বাহ্যিক শব্দ ও অস্পষ্ট বিষয়াদি নিয়ে সন্তুষ্ট। অতঃপর আরও একটি ইলহাম রয়েছে আর সেটি হলো 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী জা'আলাকাল মসীহ ইবনু মরিয়মা আনতা শাইখুল মসীহ লা ইউযাউ' ওয়াকতাহু কা মিছলিকা দুররুন লা ইউযাউ'– অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা খোদার যিনি তোমাকে মসীহ ইবনে মরিয়ম বানিয়েছেন, তুমি সেই সম্মানিত মসীহ যার সময় নষ্ট করা হবে না। তোমার মত মূল্যবান মণিমুক্তা বিনষ্ট করা হয় না। অতঃপর বলেন, 'লে নুহইয়ান্নাকা হায়াতুন তাইয়্যেবাতুন ছামানীনা হাওলান আও ক্বারিবাম্ মিন যালিকা ওয়া তারা নাছলান বা'ঈদান মাযহারুল হাক্কে ওয়াল উ'লা কাআন্নাল্লাহু নাযালাম্ মিনাস সামায়ে'– অর্থাৎ, আমরা তোমাকে পবিত্র ও আরামদায়ক জীবন দান করেছি। আশি বছর বা এর কাছাকাছি– অর্থাৎ, দুই চার বছর কম বা বেশি আর তুমি একটি দূরবর্তী প্রজন্মকে দেখবে। মাহাত্ম্য ও বিজয়ের প্রতীক যেন খোদা স্বয়ং আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন।

এরপর বলেছেন, 'ইয়াতি ক্বামরুল আম্বিয়ায়ে ওয়া আমরুকা ইয়াতাআত্ত্বা মা আনতা আন তাতরুকুশ্ শাইতানা কাবলা আনতাগলেবুহু আল ফাওক্কু মাআ'কা ওয়াত তাহতু মা'আ আদায়েকা'– অর্থাৎ, নবীদের চাঁদ উদিত হবে আর তুমি সফলতা লাভ করবে। তুমি এমন নও যে শয়তানের ওপর বিজয়ের পূর্বে তাকে ছেড়ে দিবে। উত্থান তোমার জন্য নির্ধারিত আর পতন তোমার শত্রুদের জন্য নির্ধারিত। এরপর বলেন, 'ইন্নী মুহীনুন মান আরাদা ইহানাতাকা ওয়ামা কানাল্লাহু লে ইয়াতরুকুকা হাত্তা ইয়ামিযুল্ খাবীসা মিনাত তাইয়্যেবে সুবহানাল্লাহ আনতা ওয়াকারুহু ফাকাইফা ইয়াতরুকুকা ইন্নী আনাল্লাহু ফাখতারনী কুল রাব্বী আখতারতুকা আলা কুল্লি শাইয়িন।' অনুবাদঃ যে তোমার লাঞ্ছনা চায় আমি তাকে লাঞ্ছিত করব আর যে তোমার সাহায্য

করে আমিও তাকে সাহায্য করব। এবং খোদা এমন নন যে পাক পবিত্রের মাঝে পার্থক্য না করে তোমাকে পরিত্যাগ করবেন। খোদা সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র। আর তুমি তাঁর সম্মান।

সুতরাং তিনি তোমাকে কীভাবে পরিত্যাগ করবেন? আমিই খোদা, তুমি পরিপূর্ণভাবে আমার হয়ে যাও। তুমি বল, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি তোমাকে প্রত্যেক বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিয়েছি, অতঃপর আরও বলেন, 'সাইয়াক্কুলু আ'দুউউ লাছতা মুরছেলান সানা খুযূহু মিন মারিন আউ খুরতুমিন ওয়া আনা মিনায্ যালেমীনা মুনতাকিমুন ইন্নী মা'আল আফওয়াজে আতিকা বাগতাতান ইয়াওমা ইয়ায়েযূয্ যালেমু আ'লা ইয়াদাইহে ইয়া লাইতানি ইততাখাযতু মা'আর রাসূলে ছাবীলা ওয়া ক্বালু ছাইউক্বাল্লাবুল আমরু ওয়া মা কানূ আ'লাল গাইবে মুক্বালেঈন। ইন্না আন্যালনাকা ওয়া কানাল্লাহু ক্বাদীরা'– অর্থাৎ, শত্রু বলবে যে, তুমি খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত নও। আমরা তার নাক ধরে টানব– অর্থাৎ, অকাট্য দলিলবলে তার শ্বাস রুদ্ধ করে দিব এবং প্রতিদানের দিন আমরা অন্যায়কারী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আমি নিজের সৈন্যদল সহ তোমার নিকট আকস্মিকভাবে আসব– অর্থাৎ, যে সময় তোমাকে সাহায্য করা হবে সে সময় সম্পর্কে তুমি অনবহিত। সেই দিন যালেম এই বলে নিজের হাতে কামড় দিবে যে হায়! আমি যদি খোদার এ প্রেরিতের বিরোধিতা না করতাম আর তার সাথে থাকতাম। এবং তারা বলে অচিরেই এ জামা'ত বিভক্ত হয়ে যাবে আর পরিস্থিতি পাল্টে যাবে অথচ তাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দেয়া হয় নি। তুমি আমাদের পক্ষ থেকে অকাট্য একটি প্রমাণ আর খোদা প্রয়োজনের সময় প্রমাণ প্রকাশ করতে ক্ষমতাবান ছিলেন। অতঃপর আরো বলেন–

انا ارسلنا احمد الٰی قومه فاعرضوا وقالوا کذّاب اشر. وجعلوا یشهدون علیه ویسیلون کماء منهمر. ان حِبّی قریب مستتر. یأتیک نصرتی انی انا الرحمٰن. انت قابل یاتیک وابل. انی حاشر کل قوم یاتونک جنبا۔ وانی انرت مکانک. تنزیل من اللّٰه العزیز الرحیم. بلجت آیاتی. ولن یجعل اللّٰه للکافرین علی المومنین سبیلا. انت مدینة العلم .طیّب مقبول الرحمٰن.

وانت اسمی الاعلٰی. بشریٰ لک فی ھٰذہ الایام. انت منّی یاابراھیم. انت القائم علی نفسہ مظھر الحیّ وانت منّی مبدء الامر. انت من مائنا وھم من فشل، ام یقولون نحن جمیع منتصر. سیھزم الجمع ویولون الدبر. الحمد للّٰہ الذی جعل لکم الصھر والنسب. انذر قومک وقل انی نذیر مبین. انا اخرجنا لک زروعا یا ابراھیم. قالوا لنھلکنّک قال لا خوف علیکم لاغلبن انا و رسلی. وانی مع الافواج اٰتیک بغتۃ. وانی اموج موج البحر. ان فضل اللّٰہ لاٰت. ولیس لاحد ان یرد ما اتی. قل ای وربی انہ لحق لا یَتَبَدّلُ ولا یخفی. وینزل ما تعجب منہ وحی من ربّ السّمٰوات العلٰی. لا الٰہ الّا ھو یعلم کل شئ و یریٰ. ان اللّٰہ مع الذین اتقوا والذین ھم یحسنون الحُسْنٰی. تُفَتّحُ لھم ابواب السماء ولھم بشریٰ فی الحیٰوۃ الدنیا. انت تربی فی حجر النبی ☆ وانت تسکن قنن الجبال. وانی معک فی کل حال ۔

অনুবাদ: আমরা আহমদকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছি। তখন লোকেরা বলল, এ মিথ্যাবাদী এবং তারা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় আর বন্যার ন্যায় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি বলেন আমার বন্ধু নিকটেই আছেন তবে প্রচ্ছন্ন, তুমি আমার সাহায্য পাবে, আমি অযাচিত অসীম দাতা। তুমি যোগ্যতা রাখ

☆ **টীকা:** কতক নির্বোধ বলে আরবীতে কেন ইলহাম হয়? এর উত্তর হচ্ছে, শাখা নিজের মূল থেকে পৃথক হতে পারে না। যে অবস্থায় এ অধম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্নেহের পরশে প্রতিপালিত হয় যেমন বারাহীনে আহমদীয়ায় এ ইলহামও একথার সাক্ষী, 'তাবারাকাল্লাযী মান আ'ল্লামা ও তাআ'ল্লামা'– অর্থাৎ, অত্যন্ত কল্যাণময় সে ব্যক্তি যিনি তাকে আধ্যাত্মিক কল্যাণে সমৃদ্ধ করেছেন; অর্থাৎ, সৈয়্যেদেনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর দ্বিতীয় কল্যাণময় এই ব্যক্তি যে তার নিকট থেকে শিক্ষা পেয়েছে। অতএব শিক্ষকের ভাষা যেহেতু আরবী অনুরূপভাবে শিক্ষার্থীর ইলহামও আরবীতে হওয়া উচিত যেন সামঞ্জস্য বিনষ্ট না হয়। -লেখক

এজন্য তুমি একটি মহান বারিধারায় সিক্ত হবে। আমি প্রত্যেক জাতি থেকে তোমার নিকট দলে দলে লোক পাঠাব। আমি তোমার ঘরকে আলোকিত করেছি। এটি সেই খোদার বাণী যিনি বিজয়ী ও বারবার দয়াকারী। আর কেউ যদি বলে আমরা কীভাবে জানব যে, এটি খোদার বাণী? তাহলে তাদের জন্য চিহ্ন হচ্ছে, এ বাণী নির্দশনসহ অবতীর্ণ হয়েছে। এবং খোদা কখনও মু'মিনদের ওপর কাফেরদেরকে কোন যথার্থ আপত্তি করার সুযোগ দিবেন না। তুমি জ্ঞানের এক নগরী, পবিত্র ও খোদার নিকট গ্রহণীয়। আর তুমি আমার সর্ববৃহৎ নাম। এ দিনগুলোতে তোমার জন্য সুসংবাদ। হে ইবরাহীম! তুমি আমা হতে। তুমি একান্ত খোদার রঙ্গে রঙ্গীন। চিরঞ্জীব খোদার প্রতিচ্ছায়া এবং তুমি আমার দৃষ্টিতে প্রত্যাশিত বিষয়ের উৎস। তুমি আমাদের পানি হতে আর অন্যান্য লোকেরা ব্যর্থতা থেকে। তারা কি বলে আমরা প্রতিশোধ গ্রহণকারী বড় একটি দল? এরা সকলে পলায়ন করবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। সেই খোদা প্রশংসার যোগ্য যিনি তোমাকে জামাতা হিসেবে (শ্বশুর পক্ষ) ও পৈত্রিক দিক থেকে সম্মানে ভূষিত করেছেন। নিজের স্বজাতিকে সতর্ক কর এবং বল আমি খোদার পক্ষ থেকে সতর্ককারী।

হে ইবরাহীম! আমরা তোমার জন্য শস্যক্ষেত্রসমূহ তৈরী করে রেখেছি। লোকেরা বলল আমরা তোমাকে ধ্বংস করব, কিন্তু খোদা তার বান্দাকে বলেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি এবং আমার রাসূল বিজয়ী হব। আমি আমার সৈন্যবাহিনীসহ অচিরেই আসব। আমি সমুদ্রের ন্যায় তরঙ্গ সৃষ্টি করব। খোদার কৃপাবারি সমাগত আর কেউ নেই যে এটিকে প্রতিহত করতে পারে। এবং বল, খোদার কসম এটি সত্য কথা, এতে পরিবর্তন হবে না আর না সেটি গোপন থাকবে। এবং সেই বিষয় অবতীর্ণ হবে যাতে তুমি আশ্চর্যান্বিত হবে। এটি সুউচ্চ আকাশ সৃষ্টিকারী খোদার ওহী। তিনি ব্যতীত কোন খোদা নেই। তিনি প্রত্যেক বিষয়কে জানেন ও দেখেন আর সে খোদা তাদের সাথে আছেন যারা তাকে ভয় করে, পুণ্য কাজকে পুণ্য হিসেবে করে আর নিজেদের পুণ্য কর্মসমূহকে সুন্দরভাবে সম্পাদন করে। তারাই (এমন মানুষ) যাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবে আর তাদের জন্য পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ। তুমি নবীর স্নেহের ছায়ায় প্রতিপালিত হচ্ছ আর প্রত্যেক অবস্থায় আমি তোমার সাথে আছি। অতঃপর বলেন–

وقالوا ان هذا الّا اختلاق. ان هٰذا الرجل يجوح الدين. قل جاء الحق وزهق الباطل. قل لو كان الامر من عند غير اللّٰه لوجدتم فيه اختلافا كثيرا. هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وتهذيب الاخلاق. قل ان افتريته فعلىّ اجرامى. ومن اظلم ممن افترىٰ على اللّٰه كذبا. تنزيل من اللّٰه العزيز الرحيم. لتنذر قومًا ما انذر آباء هم ولتدعو قومًا آخرين. عسى اللّٰه ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودةً. يخرّون على الاذقان سجدا ربنا اغفرلنا انا كنّا خاطئين. لا تثريب عليكم اليوم يغفر اللّٰه لكم و هو ارحم الراحمين. انى انا اللّٰه فاعبدنى ولا تنسانى واجتهد ان تصلنى واسئل ربک وكن سئولا. اللّٰه ولىّ حَنّان. علّم القراٰن. فبايّ حديث بعده تحكمون. نزّلنا علىٰ هٰذا العبد رحمة. وما ينطق عن الهوى. ان هو الاوحى يوحٰى. دنٰى فتدلّٰى فكان قاب قوسين او ادنٰى. ذرنى والمكذبين. انّى مع الرسول اقوم. انّ يومى لفصل عظيم. وانک على صراط مستقيم. وانا نرينک بعض الذى نعد هم اونتوفينک. وانى رافعک الىّ. و ياتيک نصرتى. انى انا اللّٰه ذوالسلطان.

অনুবাদ: এবং তারা বলে এটি সাজানো বিষয় আর এ ব্যক্তি ধর্মকে নির্মূল করছে। (তুমি) বল, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা পলায়ন করেছে। বল, যদি এ বিষয় খোদার পক্ষ থেকে না হত তাহলে তোমরা এতে অনেক মতবিরোধ দেখতে; অর্থাৎ, খোদা তা'লার বাণীতে এর জন্য কোন সমর্থন পাওয়া যেত না। আর কুরআন যে পথের দিশা দেয় এই রাস্তা সেটির বিরোধী হত আর কুরআন থেকে এর সত্যায়ন পাওয়া যেত না আর সত্য প্রমাণাদি থেকে কোন প্রমাণ এতে প্রযোজ্য হত না। এতে যে সুশৃংখলতা, বিন্যাস, জ্ঞানসমৃদ্ধ বিষয়াদির ক্রমধারা ও প্রমাণাদির ভাণ্ডার বিদ্যমান তা কখনও পাওয়া যেতনা আকাশ ও পৃথিবীতে যে নির্দশন এর সঙ্গে একত্রিত হচ্ছে সেগুলোর মধ্য থেকে

কিছুই পাওয়া যেত না। এরপর বলেন, খোদা হচ্ছেন সেই খোদা যিনি নিজের রাসূলকে; অর্থাৎ, এ অধমকে হেদায়াত, সত্যধর্ম ...আর উত্তম চরিত্রসহ পাঠিয়েছেন। তাদেরকে বলে দাও, আমি যদি প্রতারণা করে থাকি তাহলে সেটির দোষ আমার ওপর বর্তাবে; অর্থাৎ, আমি ধ্বংস হয়ে যাব। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে যে খোদার প্রতি মিথ্যারোপ করে। এ বাণী খোদার পক্ষ থেকে যিনি বিজয়ী এবং বারবার দয়াকারী, যেন তুমি তাদের সতর্ক করতে পার যাদের পিতৃপুরুষকে সতর্ক করা হয়নি আর যেন অন্য জাতিসমূহকে ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাতে পার। অচিরেই খোদা তোমার ও তোমার শত্রুদের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন।*

আর তোমার খোদা সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। সেই দিন ঐ লোকেরা এটি বলে সেজদাবনত হবে, হে আমাদের খোদা! আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমরা ভ্রান্তিতে ছিলাম। আজ তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। খোদা ক্ষমা করবেন, কেননা তিনি সকল দয়াকারীর মাঝে সবচেয়ে বড় দয়াকারী। আমি খোদা; আমার ইবাদত কর আর আমার কাছে পৌঁছার চেষ্টা করতে থাক। নিজের খোদার কাছে যাচনা করতে থাক আর অনেক বেশি যচনাকারী হও। খোদা বন্ধু ও অনুগ্রহকারী। তিনি কুরআন শিখিয়েছেন। সুতরাং তোমরা কুরআনকে ছেড়ে কোন হাদীসকে অনুসরণ করবে? আমরা এই বান্দার প্রতি রহমত অবতীর্ণ করেছি আর সে নিজের পক্ষ থেকে বলে না বরং যা কিছু তোমরা শুন সেটি খোদার ওহী। সে খোদার নিকটবর্তী হল– অর্থাৎ, উপরের দিকে গেল অতঃপর সত্য প্রচারের জন্য নীচের দিকে আসল। এজন্য সে দুই ধনুকের মধ্যে এসে গেল। উপরে খোদা আর নীচে সৃষ্টি। মিথ্যাবাদীদের জন্য আমাকে ছেড়ে দাও, আমি নিজের রাসূলের সাথে দাঁড়াব। আমার দিবস মহা সিদ্ধান্তের দিবস আর তুমি সঠিক পথে আছ এবং যা কিছু আমরা তাদের সাথে

---

* **টীকা:** সব মানুষ মেনে নিবে এটিতো অসম্ভব কেননা আয়াত **"ওয়া লেযালিকা খালাকাহুম"** (সূরা হুদ,আয়াত: ১২০; অর্থাৎ, আর এ কারণেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।) এবং আয়াত **"ওয়া যায়ে'লুল্লাযীনাত্ত্বাবাউকা ফাওক্বাল্লাযীনা কাফারু ইলা ইয়াউমিল ক্বিয়ামাহ"** (আল ইমরান, আয়াত: ৫৬; অর্থাৎ, এবং যারা অস্বীকার করে তাদের ওপর তোমার মান্যকারীদের কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দিব।) অনুযায়ী সবার ঈমান আনা কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থি। তাই এখানে পুণ্যবান লোক বুঝানো হয়েছে। -লেখক

ওয়াদা করি হতে পারে সেগুলোর মধ্য থেকে কতক তোমার জীবদ্দশায় তোমাকে দেখিয়ে দিব অথবা তোমাকে মৃত্যু দিব আর পরবর্তীতে সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করব। আমি তোমাকে আমার দিকে উঠাব– অর্থাৎ, তুমি যে খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত তা পৃথিবীর মানুষের সামনে প্রতিষ্ঠিত করে দিব। আর তুমি আমার সাহায্য লাভ করবে। আমি সেই খোদা যার নির্দশন হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে আর সেগুলোকে আয়ত্তে নিয়ে আসে।

এই ইলহামসমূহের ধারাবাহিকতায় কিছু উর্দু ইলহামও রয়েছে যার মধ্য থেকে কতক নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে আর সেগুলো হল:

একটি সম্মানজনক উপাধি, একটি সম্মানজনক উপাধি, 'লাকা খিতাবুল ইযযাতে'– অর্থাৎ, 'তোমার জন্য সম্মানজনক উপাধি'। তার সাথে বড় একটি নিদর্শন থাকবে [সম্মানজনক উপাধির অর্থ এটি মনে হচ্ছে, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যে, অধিকাংশ মানুষ (আমাকে) চিনতে পারবে আর সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করবে, একটি নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর এটি হবে।] অতঃপর আরো বলেন, খোদা তোমাকে খ্যাতি দান করার এবং দিগন্ত জুড়ে তোমার নামের অনেক ঔজ্জ্বল্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমি নিজের চমক প্রদর্শন করব আর শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তোমাকে উত্থিত করব। আকাশ থেকে কয়েকটি সিংহাসন নাযিল হয়েছে কিন্তু সবার উপরে তোমার সিংহাসন পাতা হয়েছে। শত্রুদের সাথে সাক্ষাতের সময় ফিরিশতা তোমার সাহায্য করেছে, তোমার সাথে ইংরেজদের ভদ্রতাপূর্ণ ব্যবহার ছিল। তুমি যেদিকে ছিলে খোদা তা'লা সেদিকে ছিলেন। আকাশ পাণে অবলোকনকারীদের এক সরিষার দানা পরিমাণ দুঃখও হয় না। এ পদ্ধতি সঠিক নয় মুসলমানদের নেতা আব্দুল করিমকে এ থেকে বিরত রাখা হউক*

---

* **টীকা:** এ ইলহামে পুরো জামা'তের জন্য শিক্ষা রয়েছে। নিজের স্ত্রীদের সাথে কোমলতা ও নম্রতাপূর্ণ আচরণ করা উচিত। তারা তাদের দাসী নয়। নিকাহ্ বস্তুত পুরুষ ও মহিলার পারস্পরিক একটি চুক্তি বৈকি। সুতরাং চেষ্টা কর যেন নিজের চুক্তি লঙ্ঘনকারী না হও। আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন, **"ওয়া আশেরুহুন্নাবিল মা'রুফ"** (সূরা নিসা, আয়াত: ২০; অর্থাৎ, নিজেদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচার-আচরণের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত কর)। হাদীসে এসেছে, 'খায়রুকুম খায়রুকুম বেআহলিহি'– অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে উত্তম সে-ই যে, নিজের স্ত্রীর নিকট উত্তম। সুতরাং জাগতিক ও অধ্যাত্মিকভাবে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে পুণ্য আচরণ কর। তাদের

'খুযূর রিফক্বা আর রিফক্বা ফা ইন্নার রিফ্ক্বা রা'সুল খাইরাত।' কোমলতা প্রদর্শন করো, কোমলতা প্রদর্শন করো কেননা সমস্ত পুণ্যের মূল হচ্ছে নম্রতা। (শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব নিজের স্ত্রীর সাথে কথাবার্তায় কিছুটা কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলেন। একারণে নির্দেশ আসল এমন কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়। মু'মিনের প্রথম কর্তব্য যতটুকু সম্ভব প্রত্যেকের সাথে কোমল ও ভাল আচরণ করা। তবে কতক সময় তিক্ত ঔষধ প্রয়োগের ন্যায় তিক্ত শব্দ ব্যবহার বৈধ যা পরিবেশের দাবি ও প্রয়োজন অনুপাতে হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন কঠোর বাক্য ব্যবহার সুস্থ স্বভাবের ওপর বিজয়ী না হয়ে যায়।) খোদা তোমার সব কাজ সঠিক খাতে পরিচালিত করবেন এবং তোমার সব অভিষ্ট তোমায় দান করবেন। সৈন্যবাহিনী সমূহের প্রভু-প্রতিপালক তার দিকে সদয় দৃষ্টিপাত করবেন। মসীহ নাসেরীর দিকে যদি দৃষ্টি দেয়া হয় তাহলে বুঝা যাবে এ জায়গায় কল্যাণ তার চেয়ে কম নাই। আর আমাকে আগুনের ভয় দেখিও না কেননা আগুন আমাদের দাস বরং দাসানুদাসদের সেবক। (এ বাক্য খোদা তা'লা ঘটনারূপে আমার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন।) তারপর বলেন, মানুষ আসল আর দাবি করে বসল; খোদার সিংহ তাদেরকে ধৃত করল। খোদার সিংহ বিজয়ী হল। অতঃপর বলেন, **'বা খুরাম কেহ্ ওয়াক্ত তো নযদীক রাসীদ ও পায়ে মুহাম্মাদিয়া বার মিনার বুলন্দতর মোহকাম উফতাদ'** (তরঙ্গের ন্যায় অগ্রসর হও। কেননা তোমার সময় সন্নিকটে আর মুহাম্মদীদের পা একটি সু-উচ্চ ও মজবুত মিনারে অধিষ্ঠিত।)*

পুত-পবিত্র মুহাম্মদ মুস্তফা নবীদের সর্দার। 'ওয়া রাওশনশুদ নিশানহায়ে মান'

---

* **চলমান টীকা:** জন্য দোয়া করতে থাক আর তালাককে এড়িয়ে চল। কেননা খোদার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি অত্যন্ত মন্দ, যে তালাক দেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে। যে সম্পর্ক বন্ধন খোদা গড়েছেন সেটিকে একটি নোংরা পাত্রের ন্যায় তড়িঘড়ি করে ভেঙ্গে ফেলো না। -লেখক

---

* **টীকা:** এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, সুউচ্চ মিনারে মুহাম্মদীদের পা পড়েছে, শেষ যুগের মসীহ মাওউদ সম্পর্কে সমস্ত নবীদের যে ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ ছিল, যার সম্পর্কে ইহুদীরা ধারণা করত, তিনি তাদের মাঝে জন্ম নিবেন খ্রিষ্টানদের ধারণা ছিল, তাদের মাঝে জন্ম নিবেন কিন্তু তিনি মুসলমানদের মাঝ থেকে আবির্ভূত হলেন; এ কারণে সু-উচ্চ মিনারের সম্মান মুহাম্মদীদের ভাগে এলো। এ জায়গায় মুহাম্মদী বলা এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত

(অর্থাৎ, আমার নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট হলো)। সেটি অত্যন্ত কল্যাণ মন্ডিত দিন হবে। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি তবে খোদা তাকে গ্রহণ করবেন আর শক্তিশালী আক্রমণসমূহের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করবেন, আমীন।

---

* **চলমান টীকা:** বহন করে যে, এখন পর্যন্ত যারা ইসলামের বাহ্যিক মাহত্ম্য ও শক্তি প্রত্যক্ষ করছিল সেটি ছিল মুহাম্মদ নামের বিকাশস্থল এখন সেই ব্যক্তিরা অধিক হারে ঐশী নির্দশন দেখবে, যা অনিবার্যভাবে 'ইসমে আহমদ' (আহমদ নাম)-এর বিকাশস্থলের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য। কেননা আহমদ নাম বিনয় ও বিনম্রতা এবং পূর্ণাঙ্গীন বিলীনতাকে চায় যা বাস্তবিক পক্ষে আহমদীয়াত, হামেদিয়াত (গুণকীর্তন) আশেকিয়াত (প্রেম) ও মুহেব্বিয়াতের (ভালোবাসার) সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আর উল্লেখিত আয়াতের সমর্থনসূচক নিদর্শনাবলী হচ্ছে, হামেদিয়াত ও আশেকিয়াত (গুনকীর্তন ও প্রেম)-এর অবধারিত অংশ। -লেখক

আরবা'ঈনঃ ক্রমিক নং-৪

আরবা'ঈনের ৩য় সংখ্যায় আমরা সুস্পষ্ট প্রমাণাদির ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করেছি যে, যদিও আদি থেকে আল্লাহর এটিই রীতি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'লার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তথাপি পুনরায় আমরা বিবেকবানদের স্মরণ করাচ্ছি, সত্য তাই যা আমরা বর্ণনা করেছি। সাবধান! এমন যেন না হয় যে, তারা আমাদের বিপরীতে বিরোধী কোন মৌলভীর কথা শুনে ধ্বংসের পথ অবলম্বন করে নেয়। আর কুরআন শরীফের উপস্থাপিত যুক্তিপ্রমাণকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখার বিষয়ে খোদাকে ভয় করা আবশ্যক। স্পষ্ট কথা, আল্লাহ তা'লা আয়াত **"লাও তাক্বাওয়ালা আ'লাইনা"** (আল হাক্কা, আয়াত: ৪৫)-কে অহেতুক বর্ণনা করেননি যা থেকে কোন দলিল সাব্যস্ত হবে না। আল্লাহ তা'লা সকল প্রকার অহেতুক কাজ থেকে পবিত্র। সুতরাং যেখানে সেই প্রজ্ঞাবান এই আয়াত তদ্রূপই অন্য আয়াত; যার শব্দাবলী হচ্ছে **"ইযাল্লা আযাক্বনাকা যি'ফাল হায়াতে ওয়া যি'ফাল মামাতে"*** (বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৭৬; অর্থাৎ, যদি তুমি তাদের ধারণা অনুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করতে তাহলে আমরা তোমাকে জীবনেও এবং মরণেও দ্বিগুণ শাস্তির স্বাদ গ্রহন করাতাম।) প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন তাই সেখানে মানতে হয় যে যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা নবী হওয়ার ও আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করে তাহলে সে মহানবী (সা.)-এর নবুওতের সময়কালের সমান জীবন কখনও লাভ করবে না। নতুবা এ যুক্তি কোনভাবে যথার্থ সাব্যস্ত হবে না আর একে বুঝার জন্য কোন মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে না। কেননা খোদার প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার মিথ্যা দাবি করে যদি ২৩ বছর পর্যন্ত জীবন পায় আর ধ্বংস না হয় তাহলে নিঃসন্দেহে একজন অস্বীকারকারীর এ আপত্তি উত্থাপন করার অধিকার জন্মাবে যে, তোমরা যেখানে এ প্রতারকের প্রতারণা স্বীকার কর যে, ২৩ বছর বা এর চেয়ে বেশি সময় পর্যন্ত সে জীবন লাভ করেছে আর ধ্বংস হয়নি! তা হলে আমরা কীভাবে বুঝব যে, তোমাদের নবী এমন মিথ্যাবাদীর ন্যায় ছিলেন না? একজন

---

* **টীকা:** অর্থাৎ, এ নবী (সা.) যদি আমাদের প্রতি কিছু মিথ্যারোপ করত তাহলে আমরা তাকে জীবন ও মৃত্যুতে দ্বিগুণ শাস্তি দিতাম। যার অর্থ হচ্ছে, অত্যন্ত কঠিন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম। -লেখক

মিথ্যাবাদীর ২৩ বছর পর্যন্ত অবকাশ পাওয়া এ কথার পরিষ্কার প্রমাণ যে, প্রত্যেক মিথ্যাবাদী এমন অবকাশ পেতে পারে। তাহলে **"লাও তাক্বাওয়ালা আ'লাইনা"** (সূরা আল হাক্কা,আয়াত: ৪৫)-এর সত্যতা মানুষের নিকট কীভাবে প্রকাশ পাবে? অতএব, এ কথাতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা যাবে কী? যুক্তি থাকতে পারে যে, মহানবী (সা.) যদি মিথ্যা রটনা করতেন তাহলে অবশ্যই ২৩ বছরের ভিতর ধ্বংস হয়ে যেতেন। অপরদিকে অন্য লোকেরা যদি মিথ্যা রটনা করে তাহলে তারা ২৩ বছরের বেশি সময় পর্যন্তও জীবিত থাকতে পারে আর খোদা তাদের ধ্বংস করেন না। এটি তো সেই উদাহরণই যেমন, একজন দোকানি বলে আমি যদি নিজের দোকানের ব্যবসায় কিছু খেয়ানত করি বা বাজে জিনিস দেই বা মিথ্যা বলি বা ওজনে কম দেই তাহলে তৎক্ষণাৎ আমার ওপর বজ্রপাত হবে এ কারণে তোমরা আমার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাক আর কোন সন্দেহ করবে না যে, আমি কখনও কোন বাজে জিনিস দিব, ওজনে কম দিব বা মিথ্যা বলব বরং চোখ বন্ধ করে আমার থেকে সওদা নাও আর কোন তদন্ত করো না। প্রশ্ন হলো, এরূপ বাজে কথায় মানুষ আশ্বস্ত হতে পারে কি? আর তার এই অহেতুক কথাকে তার সত্যবাদী হওয়ার প্রমাণ মনে করবে কি? কখনও নয়। 'মা আ'যাল্লাহ' (আল্লাহর আশ্রয়) এমন কথা কখনও সেই ব্যক্তির সত্যবাদী হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না বরং এটি খোদার সৃষ্টিকে এক ধরনের ধোঁকা দেয়া এবং তাদের উদাসীন করা বৈকি। তবে এটি দু'ভাবে প্রমাণ আখ্যা পেতে পারে, (১) একটি এই, মানুষের সম্মুখে কয়েকবার এমনটি ঘটে থাকলে যে, ঐ ব্যক্তি নিজের বিক্রয়ের জিনিসসমূহ সম্পর্কে কিছু মিথ্যা বলে থাকলে বা মাপে কম দেয়ায় বা অন্য কোন ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় নেয়ার ফলে সেই মুহূর্তে তার ওপর বজ্রপাত হলে আর তাকে মৃতবৎ করে দিলে। মিথ্যা বলা, দুর্নীতি আর মাপে কম দেয়ার এই ঘটনা বারবার ঘটলে এবং বারবার বজ্রপাত আঘাত আনলে, এমনকি মানুষের হৃদয়ে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেলে যে, প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতি ও মিথ্যা বলার সময় এই ব্যক্তির ওপর বজ্রপাতের আক্রমণ হয়ে থাকে তাহলে এই পরিস্থিতিতে এ কথা অবশ্যই প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার হবে। কেননা অনেক মানুষ এ বিষয়ে সাক্ষী হবে যে, মিথ্যা বলতেই বজ্র পড়ে। (২) দ্বিতীয় অবস্থা এই, সাধারণ লোকদের সাথে এ ঘটনা ঘটলে। দোকানি ব্যক্তি যদি নিজের বিক্রির জিনিসপত্র সম্পর্কে কিছু মিথ্যা বলে বা মাপে কম দেয় বা অন্য কোন ধরনের খেয়ানত করে বা কোন বাজে জিনিস

বিক্রি করে তাহলে তার ওপর বজ্রপাত হয়ে থাকে। সুতরাং এ উদাহরণকে দৃষ্টিপটে রেখে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণকে বলতে হয়, সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞার অধিকারী খোদার মুখ থেকে **"লাও তাক্বাওওয়ালা আ'লাইনা"**-এর বাক্য বের হওয়া তখনই অকাট্য প্রমাণের কাজ দিবে যখন দুই অবস্থার মাঝ থেকে একটি অবস্থা তার মাঝে পাওয়া যাবে। (১) প্রথমত, এই যে, না'উযুবিল্লাহ মহানবী (সা.) পূর্বে কোন মিথ্যা বলে থাকবেন আর খোদা কোন কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকবেন আর মানুষ বিষয়গুলোকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে নেবে যে, যদি তিনি খোদার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেন তবে তিনি শাস্তি পাবেন যেমন পূর্বেও অমুক অমুক পরিস্থিতিতে শাস্তি পেয়েছেন; কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার প্রতি এমন যুক্তি উপস্থাপন করার অবকাশ নেই বরং মহানবী (সা.) সম্পর্কে এমন ধারণা করাও কুফর। (২) দ্বিতীয়ত, যুক্তির উদাহরণ হচ্ছে, খোদা তা'লার এটি সাধারণ নিয়ম, যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করে তাকে কোন দীর্ঘ অবকাশ দেয়া হয় না। বরং শীঘ্রই ধ্বংস করে দেয়া হয়। অতএব এই প্রমাণই এ স্থলে যথাযথ নতুবা **"লাও তাক্বাওওয়ালা আ'লাইনা"** বাক্য একজন আপত্তিকারীর দৃষ্টিতে কেবল প্রতারণা আর 'না'উযুবিল্লাহ' একজন বাজে অপালাপকারী দোকানির কথার ন্যায় হবে। যারা খোদা তা'লার কথার সম্মান করে তাদের বিবেক কখনও এ বিষয়কে গ্রহণ করবে না যে, **"লাও তাক্বাওওয়ালা আ'লাইনা"** বাক্য খোদা তা'লার এমন এক অর্থহীন বাক্য– যার কোন প্রমাণ নেই। স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, যারা মহানবী (সা.)-এর দাবিকে মানে না আর কুরআন শরীফকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ জ্ঞান করে না, ঐ বিরোধীদেরকে খোদা তা'লার এ প্রমাণবিহীন বাক্য শুনানো শুধু নিরর্থক ও শিশুসুলভ সান্তনা থেকেও তুচ্ছ। অতএব সুস্পষ্ট যে, শত্রু ও অস্বীকারকারীরা এ থেকে কেমন করে সান্তনা পেতে পারে? বরং তাদের দৃষ্টিতে এটি কেবল একটি অসার দাবি হবে যার সাথে কোন প্রমাণ নেই। এমন কথা বলা কত অর্থহীন একটি ধারণা যে, অমুক পাপ যদি আমি করি তাহলে মারা যাব অথচ যদিও প্রতিদিন পৃথিবীতে অন্যান্য কোটি কোটি লোক সেই পাপ করে আর মারা যায় না। এটি কেমন ষড়যন্ত্র ও খোড়া অজুহাত যে, এই বিশেষ শাস্তি কেবল আমার জন্য নির্ধারিত অথচ অন্য পাপী ও মিথ্যাবাদীদের খোদা কিছু বলেন না। আরও অদ্ভুত বিষয় হলো এমন দাবিকারী এ প্রমাণও তো দেয় না যে, অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি জানতে পেরেছি আর মানুষ অবলোকন করেছে, এ পাপে অবশ্যই আমার

শাস্তি হয়। বস্তুত খোদা তা'লার প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীকে– যা পৃথিবীতে দলিলপ্রমাণের পূর্ণতার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, অহেতুক জ্ঞান করা খোদা তা'লার পবিত্র বাণীর সাথে হাসি ঠাট্টার নামান্তর। কুরআন শরীফের শত শত জায়গায় দেখবে যে, (বর্ণনা এসেছে –অনুবাদক) আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারীকে খোদা তা'লা কখনও সুরক্ষিত রাখেন না আর এ পৃথিবীতেই তাকে শাস্তি দেন এবং ধ্বংস করেন। লক্ষ্য কর! আল্লাহ তা'লা এক স্থলে বলেন, **"ক্বাদ খাবা মানিফ্তারা"** (সূরা ত্বাহা,আয়াত: ৬২) অর্থাৎ, মিথ্যাবাদী ব্যর্থ মারা যাবে। অতঃপর অন্য জায়গায় বলেন, **"ওয়া মান্ আযলামু মিম্মা নিফ্তারা আ'লাল্লাহে কাযেবা আও কায্যাবা বি আয়াতিহি"** (সূরা আনআম, আয়াত: ২২) অর্থাৎ, সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে যে খোদার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে বা খোদার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এটি স্পষ্ট যে, খোদার নবীদের আবির্ভাবের সময় যারা খোদার বাণীকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে খোদা তাদেরকে জীবিত রাখেননি; ভয়ানক সব শাস্তির মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করেছেন। লক্ষ্য কর! নূহ, আ'দ, সামূদ ও লূতের জাতি এবং ফেরাউন আর আমাদের নবী (সা.)-এর শত্রু মক্কার অধিবাসীদের কি পরিণতি হয়েছিল? সুতরাং মিথ্যা আরোপকারী যেখানে এই পৃথিবীতেই শাস্তি পেয়েছে তা হলে যে ব্যক্তি খোদার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে আর যার নাম এ আয়াতের প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে সে কীভাবে রক্ষা পেতে পারে? সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর সাথে আল্লাহর ব্যবহার কি এক হতে পারে? মিথ্যারোপকারীর জন্য কি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এ পৃথিবীতে কোন শাস্তি নেই। **"মা লাকুম কাইফা তাহকুমূন"** (সূরা সাফ্ফাত, আয়াত: ১৫৫ অর্থাৎ, তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কেমন বিচার করছ?) অতঃপর অন্য এক জায়গায় খোদা তা'লা বলেন, **"ইয়ঁইয়াকু কাযেবান ফা আ'লাইহে কাযেবুহু ওয়া ইয়ঁইয়াকু সাদেকাই ইউসিবকুম বা'যুল্লাযী ইয়া'য়েদুকুম্ ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদি মান হুয়া মুসরেফুন কায্যাব"** (সূরা আল মু'মিন, আয়াত: ২৯) অর্থাৎ, এ নবী যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তা হলে নিজের মিথ্যার পরিণতিস্বরূপ ধ্বংস হয়ে যাবে আর যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরাও কিছু শাস্তি ভোগ করবে। কেননা সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যা রটনা করুক অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক খোদা তা'লা থেকে সাহায্য পাবে না। এখন লক্ষ্য কর এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট ব্যাখ্যা কী হতে পারে যে, খোদা তা'লা কুরআন শরীফে বার বার বলেন, 'মিথ্যাবাদী এ পৃথিবীতে ধ্বংস হবে অথচ খোদার সত্য নবী ও প্রত্যাদিষ্টগণের জন্য

সর্বপ্রথম প্রমাণ এটিই যে, তারা নিজেদের কাজকে পূর্ণ করে মারা যান। তাদেরকে ধর্মের প্রসারের জন্য সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে আর মানুষের সংক্ষিপ্ত এ জীবনে সর্বোচ্চ অবকাশ ২৩ বছর, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নবুওয়তের সূচনা চল্লিশ বছরে হয়ে থাকে। আর যদি তেইশ বছর আরো আয়ু লাভ হয় তাহলে এটিই যেন জীবনের উত্তম সময়। এ কারণেই আমি বারবার বলি, সত্যবাদীদের জন্য মহানবী (সা.)-এর নবুয়তের সময়কাল খুবই যথার্থ মাপকাঠি। কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হয়ে এবং খোদা তা'লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে মহানবী (সা.)-এর নবুয়তের সময়সীমা অনুযায়ী– অর্থাৎ, ২৩ বছর পর্যন্ত অবকাশ লাভ করবে এটা কখনও সম্ভব নয়, অবশ্যই ধ্বংস হবে। এ বিষয়ে আমার এক বন্ধু নিজের সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে এ আপত্তি উপস্থাপন করেছিলেন, **"লাও তাক্বাওওয়ালা আ'লাইনা"**-তে কেবল মহানবী (সা.) সম্বোধিত। এ থেকে কীভাবে বুঝা যায় যে অন্য ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করলে তাকেও ধ্বংস করা হবে। আমি তাকে এ উত্তরই দিয়েছিলাম যে খোদা তা'লার এ কথা দলিলরূপে এসেছে আর নবীদের সত্যতার প্রমাণসমূহের মধ্য থেকে এটিও একটি প্রমাণ। খোদা তা'লার কথার সত্যায়ন তখনই সম্ভব হতে পারে যদি মিথ্যা দাবিকারী ধ্বংস হয়ে যায়। তা না হলে এ কথা অস্বীকারকারীদের জন্য চূড়ান্ত যুক্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে না। আর না তার জন্য দলিলরূপে প্রমাণ গণ্য হতে পারে বরং সে বলতে পারে, মহানবী (সা.) -এর ২৩ (তেইশ) বছর পর্যন্ত ধ্বংস না হওয়া এ কারণে নয় যে তিনি সত্যবাদী ছিলেন বরং এ কারণে যে, খোদার প্রতি মিথ্যারোপ করা এমন পাপ নয় যার কারণে খোদা কাউকে এই পৃথিবীতেই ধ্বংস করে দেন। কেননা এটি যদি কোন পাপ হত আর মিথ্যাবাদীকে এ পৃথিবীতেই শাস্তি দেয়া উচিত মর্মে আল্লাহর বিধান তার ওপর কার্যকর হত তা হলে এর জন্য দৃষ্টান্তসমূহ পাওয়া আবশ্যক ছিল। আর তোমরা স্বীকার কর যে, এর কোন দৃষ্টান্ত নেই বরং অনেক এমন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে যে মানুষ ২৩ বছর পর্যন্ত বরং এর চেয়ে বেশি সময় যাবৎ খোদার প্রতি মিথ্যারোপ করেও ধ্বংস হয়নি; তাহলে এখন বল, এ আপত্তির উত্তর কী হবে? যদি বল শরীয়তধারী মিথ্যা রটনা করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, প্রত্যেক মিথ্যাবাদী নয়, তাহলে প্রথমত এ দাবি প্রমাণ বিহীন; খোদা মিথ্যা দাবির সাথে শরীয়তধারী হওয়ার কোন শর্ত নির্ধারণ করেননি। এ ছাড়া এটিও তো চিন্তা কর শরীয়ত কী বিষয়? যিনি নিজের ওহীর মাধ্যমে কতক আদেশ ও নিষেধ বর্ণনা করেন আর স্বীয় উম্মতের জন্য নিয়মকানুন

নির্ধারণ করেন তিনিই শরীয়ত বাহকও হয়ে যান। সুতরাং এ সংজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের বিরোধীরা অভিযুক্ত কেননা আমার ওহীতে আদেশ নিষেধ উভয়ই আছে *।

উদাহরণস্বরূপ এ ইলহাম 'কুল লিল মু'মিনীনা ইয়াগুয্যু মিন আবসারেহিম ওয়া ইয়াহফাযু ফুরুজিহিম যালিকা আযকা লাহুম' এটি বারাহীনে আহমদীয়াতে লিপিবদ্ধ আছে। আর এতে আদেশ নিষেধ উভয়ই রয়েছে। এতে ২৩ বছরের সময়সীমাও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। একইভাবে এখন পর্যন্ত আমার ওহীতে আদেশ সম্বলিত আর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উভয়ই আছে। যদি এটি বল যে, 'শরীয়তের অর্থ হচ্ছে সেই শরীয়ত যাতে নতুন নির্দেশ থাকবে তাহলে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'লা বলেন, **"ইন্না হাযা লাফিস্ সুহুফিল উলা, সুহুফে ইবরাহীমা ও মূসা"** (সূরা আ'লা,আয়াত: ১৯-২০; অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে, ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থ সমূহে)– অর্থাৎ, কুরআনের শিক্ষা তাওরাতেও বিদ্যামান আছে। আর যদি এটি বল যে, 'শরীয়ত সেটি যাতে সমস্ত আদেশ ও নিষেধের বর্ণনা পুরোটাই সন্নিবেশিত থাকবে তাহলে এটিও অসত্য, কেননা তওরাতে অথবা কুরআন শরীফে যদি শরীয়তের সমস্ত নির্দেশাবলীর বর্ণনা সন্নিবেশিত থাকত তাহলে ইজতেহাদের (ব্যাখ্যার) সুযোগ থাকত না। বস্তুত এ সকল ধারণাসমূহ বৃথা এবং অদূরদর্শিতার শামিল। আমাদের ঈমান হচ্ছে, মহানবী (সা.) খাতামাল আম্বীয়া আর কুরআন ঐশী কিতাবসমূহের খাতাম তবে খোদা তা'লা নিজের সত্তার জন্য এটি নিষিদ্ধ করেননি যে, সংস্কারের লক্ষ্যে অন্য কোন প্রত্যাদিষ্টের মাধ্যমে এই নির্দেশ

---

* **টীকা:** আমার শিক্ষায় যেহেতু আদেশ-নিষেধ উভয়ই আছে আর শরীয়তের প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলীর সংস্কার রয়েছে তাই খোদা তা'লা আমার শিক্ষাকে আর আমার ওপর অবতীর্ণ ওহীকে 'ফুলক'- অর্থাৎ, নৌকা নামে অবহিত করেছেন। যেমন একটি ঐশী ইলহামের বাক্য এই, 'ওয়াসনাঈল ফুলকা বেআ'য়ূনিনা ওয়া ওয়াহঈয়েনা ইন্নাল্লাযীনা ইউবায়ে'উনাকা ইন্নামা ইউবায়েউনাল্লাহা ইয়াদুল্লাহে ফাওক্বা আইদীহিম'– অর্থাৎ, এই শিক্ষা ও সংস্কারের নৌকাকে আমাদের চোখের সম্মুখে আর আমাদের ওহীর ভিত্তিতে তৈরী কর। যারা তোমার বয়া'ত করে তারা খোদার বয়া'ত করে। এটি খোদার হাত যা তাদের হাতের ওপর আছে। এখন লক্ষ্য কর! খোদা আমার ওহী, শিক্ষা এবং বয়া'তকে নূহের নৌকা আখ্যা দিয়েছেন আর সমস্ত মানুষের জন্য এটিকে পরিত্রাণের মাধ্যম বানিয়েছেন যার চোখ আছে দেখুক আর যার কান আছে শুনুক। -লেখক

প্রদান করবেন যে, মিথ্যা বলবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না, ব্যাভিচার করবে না, হত্যা করবে না। আর স্পষ্ট যে, এমন বর্ণনা করা শরীয়তের বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত– যা মসীহ মাওউদ (আ.)-এরও কাজ। তাহলে তোমাদের সেই যুক্তি কতই না ধ্বংসাত্মক যে, যদি কেউ শরীয়ত আনয়ন করে আর মিথ্যাবাদী হয় তাহলে সে ২৩ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারবে না। স্মরণ রাখা উচিত, এ সমস্ত বিষয়গুলো অর্থহীন ও লজ্জাষ্কর। যে রাতে আমি নিজের ঐ বন্ধুকে এ কথাগুলো বুঝাই সেই রাতে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আমার ওপর সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় যা আল্লাহর ওহী লাভের সময় আমার ওপর বিরাজ করত। কথপোকথনের সেই দৃশ্য পুনরায় দেখানো হল, অতঃপর ইলহাম হল, 'কুল ইন্না হুদাল্লাহে হুয়াল হুদা'– অর্থাৎ, খোদা আমাকে এ আয়াত **"লাও তাক্বাওয়ালা আ'লাইনা"** সম্পর্কে যা বুঝিয়েছেন সে অর্থই সঠিক। তখন সেই ইলহামের পরে আমি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে থেকেও এর কিছু দৃষ্টান্ত খুজতে চাইলাম। সুতরাং বুঝা গেল, সমস্ত বাইবেল এমন দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ যে, ভণ্ড নবীকে ধ্বংস করা হয়ে থাকে। অতএব আমি সেই দৃষ্টান্ত সমূহ থেকে কতক দৃষ্টান্ত এখানে লিখে দেয়া যথার্থ মনে করি যেন পাঠক এ থেকে উপকৃত হতে পারেন। আর সেগুলো হচ্ছে–

তাওরাত এবং পূর্ববর্তী অন্যান্য ঐশী গ্রন্থসমূহে ভণ্ড নবীদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী:

তাওরাতে লিপিবদ্ধ আছে তোমাদের মধ্যে যদি কোন নবী বা স্বপ্নদর্শকের আবির্ভাব হয় আর তোমাদের কোন নিদর্শন ও অলৌকিক ক্রিয়া দেখায় আর সেই নিদর্শন বা অলৌকিক ক্রিয়া অনুযায়ী যা সে তোমাদের দেখিয়েছে ঘটনা সংঘটিত হয় আর অতঃপর সে তোমাদের বলে, এসো আমরা অন্য উপাস্যদের যাদের তোমরা জান না অনুসরণ করি (অর্থাৎ, খোদাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নির্দেশ পালন করাতে চায় অথবা তওরাতের বিরোধী সেই বিষয়াবলীতে নিজেরই অনুসরণ করাতে চায়) তাহলে ঐ নবী বা স্বপ্নদর্শকের কথায় কখনও কান দিবে না। কেননা তোমরা তোমাদের সমস্ত হৃদয়ে ও তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে নিজেদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বন্ধু জ্ঞান কর কিনা তা জানার জন্য তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের পরীক্ষা করেন। আবশ্যক যে, তোমরা নিজেদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আনুগত্য কর। (অর্থাৎ, তাঁর হেদায়াত

অনুযায়ী চল, অন্য ব্যক্তি হোক সে কোন দার্শনিক বা জ্ঞানী তার কথা শুনবে না) আর তাঁকে ভয় কর আর তাঁর নির্দেশসমূহ আত্মস্থ কর। তাঁরই দাসত্ব অবলম্বন কর আর তাঁর সাথে সংযুক্ত হয়ে থাক এবং সেই নবী বা স্বপ্নদর্শককে হত্যা করা হবে, তওরাত দ্বিতীয় বিবরণ, ১৩ অধ্যায়, পদ ১-৫ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

এ ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা হলো, যে নবী তোমাদেরকে খোদার অনুসরণ থেকে দূরে সরায় আর অন্য ধারণাসমূহের অনুসরণ করাতে চায় যা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে নয়, তাকে ধ্বংস করা হবে। স্মরণ রাখা উচিত, তওরাতের এই ভবিষ্যদ্বাণীতে এ শব্দ নেই যে, সেই ভণ্ডনবীকে তখন হত্যা করা হবে যখন এই শিক্ষা দেয়, অন্য উপাস্যসমূহের সেজদা কর বা তাদের দাসত্ব কর বরং এ শব্দ রয়েছে, অন্যদের অনুসরণ করাতে চায়– অর্থাৎ, তওরাতের শিক্ষার বিপরীতে অন্য ধারণায় পরিচালিত করাতে চায়, যা খোদার নয় অন্য কারও; তখন তাকে ধ্বংস করবেন। কেননা সে খোদার ইচ্ছার বিরোধী শিক্ষা দেয়।

তারপর তওরাতে এ বাক্যসমূহ রয়েছে, কিন্তু সেই নবী, যে এমন অবমাননাসূচক ব্যবহার করে অর্থাৎ কোন কথা যদি আমার নামে বলে যা আমি তাকে নির্দেশ দেইনি তাহলে সেই নবীকে হত্যা করা হবে। এ পদে খোদা তা'লা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, মিথ্যা রটনাকারীর শাস্তি খোদার দৃষ্টিতে হত্যা। আর পূর্ববর্তী পদসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, খোদা স্বয়ং তাকে হত্যা করবেন এবং কখনও রক্ষা পাবে না। দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ অধ্যায়,পদ ২০ দ্রষ্টব্য।

তারপর যিহিস্কেল নবীর পুস্তকে ভণ্ড নবীদের সম্পর্কে এ বাক্যসমূহ রয়েছে, সদাপ্রভু ইয়াহুদা এভাবে বলেন, 'ভণ্ড নবীদের জন্য পরিতাপ যারা নিজেদের রিপুর অনুসরণ করে। তারা কিছুই দেখে নাই। তারা প্রতারণা করে বলে, সদাপ্রভু বলেন, অথচ সদাপ্রভু তাদেরকে প্রেরণ করেন নাই (পদঃ ৭)। তোমরা বল (হে ভণ্ড নবীগণ!), সদাপ্রভু বলেছেন, অথচ আমি বলি নাই। সদাপ্রভু যিহুদা এভাবে বলেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ। আর সদাপ্রভু যিহুদা বলেন, আমি তোমাদের বিরোধী এবং আমার হাত সেই নবীদের বিপক্ষে উঠবে যারা প্রতারিত করে (অর্থাৎ, যাদের পরিষ্কারভাবে কোন দিব্যদর্শন হয় না অথচ নিজেদের পক্ষ থেকে বিশ্বাস করে নেয়, এটি খোদার বাণী। বাস্তবে

সেটি খোদার বাণী নয়) আর জানে, বিশ্বাসের উপকরণ লভ্য নয় তা সত্ত্বেও অদৃশ্যকে জানার মিথ্যা দাবি করে; তাদের ধ্বংস করা হবে। কেননা তারা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। সুতরাং হে ভণ্ড নবীগণ! আমি সেই দেয়ালকে যার ওপর তোমরা বাঁচো; মাটির প্রলেপ দিয়েছ, ভেঙে দিব আর ভূপাতিত করব। এমনকি সেটির ভিত্তি উন্মোচিত হয়ে যাবে। অবশ্যই সেটি ধসে পড়বে আর তোমরা সেটির মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। যিহিস্কেল ১৩ অধ্যায়, পদ ৩-১৪ দ্রষ্টব্য।

যিশাইয় নবীর পুস্তকে এর সমর্থন রয়েছে। আর সেটির বাক্যাবলী হচ্ছে এই, 'সদাপ্রভু ইসরাঈলের মাথা, লেজ, শাখা-প্রশাখা আর লতা-গুল্ম একদিনেই কেটে ফেলবেন এবং নবী যে মিথ্যা বিষয়াদির শিক্ষা দেয় তা-ই লেজ।' (যিশাইয় অধ্যায় ০৯, পদ -৫)

তদ্রূপ যেরমিয় নবীর পুস্তকে ভণ্ড নবীদের সম্পর্কে এ বর্ণনা এসেছে, সৈন্যসামন্তের প্রভু-প্রতিপালক নবীদের সমন্ধে– অর্থাৎ, মিথ্যা নবীদের সম্পর্কে এভাবে বলেন, আমি তাদেরকে নাগদানা খাওয়াব আর হলাহল– অর্থাৎ, ত্বরিৎ জীবননাশী বিষের পানি পান করাব। কেননা জেরুযালেমের নবীদের কারণে সমগ্র পৃথিবীতে অধর্ম ছেয়ে গেছে। লক্ষ্য কর! সদাপ্রভুর ক্রোধের একটি ধূলিঝড় সেটির দিকে (জেরুযালেমের দিকে) প্রবাহিত হবে। একটি ঘূর্ণিঝড় দুষ্টদের মাথার ওপর (ভণ্ড নবীদের ওপর) আপতিত হবে। আমি সেই নবীদের প্রেরণ করিনি কিন্তু তারা নিজেরাই দৌঁড়াচ্ছে। আমি তাদেরকে বলিনি কিন্তু তারা নবুয়তের দায়িত্ব পালনের দাবি করছে। যেরিমিয়া অধ্যায় ২৩, পদ ৫-২১ দ্রষ্টব্য।

অনুরূপভাবে যাকারিয়া নবীর গ্রন্থে মিথ্যা নবীদের সম্পর্কে এমনি বণর্না রয়েছে যে, আমি নবীদের (অর্থাৎ, ভণ্ড নবীদের) ও অপবিত্র আত্মাসমূহকে পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করব আর এমন হবে যখন কেউ নবুয়তের দাবি করবে তখন তার পিতামাতা তাকে বলবে তুমি আর বাঁচবে না। কেননা তুমি সদাপ্রভুর নামে মিথ্যা বলছ (অর্থাৎ, খোদা যেহেতু মিথ্যা নবীদের ধবংস করবেন এজন্য মিথ্যা নবুয়তের দায়িত্ব পালনকারী দাবিদারদের পিতামাতা অনেক ভয় পাবে যে, এখন এরা মারা পড়বে কেননা তারা মিথ্যা বলছে)। আর তার পিতামাতা যাদের ঘরে সে জন্মগ্রহণ করেছে যখন সে ভবিষ্যদ্বাণী করবে তারা তাকে

চপেটাঘাত করবে (অর্থাৎ, বলবে তুমি কি মরতে চাও যে, মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করছ?) আর সেই দিন এমন হবে যে ভণ্ড নবীদের প্রত্যেকেই যখন সে নবুয়তের দায়িত্ব পালন করবে (অর্থাৎ, মিথ্যা নবুয়তের দায়িত্ব) নিজেদের স্বপ্নের জন্য লজ্জিত হবে। আর তারা প্রতারণার জন্য কখনো পশমী কাপড় পরিধান করবে না। বরং প্রত্যেকে বলবে, আমি নবী নই। সখরিয়া, ১৩ অধ্যায়, পদ ২-৫ দ্রষ্টব্য।

একইভাবে ইঞ্জিলের 'প্রেরিতদের কার্যে'ও ভণ্ড নবীদের সম্পর্কে এ বাক্যসমূহ এসেছে, 'হে ইস্রায়িলী পুরুষগণ! এখন থেকে সতর্ক থাক। তোমরা সেই লোকদের সাথে কি কি করতে চাও? কেননা ইতিপূর্বে থিওডাস নিজেকে কিছু একটা হবার দাবি করেছিল (অর্থাৎ, নবুয়তের মিথ্যা দাবি করেছিল) এবং কমবেশি চার শত পুরুষ তার সাথে যোগ দিয়েছিল। সে নিহত হল, আর তার সাথে যত অনুসারী ছিল সবাই হতবিহ্বল ও ধ্বংস হল। তারপরে নাম লেখে দেয়ার দিন গালিলিও ইহুদা উঠল (অর্থাৎ, সে-ও নবুয়তের মিথ্যা দাবি করেছিল) আর অনেক লোককে নিজের পেছনে টেনে নিল। সে-ও ধ্বংস হয়েছে। যারা তার অনুসরণ করেছিল তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আর এখন আমি তোমাদের বলছি, ঐ সকল লোকদের থেকে পাশ কাটিয়ে চল; তাদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা এ পরিকল্পনা ও কাজ যদি মানুষের হয়ে থাকে তাহলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু খোদার পক্ষ থেকে হয়ে থাকলে তোমরা একে বিনষ্ট করতে পারবে না। তোমরা খোদার সাথেও যুদ্ধকারী আখ্যা পাবে এমনটি যেন না হয়। প্রেরিতদের কার্য, ৫ম অধ্যায়, পদ ৩৫-৪০ দ্রষ্টব্য।

অনুরূপভাবে আল্লাহর নবী দাউদের যবুর গ্রন্থেও ভণ্ড নবীদের ধ্বংস করা সম্পর্কে অনেক বিবরণ আছে। এছাড়া বাইবেলের অন্য গ্রন্থসমূহেও। কিন্তু আমি জানি কার্যত এ পরিমাণ লেখাই যথেষ্ট; কেননা এটি পরিস্কার, মিথ্যাবাদী খোদার নবুয়তরূপী বিধানের শত্রু। আর সে আলোতে অন্ধকার মিশাতে চায়। মানুষের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংসের রাস্তা তৈরী করে। এ জন্য খোদা তার শত্রু আর খোদার প্রজ্ঞা ও দয়া হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু বরণ করা থেকে তার মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে। সুতরাং সমস্ত হিংস্র ও নিপীড়নকারীদের জন্য খোদার নিকট যেমন মৃত্যুর শাস্তি অবধারিত তদ্রূপ তার সর্ম্পকে নির্দেশ, সত্যবাদীকে খোদা স্বয়ং হেফাযত করে থাকেন আর তাঁর প্রাণ ও সম্মান

রক্ষার্থে ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করেন। তিনি সত্যবাদীর জন্য সুরক্ষিত দূর্গ আর সত্যবাদী তার ক্রোড়ে সুরক্ষিত, যেমন বাঘিনীর শাবক তার থাবায় সুরক্ষিত থাকে। এ কারণেই কেউ যদি কসম খেয়ে এটি বলে যে, অমুক আল্লাহ কর্তৃক মিথ্যা প্রত্যাদিষ্ট, ভণ্ড ও খোদার প্রতি মিথ্যা আরোপকারী আর তাকে দাজ্জাল ও বেঈমান আখ্যা দেয় অথচ প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তি খোদার পক্ষ থেকে আগমনকারী এবং সত্যবাদী হয় আর এ ব্যাক্তি যে, তার প্রতি মিথ্যা আরোপকারী সে যদি সিদ্ধান্তের পদ্ধতি এটি নির্ধারণ করে, (চল আমরা) আল্লাহর সমীপে দোয়া করি, এ (দাবিকারক) যদি সত্যবাদী হয় তাহলে আমি যেন প্রথমে মারা যাই আর যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে এ ব্যক্তি যেন আমার জীবদ্দশায় মারা যায় এমন পরিস্থিতিতে যে এ ধরনের সিদ্ধান্ত চায় খোদাতা'লা অবশ্যই তাকে ধ্বংস করেন।

আমরা লিখে এসেছি, আবু জাহেলও মহানবী (সা.)-এর নাম নিয়ে বদর প্রান্তরে এ দোয়াই করেছিল, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী খোদা এ যুদ্ধক্ষেত্রেই তাকে ধ্বংস করুন। সুতরাং এই দোয়ার পরে সে নিজেই মারা গেল। এই দোয়াই আলীগড়ের অধিবাসী মৌলভী ইসমাঈল আর মৌলভী গোলাম দস্তগীর ক্বাসূরী আমার বিরুদ্ধে করেছিলেন, যার সাক্ষী রয়েছে হাজার হাজার মানুষ। তারা উভয় মৌলভী সাহেবান পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেন। মুহাদ্দেস নামে খ্যাত নযীর হোসাইন দেহলভীকে আমি অনেক তাগাদা* দিয়েছিলাম সে যেন এই দোয়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিন্তু সে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

সেই দিন দিল্লীর শাহী মসজিদে সাত হাজারের মত মানুষ সমবেত ছিল আর

*** টীকা:** আমি যখন দিল্লী গিয়েছিলাম আর মিঞা নযীর হোসাইন গায়ের মুকাল্লিদ (যিনি কোন মাযহাবের অনুসারী নন) কে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। তাকে প্রত্যেক দিক থেকে সকল অর্থে পাশ কাটাতে দেখে আর তার কটূক্তি ও জঘন্য ভাষায় গালমন্দ প্রত্যক্ষ করে শেষ সিদ্ধান্ত এটাই নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, সে নিজের আক্বীদা সত্য হওয়া সংক্রান্ত কসম খাক, অতঃপর কসম খাওয়ার পর যদি সে এক বছরের মধ্যে আমার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ না করে তাহলে আমি আমার সব গ্রন্থাদি জ্বালিয়ে দিব আর নাউ'যুবিল্লাহ তাকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত মেনে নিব। কিন্তু সে পলায়ন করল, পলায়নের সেই কল্যাণে তাকে এখন পর্যন্ত আয়ু দেয়া হয়েছে, এ ঘটনার প্রায় নয় বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। -লেখক

তখন সে অস্বীকার করেছিল। এই কারণে এখন পর্যন্ত জীবিত আছে। আমরা এখন এই প্রবন্ধকে শেষ করছি আর হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব ও তাঁর সমমনাদের উত্তরের অপেক্ষায় আছি।

অবগতকরণ

আমি নিজে এ ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম যে, এই আরবা'ঈন প্রবন্ধের (৪০) চল্লিশটি বিজ্ঞাপন পৃথক পৃথক প্রকাশ করব। আমার ধারণা ছিল, কেবল এক পৃষ্ঠা অথবা কখনো দেড় পৃষ্ঠা সর্বোচ্চ দুই পৃষ্ঠার আর কখনো হয়ত তিন-চার পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন লেখার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। কিন্তু এমন দৈব ঘটনাসমূহ সামনে আসল যে, এর বিপরীত পরিস্থিতি হল আর দুই, তিন ও চার নম্বর (খণ্ডগুলো) পুস্তিকার রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন এ পুস্তিকা সত্তর (৭০) পৃষ্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেছে আর বাস্তবে আমার যা ইচ্ছা ছিল সেই বিষয় পূর্ণ হয়েছে। এ কারণে আমি এ পুস্তিকাসমূহকে চারটি সংখ্যায় শেষ করেছি। ভবিষ্যতে আর প্রকাশ হবে না। যেভাবে আমাদের মহাসম্মানিত ও মহামান্বিত খোদা শুরুতে পঞ্চাশ নামায ধার্য করেছিলেন তারপর সংক্ষিপ্ত করে পঞ্চাশের পরিবর্তে পাঁচটি নির্ধারণ করেন সেভাবে আমিও আমার দয়াল প্রভু-প্রতিপালকের রীতি অনুযায়ী পাঠকদের কষ্ট লাঘবার্থে চল্লিশের পরিবর্তে চার খণ্ডকে নির্ধারণ করছি। চল্লিশকে চারের স্থলাভিষিক্ত আখ্যায়িত করছি। আর নিজের এই লেখাকে জামা'তের জন্য কতক উপদেশের মাধ্যমে শেষ করছি।

উপদেশাবলী

হে স্নেহাস্পদগণ! তোমরা সেই সময় পেয়েছ যার শুভ সংবাদ সব নবীরা দিয়েছেন আর সে ব্যক্তিকে– অর্থাৎ, মসীহ মাওউদকে তোমরা দেখে নিয়েছ, যাকে দেখার জন্য বহু নবী আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিলেন। তাই এখন নিজেদের ঈমানকে অনেক দৃঢ় কর আর নিজেদের রাস্তাগুলো সংশোধন কর, নিজেদের হৃদয় সমূহকে পবিত্র কর, সর্বপরি নিজেদের প্রভুকে সন্তুষ্ট কর।

বন্ধুগণ! তোমরা মাত্র কয়েক দিনের জন্য এ পান্থশালায় আছ। আর নিজেদের প্রকৃত গৃহকে স্মরণ রেখ। তোমরা প্রত্যক্ষ করছ, প্রতিবছর কোন না কোন বন্ধু তোমাদের ছেড়ে চলে যায়। একইভাবে কোন বছর তোমরাও নিজের বন্ধুবান্ধবদের বিচ্ছেদ বেদনায় বিহ্বল ছেড়ে চলে যাবে।

সাবধান হও! নৈরাজ্যপূর্ণ যুগের বিষ যেন তোমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। নিজেদের চারিত্রিক অবস্থাকে অনেক পরিশুদ্ধ কর। হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার থেকে পবিত্র থাক। আর পৃথিবীকে চারিত্রিক নিদর্শন প্রদর্শন কর। তোমরা শুনেছ, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম এর দু'টি নাম রয়েছে প্রথমত: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম আর এ নাম প্রতাপান্বিত শরীয়ত তৌরাতে লিপিবদ্ধ আছে যেমনটি এ আয়াত থেকে প্রতিভাত, **"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহে ওয়াল্লাযীনা মা'আহু আশিদ্দাউ আ'লাল কুফ্ফারে রুহামাউ বাইনাহুম যালিকা মাছালুহুম ফিত্তাওরাতে"** (সূরা ফাতাহ, আয়াত: ৩০; অর্থাৎ, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল আর যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত, তাদের এ বিবরণ তওরাতে আছে)।

দ্বিতীয় নাম আহমদ সাল্লেল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম আর এ নাম বিনম্রতার আদলে ইঞ্জিলে রয়েছে যা এক ঐশী শিক্ষা, যেমনটি এ আয়াত থেকে প্রতিভাত **"ওয়া মুবাশশেরাম বি রাসূলী ইয়াতি মিম বা'দী ইসমুহু আহমদ"** (সূরা সফ, আয়াত: ৭; অর্থাৎ, এবং এমন এক রাসূলের সুসংবাদদাতা রূপেও যে, আমার পরে আসবে তার নাম হবে আহমদ।) আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রতাপ ও কোমলতা উভয়ের সমাহার ছিলেন। মক্কার জীবন সহনশীলতার রঙে পূর্ণ রঙীন ছিলেন আর মদীনার জীবন প্রতাপে। অতঃপর এ দুটি গুণকে উম্মতের জন্য এভাবে বিভক্ত করা হয়েছে যে সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমদেরকে প্রতাপান্বিত জীবন দান করা হয়েছিল আর কোমল ধারার সহনশীলতাপূর্ণ জীবনের জন্য মসীহ মাওউদকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এ কারণেই তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে 'ইয়াযা'উল হারব'– অর্থাৎ, *যুদ্ধ রহিত করবেন।

---

* **টীকা:** জেহাদ– অর্থাৎ, ধর্মীয় যুদ্ধ বিগ্রহের তীব্রতাকে খোদা তা'লা ধীরে ধীরে হ্রাস করতে থেকেছেন। হযরত মূসা'র সময় এত কঠোরতা ছিল যে, ঈমান আনয়ন করাও মানুষকে হত্যা থেকে বাঁচাতে পারত না। আর দুধের শিশুকেও হত্যা করা হতো। তারপর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সময় শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদের হত্যা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতঃপর কতক জাতির জন্য ঈমান আনয়নের পরির্বতে কেবল জিযিয়া দিয়ে শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়াকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আর পরিশেষে মসীহ মাওউদের সময় জেহাদের নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে রহিত করে দেয়া হয়েছে। -লেখক

আর কুরআন শরীফে খোদা তা'লার এই প্রতিশ্রুতি ছিল, এ অংশকে পূর্ণ করার জন্য মসীহ মাওউদ ও তাঁর জামা'তকে অর্বিভূত করা হবে। যেমন আয়াত **"ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাক্বু বিহিম"** (সূরা জুমু'আ, আয়াত: ০৪; অর্থাৎ, এবং তিনি তাকে আর্বিভূত করবেন তাদের মধ্য থেকে অন্য লোকদের মাঝেও যারা এখন পযর্ন্ত তাদের সাথে মিলিত হয়নি)-এ এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে আর **"তাযাউ'ল হারবু আওযারাহা"** (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ০৫; অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ তার অস্ত্র রেখে না দেয়) আয়াতেও এই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সুতরাং সচেতনতার সাথে শ্রবণ কর। তেরশ বছর পর বিনম্র জীবনের আদর্শ প্রদর্শনের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। *এটি খোদা তা'লার পরীক্ষা।

*** টীকা:** জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানসমূহও জামালী বা ধৈর্য-সহনশীলতাপূর্ণ জীবন পদ্ধতির অর্ন্তভুক্ত। আর কুরআন শরীফের আয়াত **"লে ইউযহিরাহু আলাদ্দীনি কুল্লিহি"** (সূরা সাফ্ফ, আয়াত: ১০; অর্থাৎ, যেন তিনি একে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করে দেন)– এ ওয়াদা ছিল যে, এ শিক্ষাও তত্ত্বজ্ঞানসমূহ মসীহ মাওউদকে পুরোপুরি ও পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। কেননা সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয় লাভের মাধ্যম হচ্ছে 'উলুমে হাক্কা (ঐশীজ্ঞান), 'মা'রেফে সাদেকা' (সত্য তত্ত্বজ্ঞান), 'দালায়েলে বায়্যিনাহ' (সুস্পষ্ট প্রমাণাদি) এবং 'আয়াতে কাহেরা' (শাস্তিমূলক নিদর্শনাবলী) আর ধর্মের বিজয় এগুলোর ওপর নির্ভরশীল। এ দিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, ঐ দিনগুলিতে বায়তুল্লাহর তলদেশ থেকে একটি ভান্ডার বের হবে অর্থাৎ, বায়তুল্লাহর জন্য খোদার যে আত্মাভিমান রয়েছে সেটি চাইবে যে, বায়তুল্লাহ থেকে যেন আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান ও ঐশীভাণ্ডার প্রকাশ পায়– অর্থাৎ, বিরোধীদের নির্দয় আক্রমণ বায়তুল্লাহর সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করতে চাইবে তখন এই ভূলুণ্ঠিত করার প্রতিফলে এর তলদেশ থেকে একটি বড় ভাণ্ডার নির্গত হবে যা তত্ত্বজ্ঞানের ভাণ্ডার হবে আর এটি বায়তুল্লাহতে সীমাবদ্ধ নয় বরং কুরআনের প্রতিটি এমন বাক্যের নীচে একটি ভাণ্ডার রয়েছে যাকে কাফেরদের হাত বিরোধিতাপূর্ণ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিধ্বস্ত করে মিথ্যা হিসেবে সাব্যস্ত করতে চায়। কোন মুসলমান বায়তুল্লাহকে ভূপাতিত করবে না আর না কুরআনের ভিতকে ভূপাতিত করতে চাইবে বরং হাদীসের বিষয়বস্তু অনুযায়ী অস্বীকারকারীরা সেই ভিতে ধস সৃষ্টি করছে আর এর তলদেশ থেকে ভাণ্ডার নির্গত হচ্ছে। আমি কাফেরদেরও এজন্য বন্ধু বানিয়ে থাকি, কেননা এদের কারণে আমরা 'বায়তুল্লাহ' ও 'কিতাবুল্লাহ'র গুপ্তভাণ্ডার লাভ করছি। এ অর্থ সমূহকে বহাল রেখে এখানে আরও একটি অর্থ হলো, খোদা স্বীয় ইলহামে আমার নাম 'বায়তুল্লাহ'ও রেখেছেন আর এটি এদিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, বিরোধীরা এ বায়তুল্লাহকে যতই ভূপাতিত করতে চাইবে ততই এ থেকে সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান ও ঐশী

আর তিনি তোমাদের পরীক্ষা নেন যে, তোমরা এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে কেমন। তোমাদের পূর্বে সাহাবা রাযিয়াল্লাহু তা'লা আনহুম প্রতাপান্বিত জীবনের প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর সেটি প্রতাপান্বিত জীবন পদ্ধতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের সময় ছিল। কেননা বিশ্বাসীগণকে মূর্তির সম্মান ও সৃষ্টিপূজার সহায়ার্থে ছাগল মেষের ন্যায় হত্যা করা হতো। আর পাথর, নক্ষত্র, বিভিন্ন বস্তুনিচয় ও অন্যান্য সৃষ্টিকে খোদার স্থলাভিষিক্ত করা হচ্ছিল। তাই নিঃসন্দেহে সে যুগ জেহাদের যুগ ছিল; যেন যারা অন্যায় ভাবে তরবারি ধারণ করত তারা তরবারির মাধ্যমেই নিহত হয়। সুতরাং সাহাবী রাযিয়াল্লাহু তা'লা আনহুম তরবারি ধারণকারীদের তরবারি দ্বারা নিশ্চুপ করলেন। মুহাম্মদ নাম যা নিজের মাঝে প্রতাপের বৈশিষ্ট এবং প্রেমাষ্পদের মর্যাদা রাখে, সেটির জ্যোতির্বিকাশের জন্য অসাধারণ নিপুণতা প্রর্দশন করেছে এবং ধর্মের সাহায্যার্থে নিজেদের রক্ত ঝরিয়েছেন। অতঃপর সে সব মিথ্যাবাদী সৃষ্টি হলো যারা 'মুহাম্মদ' নামের প্রতাপ প্রকাশকারী ছিল না বরং তারা আমার পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে তাদের অধিকাংশ ছিল চোর-ডাকাতের ন্যায়। তারা অন্যায়ভাবে মুহাম্মদী আখ্যায়িত হয়েছিল। মানুষ তাদেরকে স্বার্থপর মনে করত। যেমন বর্তমানেও সীমান্ত প্রদেশের কতক নির্বোধ এ ধরনের মৌলভীদের শিক্ষায় প্রতারিত হয়ে মুহাম্মদী প্রতাপ প্রকাশের বাহানায় লুটতরাজকে নিজের পেশা বানিয়েছে আর প্রায়শ অন্যায়ভাবে রক্তপাত করছে। অতএব তোমরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুন, এখন মুহাম্মদ নামের জ্যোতির্বিকাশের সময় নয়। অর্থাৎ, এখন তেজোদীপ্ততা বা প্রতাপরূপী কোন সেবার অবকাশ নেই। কেননা প্রয়োজনীয় সীমা পর্যন্ত সেই প্রতাপ প্রকাশ পেয়ে গেছে। এখন সুর্যের রশ্মি অসহনীয়, তাই চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর প্রয়োজন; আর আমি সেই আহমদের রঙে রঙিন হয়ে এসেছি। এখন আহমদ নামের আদর্শ প্রদর্শনের সময়– অর্থাৎ, বিনম্রতা ও সহনশীলতার আদলে সেবা দেয়ার সময় এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতা প্রর্দশনের যুগ। আমাদের মহানবী (সা.), মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.) উভয়েরই সদৃশ ছিলেন। মূসা (আ.)

*** চলমান টীকা:** নিদর্শনের ভাণ্ডার নির্গত হবে। তাই আমি প্রত্যক্ষ করছি যে, প্রত্যেক কষ্টের সময় অবশ্যই একটি ভাণ্ডার নির্গত হয়ে আসে আর এ সম্পর্কে ইলহাম হচ্ছে এই, 'য়েকে পায়ে মন মী বোসীদ ওয়া মন মীগুফতম কেহ্ হজরে আসওয়াদ মনম' (অর্থাৎ, একজন আমার পায়ে চুমু খাচ্ছে আর আমি বলছি, আমিই হাজরে আসওয়াদ)। -লেখক

প্রতাপান্বিত বৈশিষ্ট্যরূপে এসেছিলেন আর প্রতাপ ও ঐশী ক্রোধের বৈশিষ্ট্য তাঁর ওপর ছেয়ে ছিল। কিন্তু ঈসা (আ.) এসেছিলেন জামালী বা বিনম্রতার বৈশিষ্ট্যসহ আর বিনয় তাঁর ওপর ছেয়ে ছিল। সুতরাং আমাদের নবী (সা.) নিজের মক্কা ও মদীনার জীবনে প্রতাপ ও বিনম্রতার উভয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ চাইলেন, তাঁর (সা.) পর তাঁর (সা.) আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী কল্যাণপ্রাপ্ত জামা'তও সেই উভয় দৃষ্টান্ত প্রর্দশন করুক। অতএব তিনি (সা.) মুহাম্মদীয়– অর্থাৎ, প্রতাপের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য সাহাবী রাযিআল্লাহু আনহুমদের নির্ধারণ করলেন। কেননা ইসলামের ওপর নির্যাতনের সেই যুগে এটিই অধিকতর উপযোগী চিকিৎসা ছিল। অতঃপর যখন সেই যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল আর পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি রইল না যে ধর্মের উদ্দেশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে জবরদস্তি করে, তখন খোদা প্রতাপের বৈশিষ্ট্যকে রহিত করে আহমদ নামের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে চাইলেন– অর্থাৎ, জামালী বা সহনশীলতার বিনম্র রূপ প্রদর্শন করতে চাইলেন। সুতরাং তিনি আদি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর মসীহে মাওউদকে সৃষ্টি করলেন যিনি ঈসা রূপী হয়ে এবং আহমদীয় রূপধারণ করে জামালী বা বিনম্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশকারী। আর খোদা তোমাদেরকে এই আহমদ গুণের অধিকারী ঈসার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে তৈরী করেছেন। সুতরাং এখন সময় এসেছে নিজেদের চারিত্রিক শক্তি সমূহের সৌন্দর্য্য ও কোমলতা প্রর্দশন করার। খোদার সৃষ্টির জন্য তোমাদের মাঝে সার্বজনীন ভালোবাসা থাকা বাঞ্ছনীয়। আর তোমাদের প্রকৃতিতে যেন কোন ছলচাতুরী ও ধোঁকা না থাকে। তোমরা আহমদ নামের বিকাশস্থল। সুতরাং দিবারাত্র খোদার গুণকীর্তন করাই যেন তোমাদের কাজ হয় আর প্রশংসাকারী হওয়ার জন্য নিজের ভিতর সেবকসুলভ অবস্থা সৃষ্টি করা আবশ্যক। তোমরা তাকে রাব্বুল আলামীন– অর্থাৎ, সমস্ত জগতের লালন-পালনকারী জ্ঞান না করা পর্যন্ত কীভাবে তাঁর পরিপূর্ণ প্রশংসা করতে পার? উপরন্তু তোমরা এ অঙ্গীকারে কিভাবে সত্য আখ্যায়িত হতে পার যতক্ষণ নিজেদেরকেও সে অনুযায়ী তৈরী না কর। কেননা তুমি যদি কোন ভাল গুণের বরাতে কারো প্রশংসা কর আর নিজে সেই গুণের বিরোধী বিশ্বাস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন কর তাহলে তুমি যেন সেই ব্যক্তির সাথে হাসিতামাশা করছ। যা নিজের জন্য পছন্দ কর না তা তার জন্য ধার্য করছ। অথচ তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক নিজের গ্রন্থ 'রাব্বিল আ'লামীন' (জগৎ সমূহের প্রভু-প্রতিপালক) দিয়ে শুরু করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদি, বায়ুমন্ডলের

সমস্ত বাতাস, আকাশের তারা এবং চন্দ্র-সূর্যের মাধ্যমে সকল সৎ ও অসৎকে কল্যাণ পৌঁছিয়ে থাকেন, তাই তোমাদের দায়িত্ব হওয়া উচিত, এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেন তোমাদের নিজেদের মাঝেও সৃষ্টি হয়; নতুবা তোমরা 'আহমদ' ও 'হামেদ' আখ্যায়িত হতে পারবে না। কেননা খোদার অধিক প্রশংসাকারীকে আহমদ বলা হয় আর যে ব্যক্তি কারও ভূয়সী প্রশংসা করে সে নিজের জন্য সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পছন্দ করে যা তার মাঝে বা প্রশংসিত ব্যক্তির মাঝে আছে। আর সে চায়, সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার মাঝে বিরাজ করুক। তাই তোমরা যখন সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নিজেদের জন্য পছন্দ কর না তখন তোমরা কীভাবে 'আহমদ' বা 'হামেদ' হতে পার? প্রকৃত অর্থে আহমদী হয়ে যাও আর নিশ্চিত জানবে খোদার মূল চারিত্রিক গুণাবলী চারটিই যা সূরা ফাতেহায় বর্ণিত আছে। (১) রাব্বিল আ'লামীন– সকলের প্রতিপালনকারী। (২) রহমান– কোন সেবার বিনিময় হিসেবে নয় বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিনা প্রতিদানে দয়াকারী। (৩) রাহীম– কোন সেবার জন্য যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি পুরস্কার ও প্রতিদান প্রদানকারী আর সেবা গ্রহণকারী ও বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষাকারী। (৪) নিজের বান্দাদের মাঝে সু-বিচারকারী। সুতরাং আহমদ সে যে এই চারটি গুণাবলীকে প্রতিচ্ছায়ারূপে নিজের ভিতর একত্রিত করে নেয়। এ কারণেই 'আহমদ' নাম 'জামাল' (কোমলতা ও সহনশীলতা)-এর একটি প্রকাশস্থল আর এর বিপরীতে জালালের (প্রতাপের) বিকাশস্থল হিসেবে 'মুহাম্মদ' নাম। মুহাম্মদ নামে যেহেতু প্রেমাস্পদ হওয়ার রহস্য নিহিত তাই প্রশংসাবলীর সমবেতকারী আর উচ্চ মার্গের সৌন্দর্য ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর সমাহার হওয়া প্রতাপ এবং মাহাত্ম্যকে চায়। কিন্তু 'আহমদ' নামে প্রেমিকসুলভ রহস্য অন্তর্নিহিত। কেননা প্রশংসাকারীর জন্য বিনয়, প্রেমের মোহে ঝুঁকা ও বিলীনতা আবশ্যক, এরই নাম হচ্ছে 'জামালী (কোমলতার) অবস্থা আর এ অবস্থা বিনয়ের দাবি রাখে। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামে প্রেমাস্পদসুলভ মর্যাদাও ছিল যা মুহাম্মদ নামের প্রত্যাশী। কেননা 'মুহাম্মদ' হওয়া– অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসার সমাহার হওয়া প্রেমাস্পদের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর সত্তায় প্রেমিকসুলভ বৈশিষ্ট্যও ছিল যা আহমদ নামের দাবি রাখে। কেননা প্রশংসাকারীর জন্য প্রেমিক হওয়াও আবশ্যক। কোন ব্যাক্তি কারও সত্যিকার ও পূর্ণাঙ্গীন প্রশংসা তখনই করতে পারে যখন সে তার প্রেমিক বরং প্রেমাসক্ত হয় আর প্রেমিক ও প্রেমাসক্ত হওয়ার জন্য বিনয় আবশ্যক। আর এটিই হচ্ছে

জামালী অবস্থা যা আহমদীয়াতের প্রকৃত মর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মুহাম্মদ নামের মাঝে প্রেমাস্পদ হওয়ার যে বৈশিষ্ট্য লুক্কায়িত ছিল সাহাবাদের মাধ্যমে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। যারা অপমানকারী ও অবাধ্য ছিল খোদার প্রেমাস্পদ হওয়ার প্রতাপ তাদের শায়েস্তা করেছে কিন্তু আহমদ নামে প্রেমিকের মর্যাদা ছিল– অর্থাৎ, প্রেমিকসুলভ বিনয় ও বিলীনতা ছিল। এই মর্যাদা মসীহ মাওউদের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং তোমরা হচ্ছ 'আহমদীয়াত' মর্যাদার প্রকাশকারী। তাই নিজেদের প্রত্যেক অযথা আবেগের ওপর মৃত্যু আনয়ন কর আর প্রেমিকসুলভ বিলীনতা প্রদর্শন কর। খোদা তোমাদের সহায় হোন (আমীন)।

ত্বরাগ্রস্ত সমালোচকদের জন্য সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভ এবং বারাহীনে আহমদীয়ার বর্ণনা

যেহেতু এটিও আল্লাহর রীতি যে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে খোদার পক্ষ থেকে আসে, খোদার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন অনেক অদূরদর্শী নির্দয় তার ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করে বিভিন্ন রকমের সমালোচনা করে, কখনও তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়, কখনও তাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী আখ্যা দেয় আর কখনও তাকে লোকদের অধিকার হরণকারী, সম্পদ গ্রাসকারী, অবিশ্বস্ত ও বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেয় আবার কখনও তার নাম রিপু পূজারী আবার কখনও ভোগবিলাসী এবং তাকে দামী পোষাক পরিধানকারী, দামী খাবার গ্রহণকারী ও বিলাসী নামে অবহিত করে, এছাড়া আবার কখনও অজ্ঞ বলে সম্বোধন করে। *আবার কখনও তাকে এই বৈশিষ্ট্যে পরিচিত করে যে, তিনি একজন

---

* **টীকা:** পরিতাপ! **নির্বোধ** লোকেরা জ্ঞানগর্ভ নিদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে পীর মেহের আলী শাহ্ গুলড়াভীর পক্ষে অন্যায় ভাবে মিথ্যা বিজয়ের ডঙ্কা বাজিয়ে দিল আর আমাকে গালি দিল। উপরন্তু আমাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অজ্ঞ ও নির্বোধ আখ্যা দেয়। যেন আমি যুগের এই প্রতিভা আর বাগ্মীদের প্রতাপে ভয় পেয়েছি। তা না হলে তিনি তো পরিষ্কার অন্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আরবী তফসীর লেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন! এ উদ্দেশ্যে লাহোর এসেছিলেন কিন্তু আমি তার প্রতাপান্বিত মর্যাদা ও জ্ঞানের দাপটে পালিয়ে গিয়েছি। হে আকাশ! মিথ্যাবাদীদের ওপর অভিশাম্পাত বর্ষণ কর। আমীন। প্রিয় পাঠক! মিথ্যাবাদীকে লাঞ্ছিত করার জন্য, শুক্রবার ০৭ই জুন ১৯০০ সনের এই মুর্হুতে খোদা আমার হৃদয়ে একটি বিষয়ের প্রেরণা জুগিয়েছেন। আমি খোদা

স্বার্থপর, দাম্ভিক, অসদাচারী। লোকদের গালমন্দকারী আর নিজের বিরোধীদের মন্দ নামে অভিহিতকারী, কৃপণ, অর্থলোভী, মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল, বিশ্বাসঘাতক ও খুনী। কালিমাযুক্ত নোংরা-মন ও অন্ধ-হৃদয়ের অধিকারী

*** চলমান টীকা:** তা'লার শপথ করে বলছি যার জাহান্নাম মিথ্যাবাদীদের জন্য দাউদাউ করে জ্বলছে, আমি ভয়াবহ মিথ্যা দেখে স্বয়ং এ অসাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুরোধ করেছিলাম। পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেব যদি প্রামাণিক বাহাস ও সেটির সাথে বয়া'তের শর্ত বেধে না দিতেন, যে কারণে আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়েছে। তা না হলে কাদিয়ান ও লাহোরে যদি বরফের পাহাড়ও থাকত আর শৈত্য প্রবাহের দিন হত তথাপিও আমি লাহোর পৌঁছাতাম আর তাকে দেখাতাম যে, একে বলে ঐশী নির্দশন। কিন্তু তিনি প্রামাণিক বাহাস আর এরপর বয়া'তের শর্ত জুড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন আর এই নোংরা ষড়যন্ত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে নিজের সম্মানের তোয়াক্কা করেননি। পীর সাহেব যদি প্রকৃতপক্ষে বাগ্মিতাপূর্ণ আরবী তফসীরের ক্ষমতা রাখেন আর তিনি কোন ধোঁকা না দেন তাহলে এখনও তার মাঝে সেই ক্ষমতা অবশ্যই বিদ্যমান থাকবে। অতএব আমি তাকে খোদার শপথ দিচ্ছি, আমার এই অনুরোধকে এভাবে রক্ষা করুন যে,আমার দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বাগ্মিতার্পূণ আরবীতে সূরা ফাতেহার অনূন্য চার খন্ডের একটি তফসীর লিখুন আর আমিও খোদার কৃপা ও তাঁর প্রদত্ত শক্তির ভিত্তিতে আমার দাবির সমর্থনে এ সূরার বাগ্মিতাপূর্ণ আরবী তফসীর লিখব। এ তফসীর প্রণয়নে সমস্ত পৃথিবীর আলেমদের সহযোগিতা গ্রহণে তার স্বাধীনতা থাকবে। আরবের বাগ্মি ও বাক্যালঙ্কার বিশেষজ্ঞদের ডেকে নিন, লাহোর ও অন্যান্য শহরের আরবীজানা প্রফেসরদেরও সাহায্য চেয়ে ডেকে পাঠান। এ কাজের জন্য আমাদের উভয়ের ১৫ই ডিসেম্বর ১৯০০ ইং থেকে সত্তর (৭০) দিনের সুযোগ ধার্য থাকবে, একদিনও বেশি নয়। তফসীর লেখার পর তিন জন স্বনামধন্য আরব সাহিত্যিক যদি তার তফসীরকে বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার আবশ্যকীয় উপাদানে সমৃদ্ধ আখ্যা দেন এবং তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ মনে করেন তাহলে আমি নগদ ৫০০ (পাঁচশত) রুপী দিব। এছাড়া নিজের সমস্ত কিতাবাদী জ্বালিয়ে ফেলব আর তার হাতে বয়া'ত করে নিব। তবে ঘটনা যদি বিপরীত ঘটে বা এ সময়সীমা পর্যন্ত– অর্থাৎ, সত্তর দিনের মধ্যে তিনি কিছুই লিখতে না পারেন তাহলে এমন লোকদের নিকট থেকে আমার বয়া'ত নেয়ারও কোন অবশ্যকতা নেই আর টাকারও লোভ নেই; কেবল এটিই পরিষ্কার করব যে, তিনি পীর আখ্যায়িত হয়ে কিভাবে লজ্জাষ্কর মিথ্যা বলেছেন। আর কতই না অন্যায়, ইতরতা ও অসৎপন্থা অবলম্বনে কতক পত্রিকার মালিক তাদের পত্রিকায় তার সহযোগিতা করেছে। আমি ইনশাল্লাহ এ কাজকে 'তোহ্ফায়ে গুলড়াভীয়া' সমাপ্তির পর আরম্ভ করব। আমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি সত্যবাদী সে কখনও লজ্জিত হবে না। যে সব পত্রিকার মালিক না দেখে তাদেরকে সর্মথন করেছিল, এখনই সময় তারা তাদেরকে এ কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করুন। উভয় পক্ষের বই ছেপে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সত্তর দিনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। -লেখক

বিরোধীদের পক্ষ থেকে খোদার নবী ও প্রত্যাদিষ্টদের এ সমস্ত উপাধি দেয়া হয়ে থাকে। যেমন হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কেও এই আপত্তি অধিকাংশ অপবিত্র স্বভাবের লোকেরা উত্থাপন করে যে, তিনি স্বজাতির লোকদের এই বলে প্ররোচিত করেন, তোমরা মিসরীয়দের সোনাদানা, বাসনকোসন, গহনা ও দামী কাপড় কেবল এই বলে প্রতারণা মূলকভাবে ধার চাও যে, আমরা ইবাদতের জন্য যাচ্ছি। কিছুদিনের মধ্যে তোমাদের এই জিনিসগুলো এনে ফেরত দিয়ে দিব অথচ তাঁর হৃদয়ে ছিল ধোঁকা। পরিশেষে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আর মিথ্যা বলে অপরের সম্পদ নিজের কব্জায় নিয়ে কুক্ষিগত করে কেনানের দিকে পালিয়ে যান। বস্তুত এসব আপত্তি এমন যে সবগুলোর যদি যৌক্তিকভাবে উত্তর দেয়া হয় তাহলে অনেক দুর্ভাগা ও দুর্বল স্বভাব বিশিষ্টরা এ উত্তর শুনে আশ্বস্ত হতে পারে না। তাই এমন আপত্তিকারীদের উত্তরে খোদা তা'লার রীতি এটিই, যারা আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে আসেন, (আল্লাহ) তাদের অদ্ভুতভাবে সহায়তা করেন আর ধারাবাহিকভাবে ঐশী নির্দশন প্রদর্শন করেন এমন কি বুদ্ধিমান লোকদের নিজেদের ভুল স্বীকার করতে হয়। তাদের বোধোদয় হয় যে, এ ব্যক্তি যদি মিথ্যাবাদী ও নোংরা স্বভাবের হতো তাহলে তার এত সমর্থন কেন হচ্ছে? কেননা খোদা নিজের সত্যবাদী বন্ধুদের সাথে যেরূপ ভালোবাসা রেখে থাকেন সেরূপ একজন মিথ্যাবাদীকে ভালোবাসা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'লা এ দিকেই ইঙ্গিত করে এ আয়াতে বলেন, **"ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাতহাম্ মুবীনা লে ইয়াগফিরা লাকাল্লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবিকা ওয়ামা তাআখ্খারা"** (সূরা ফাতাহ্,আয়াত: ২-৩) অর্থাৎ, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে একটি মহান নিদর্শনরূপে মহা মর্যদাপূর্ণ বিজয় তোমাকে দান করেছি। উদ্দেশ্য হলো, ঐ সকল পাপ যা তোমার দিকে আরোপ করা হয় সেগুলোর ওপর সুস্পষ্ট বিজয়ের জ্যোতির্ময় চাদর টেনে সমালোচকদের ভ্রান্তিতে নিপতিত থাকা প্রমাণ করা। বস্তুত আদি থেকে যখন নবীদের আবির্ভাব শুরু হয়েছে, আল্লাহর রীতি এই যে, তিনি হাজার হাজার সমালোচকদের একটিই উত্তর দিয়ে থাকেন– অর্থাৎ, সমর্থনসূচক নির্দশনের মাধ্যমে নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়া প্রমাণ করে দেন। আর আলোর আগমনে এবং সূর্যের উদয়ে যেমন তৎক্ষণাৎ অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায় তদ্রূপ সমস্ত আপত্তি সমূহও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং আমি দেখছি আমার পক্ষ থেকেও খোদা এ উত্তরই দিচ্ছেন। আমি যদি প্রকৃতই

প্রতারক, পাপাচারী, অসৎ ও ধোঁকাবাজ হতাম তাহলে আমার মোকাবেলায় তাদের প্রাণ কেন বের হওয়ার উপক্রম হয়? বিষয়টি সহজ ছিল।*

কোন ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে আমার ও নিজেদের মধ্যকার সিদ্ধান্ত খোদার

---

* **টীকা:** আমি এ জায়গা পর্যন্ত পৌছালে মুন্সি এলাহী বখ্স একাউন্টেন্টের বই 'আ'সায়ে মূসা' আমার হস্তগত হয়। যাতে আমার ব্যক্তিগত বিষয়াদি সর্ম্পকে কেবল কুধারণার বশবর্তী হয়ে আর খোদার কতক সত্য ও পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে ত্বরাগ্রস্ততার সাথে আক্রমণ করা হয়েছে। সেই বইটি আমার হাত থেকে রাখার কিছুক্ষণ পর মুন্সী এলাহী বখ্শ সাহেব সম্পর্কে এ ইলহাম হয় 'ইউরিদুনা আইঁয়ারাও তামাছাকা ওয়াল্লাহু ইউরিদু আইঁয়ুরীকা এনা'আমাহুল এন'আমাতুল মুতাওয়াতেরাহ আনতা মিন্নী বিমানযিলাতি আওলাদী ওয়াল্লাহু ওয়ালীয়ুকা ওয়া রাব্বুকা ফাকুলনা ইয়া নারা কূনী বারদান ইন্নাল্লাহা মা'আল্লাযীনাত্তাকাও ওয়াল্লাযীনা হুম ইয়ুহ্সিনূনাল হুসনা' অনুবাদ: এ লোকেরা তোমার মধ্যে ঋতুস্রাবের রক্ত দেখতে চায়– অর্থাৎ, নাপাকি, নোংরামি ও অপবিত্রতার খোঁজে আছে। আর খোদা তোমার প্রতি নিজের অব্যাহত পুরস্কারসমূহকে পূর্ণ করতে চান। তোমার সাথে ঋতুস্রাবের রক্তের কীভাবে তুলনা হতে পারে আর সেটি তোমার মাঝে কোথায় অবশিষ্ট আছে? পবিত্র পরির্বতনসমূহ সেই রক্তকে সুন্দর বালকে পরিণত করেছে আর সেই রক্ত থেকে যে বালক জন্ম নিয়েছে সে আমার হাতে জন্ম নিয়েছে। এ কারণেই তুমি আমার সন্নিধানে সন্তানতূল্য– অর্থাৎ, যদিও সন্তানের হাড়-মাংস ঋতু স্রাবের রক্ত থেকেই সৃষ্টি হয় তথাপি সে ঋতু স্রাবের রক্তের ন্যায় অপবিত্র আখ্যায়িত হতে পারে না। তদ্রূপ তুমিও মানবের অবিচ্ছেদ্য স্বভাবগত অপবিত্রতা যা ঋতুস্রাবের সাথে সাদৃস্যপূর্ণ থেকে উন্নতি করে নিয়েছে। এখন এই পবিত্র সন্তানের মাঝে ঋতুস্রাবের রক্ত খোঁজা নির্বুদ্ধিতার কাজ, সে তো খোদার হাতে পবিত্র বালকে পরিণত হয়েছে আর তাঁর জন্য সন্তানতুল্য হয়েছে। খোদা তোমার অভিভাবক ও প্রতিপালনকারী এ জন্য বিশেষভাবে পৈত্রিক তুলনার বিষয়টি মাঝে এসেছে। 'আ'সায়ে মূসা' পুস্তকের মাধ্যমে যে আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করতে চেয়েছিল আমরা সেটিকে নির্বাপিত করে দিয়েছি। যারা পূণ্য কাজসমূহকে উত্তমভাবে সম্পাদনকারী ও তাকওয়ার সূক্ষ্ম দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারী, খোদা এমন পূণ্যবানদের সাথে আছেন– অর্থাৎ, সেই সকল লোক যারা পূর্ণ অনুসন্ধান ব্যাতিরেকে আয়াত **"ওয়াই লুল্লি কুল্লি হুমাযাতিল লুমাযাহ"** (সূরা হুমাযা, আয়াত: ০২; অর্থাৎ, দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারী ও অপবাদকারীর জন্য)-এর সত্যায়নকারী হয়ে থাকে। সেই সকল লোকদের সাথে খোদা নেই তাদের জন্য রয়েছে **"ওয়াইল"** (দুর্ভোগ)– অর্থাৎ, জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি। পরিতাপ! মুন্সী সাহেব ঐ নিরর্থক সমালোচনার পূর্বে এই আয়াতে চিন্তা করেননি তবে ভালো হয়েছে যে, তিনি নিজের এই নোংরামীর প্রতিদানও খোদা তা'লার কাছ থেকে হাতে-হাতে পেয়ে গিয়েছেন– অর্থাৎ, বারবার তিনি সেই ইলহাম লাভ করেন যা আ'সায়ে মূসা পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে অর্থাৎ

ওপর ছেড়ে দিত অতঃপর খোদার কর্মকে বিচারকের সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নিত। কিন্তু এই লোকদের তো এ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার নাম শুনতেই প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। মেহের আলী শাহ্ গুলড়াভীকে সত্য মনে করা

*** চলমান টীকা:** 'ইন্নী মুহীনুন লিমান আরাদা ইহানাতাকা'– অর্থাৎ, আমি তোমাকে সেই ব্যক্তির প্রতি সমর্থন প্রকাশার্থে লাঞ্ছিত করব, যার সম্পর্কে তোমার ধারণা ছিল সে আমাকে লাঞ্ছিত করতে চায়– অর্থাৎ, এ অধম। লক্ষ্য কর! এটি কেমন উজ্জ্বল নিদর্শন যা আয়াত **"ওয়াই লুল্লি কুল্লি হুমাযাতিল লোমাযাহ"** (সূরা হুমাযা,আয়াত: ০২; অর্থাৎ, দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারী ও অপবাদকারীদের জন্য)-কে নির্বিঘ্নে সত্যায়ন করে দিয়েছে। পৃথিবীর সকল মৌলভীদের জিজ্ঞাসা কর যে, এই ইলহামের অর্থ এটিই কিনা আর 'মুহীনুন' শব্দটি 'মুহীনুকা'-এর স্থলাভিষিক্ত। মুন্সী এলাহী বখ্শ সাহেব যদি খোদাকে ভয় করেন, তাহলে এটি একটি বড় নিদর্শন। অপমানের জন্য মুন্সী সাহেবের দু'টি রাস্তার কথা চিন্তায় এসেছে (১) প্রথমত, যতগুলো বইয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলো প্রকাশ করেননি, এটি চিন্তা করেনি যে, যদি কিছু বিলম্ব হয়ে যায় (তাহলে কী হয়েছে), কুরআন শরীফও তো ২৩ বছরে পূর্ণতা লাভ করেছে। আপনি অভিসন্ধি সম্পর্কে কীভাবে জেনে গেলেন। মানুষ খোদা তা'লার ইচ্ছার অধীনে, 'ওয়া ইন্নামাল্ আ'মালু বিন্নিয়্যাত' (অর্থাৎ, কর্মের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল) অথচ বারবার এ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছিল, যেই ত্বরাগ্রস্ত কিছু দিয়েছে সে ফেরৎ নিক। তাহলে কুচিন্তার অধিকারী ছাড়া আপত্তির কী সুযোগ ছিল। (২) দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি মর্মে যে আপত্তি রয়েছে, এটির উত্তর হচ্ছে এই, 'লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন' (অর্থাৎ, মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহ তা'লার অভিসম্পাত)। শতাধিক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে, হাজার হাজার মানুষ সাক্ষী আর আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ শর্তসাপেক্ষ ছিল, নিজের শর্তানুযায়ী পূর্ণ হয়েছে। সত্যি করে বলুন, সেই ইলহাম কি শর্তসাপেক্ষ ছিল না? সত্যকে অস্বীকার করা অভিশপ্তদের কাজ। বিচার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যদি আমাদের এ ধারণাও জন্মায় যে আথম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মারা যাবে– তা হলেও এ আপত্তি করা কেবল তখন সম্ভব হতে পারে যদি প্রথমে আপনি ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যান, কেননা 'যাহাবা ওয়াহ্লী' হাদীস অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও ভুল ছিল। সুতরাং এই ভুলের কারণে আপনার নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী মহানবী (সা.)-ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হন (না'উযুবিল্লাহ)। প্রথমে এ প্রশ্নের উত্তর দাও তারপর আমার ওপর আপত্তি কর। অনুরূপভাবে আহমদ বেগের জামাতার ভবিষ্যদ্বাণীও শর্তসাপেক্ষ ছিল, কিঞ্চিৎ পরিমাণ ঈমানও যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে কেন শর্ত পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করছ না। অথচ এটি কেমন সততা যে সমস্ত বইয়ে লেখরামের ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখও করেনি। সেই ভবিষ্যদ্বাণী কি পূর্ণ হয়েছে না-কি হয়নি? ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কি আহমদ বেগ মারা গিয়েছে না যায় নি? এই তো সেদিনের কথা

আর এটি মনে করা যে, সে বিজয় লাভ করে লাহোর থেকে চলে গিয়েছে এটি কি এ বিষয়ের শক্তিশালী প্রমাণ নয় যে, তাদের হৃদয়গুলো বিকৃত হয়ে গেছে। তাদের না আছে কোন খোদার ভয় না হিসাব দিবসের। তাদের হৃদয় দুঃসাহস, অহংকার ও অসিষ্টাচারে পূর্ণ হয়ে গেছে যেন মরতে হবে না। ঈমান ও লজ্জার ভিত্তিতে যদি কাজ করত তাহলে পীর মেহের আলী গুলড়াভী আমার বিরুদ্ধে যা করেছে সেটিকে ঘৃণা করত। আমি কি তাকে এজন্য আহ্বান জানিয়ে ছিলাম যে, আমি তার সাথে একটি প্রামাণিক বাহাস করে বয়া'ত করে নিব? যেখানে আমি বারবার বলছি, খোদা আমাকে মসীহ মাওউদ করে পাঠিয়েছেন আর আমাকে বলে দিয়েছেন যে, অমুক হাদীস সত্য আর অমুক হাদীস মিথ্যা। এছাড়া কুরআনের সঠিক অর্থ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছেন। সেখানে আমি এ সকল লোকের সাথে কীভাবে কোন কথায়, কোন উদ্দেশ্যে প্রামাণিক বাহাস করব? কেননা যখন কিনা আমি নিজের ওহীতে তেমনই বিশ্বাসী যেমন তওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআন করিমে। অতএব তাদের এ প্রত্যাশা করার কোন যুক্তি আছে কি যে, আমি তাদের কল্পনা বরং **দুর্বল কথাবার্তার স্তুপের জন্য নিজের বিশ্বাসকে বিসর্জন দিব যা নিশ্চিত বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর ঐ লোকেরাও নিজেদের হঠকারিতা পরিহার করতে পারে না। কেননা আমার বিরোধিতায় মিথ্যা পুস্তকসমূহ প্রকাশ করে রেখেছে। তাই এখন তাদের প্রত্যাবর্তন 'আশাদ্দু মিনাল মওত' (অর্থাৎ, মৃত্যু অপেক্ষা অধিক কঠিন বিষয়)। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে বাহাসের মাধ্যমে কোন সুফল লাভের সম্ভাবনা ছিল কী? এমতাবস্থায় যখন কিনা আমি বিজ্ঞাপন দিয়েছি যে, ভবিষ্যতে কোন মৌলভী প্রমুখের সাথে প্রামাণিক বাহাস করব না। তাই ন্যায় বিচার ও পবিত্র উদ্দেশ্যের এটি চিহ্ন ছিল, আমার সামনে সেই প্রামাণিক বাহাসের নামও না নিত। আমি কি নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারতাম? অতঃপর মেহের আলী শাহ্-এর হৃদয়ে যদি বিশৃঙ্খলা না থাকত তাহলে সে আমার নিকট এমন বাহাসের অনুরোধ কেন করে যাকে আমি দৃঢ় প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ছেড়ে এসেছিলাম। অতএব এ আবেদনে লোকদের মাঝে**

*** চলমান টীকা:** আপনার সম্মানিত বন্ধু ডেপুটি ফাতেহ আলী শাহ্ সাহেব আমার জিজ্ঞাসা করার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, খুবই পরিষ্কারভাবে লেখরামের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। আপনি সেই দলের সদস্য হয়েও এখন অস্বীকার করছেন। -লেখক

এই ভুল ধারণা সৃষ্টি করে, যেন সে আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। লক্ষ্য কর! এরা কেমন ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করেছে আর নিজেদের বিজ্ঞাপনে এটি লিখেছে যে, প্রথমত প্রামাণিক বাহাস কর আর শেখ মুহাম্মদ হোসেইন বাটালভী ও তার দুই সহচর যদি শপথ করে বলে দেয় যে, সঠিক বিশ্বাস সেটি– যা মেহের আলী শাহ্ উপস্থাপন করে; তাহলে নির্দ্বিধায় সেই মজলিসে তার হাতে বয়া'ত নিয়ে নাও। এখন দেখ! পৃথিবীতে এর চেয়েও বড় কোন প্রতারণা আছে কী? আমি তো তাদের নিদর্শন অবলোকন ও প্রদর্শনের জন্য আহ্বান জানিয়ে ছিলাম আর এটি বলেছিলাম, উভয় পক্ষ নিদর্শন হিসেবে কুরআন শরীফের কোন সূরার আরবী তফসীর লেখুক। যার তফসীর ও আরবী বাক্যাবলী ভাষার বাগ্মিতা এবং আলঙ্কারিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে নিদর্শনের পর্যায়ে উপনীত বলে প্রমাণিত হবে সে-ই আল্লাহ কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত করা উচিত। আর পরিষ্কার লেখেছিলাম যে, কোন প্রামাণিক বাহাস হবে না, এ প্রতিদ্বন্দিতা হবে শুধুমাত্র নিদর্শন দর্শন ও প্রদর্শনের। কিন্তু পীর সাহেব আমার এই সমস্ত আহ্বানকে অগ্রাহ্য করে পুনরায় প্রামাণিক বাহাসের অনুরোধ করে বসেন। আর সেটিকেই সিদ্ধান্তের কেন্দ্রবিন্দু আখ্যা দিয়েছেন আর লেখে দিয়েছেন, 'আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করে নিয়েছি কেবল একটি অতিরিক্ত শর্ত সংযুক্ত করেছি।' হে প্রতারক! খোদা তোমার থেকে হিসাব নিন, যখন কিনা তোমার পক্ষ থেকে প্রামাণিক বাহাসের ওপর বয়া'তের ভিত্তি রাখা হয়েছে সেখানে তুমি আমার শর্ত কী-ই-বা মানলে যাকে আমি প্রচারিত বিজ্ঞাপনের প্রতিশ্রুতির কারণে কোন ভাবে গ্রহণ করতে পারতাম না। তাই প্রশ্ন দাড়ায় আমার আমন্ত্রণ কী কবুল করা হলো? আর বয়া'তের পরে সেটির ওপর আমল করার কোন সুযোগ অবশিষ্ট রইল? এই ষড়যন্ত্র কি এমন নয়– যা লোকদের বোধগম্য হওয়া সম্ভব ছিল না? নিঃসন্দেহে বুঝেছে; কিন্তু জেনেশুনে সত্যকে জলাঞ্জলি দিল। বস্তুত এ হচ্ছে তাদের ঈমান, এত বড় অন্যায়ের পরও নিজেদের বিজ্ঞাপনসমূহে হাজার হাজার গালমন্দ করছে। যেন মরতে হবে না আর কেমন আনন্দের সাথে বলে, মেহের আলী শাহ্ সাহেব লাহোর এসেছিলেন কিন্তু তাঁর সাথে মোকাবেলা করে নাই। যাদের হৃদয়ে আল্লাহ অভিশাম্পাত করেন আমি তাদের কী চিকিৎসা করব? আমার হৃদয় সিদ্ধান্তের জন্য ব্যাকুল ছিল যে, এদের মধ্য থেকে কেউ নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা আর সদিচ্ছা নিয়ে সিদ্ধান্ত করাতে চাইবে। কিন্তু পরিতাপ! একটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে

এখন পর্যন্ত আমার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি। এরা আন্তরিকতার সাথে ময়দানে অবতীর্ণ হয় না। খোদা সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুত, যুগ স্বয়ং সেভাবে আকুল হয়ে সিদ্ধান্তের প্রত্যাশা করছে যেভাবে সেই বাচ্চা প্রসবকারিনী উষ্ট্রী প্রসবের অপেক্ষায় লেজ উচিয়ে রাখে। হায়! তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি সিদ্ধান্তের প্রত্যাশী হত। হায়! তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি সঠিক পথ প্রাপ্ত হত! আমি অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে আহ্বান জানাচ্ছি আর এ লোকেরা অনুমানের ওপর নির্ভর করে আমার অস্বীকার করছে। তাদের সমালোচনা গুলোও এ কারণেই হয়ে থাকে যে, কোথাও সুযোগ হাতে এসে যাক। হে নির্বোধ জাতি! এ জামা'ত ঊর্ধ্বলোক থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তোমরা খোদার সাথে লড়াই করো না, তাঁর কথা ও মর্যাদা সর্বদা সমুন্নত, তোমরা একে ধ্বংস করতে পারবে না। তোমাদের হাতে কী আছে? কেবল কতক সেই সব হাদীস– যা ৭৩ ফিরকা পরস্পর টুকরা টুকরা করে নিজেদের মাঝে ভাগ করে রেখেছে। সত্যের অভিজ্ঞতা আর দৃঢ় বিশ্বাস কোথায়? তোমরা একে অন্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। এটি কি আবশ্যক ছিল না যে, ঐশী মীমাংসাকারী– অর্থাৎ, সিদ্ধান্তকারী তোমাদের মাঝে অবতীর্ণ হয়ে তোমাদের হাদীসের স্তুপ থেকে কিছু গ্রহণ করতেন আর কিছু বর্জন করতেন? সুতরাং এখন এটিই হয়েছে। সেই ব্যক্তি কিসের বিচারক যিনি তোমাদের সমস্ত কথা মানতে থাকবেন আর কোন কথাকে রদ করবেন না। খোদার পক্ষ থেকে তোমাদের সংশোধনের জন্য সৃষ্ট জামা'তকে মূল্যহীন জ্ঞান করো না। নিজের আত্মার প্রতি যুলুম করো না। নিশ্চিত জেনে রাখ, এ ব্যবস্থাপনা যদি মানুষের হাতে প্রতিষ্ঠিত হতো আর কোন অদৃশ্য হাত এর সমর্থনে না থাকত তাহলে কবেই এই জামা'ত ধ্বংস হয়ে যেত। এমন মিথ্যাবাদী এত ত্বরিৎ ধ্বংস হয়ে যেত যে এখন সেটির হাড়ও পাওয়া যেত না। সুতরাং নিজেদের বিরোধিতার বিষয়ে পুনরায় চিন্তা ভাবনা কর। নূন্যতম এটিতো ভাব যে, সম্ভবত ভুল হয়ে গিয়ে থাকবে আর সম্ভবত তোমাদের এ লড়াই খোদার সাথে হচ্ছে। আমার ওপর কেন অপবাদ দিচ্ছ যে, 'বারাহীনে আহমদীয়ার অর্থ আত্মসাৎ করেছে'।*

---

* **টীকা:** মুন্সী এলাহী বখ্শ সাহেব নিজের পুস্তক 'আ'সায়েমূসা'কে মিথ্যা অভিযোগ, অপবাদ আরোপ আর ঘটনার বিপরীত অবাস্তব নোংরা আবর্জনায় এমন ভাবে পূর্ণ করে রেখেছেন যেমন একটি নর্দমা ও পয়োনিষ্কাশনের রাস্তা নোংরা কাদায় ভরে যায় বা যেভাবে শৌচাগার মলে। খোদাভীতিকে বিসর্জন দিয়ে ঘৃণ্য শত্রুর ন্যায় প্রতারণামূলক

আমার প্রতি যদি তোমাদের কোন অধিকার থাকে যার জন্য ঈমানের ভিত্তিতে আমাকে ধৃত করতে পার অথবা আমি এখন পর্যন্ত তোমাদের কোন ঋণ পরিশোধ না করে থাকি বা তোমরা কোন প্রাপ্য চেয়েছ আর আমার পক্ষ থেকে অস্বীকার হয়েছে তাহলে প্রমাণ সাপেক্ষে আমার নিকট সেই দাবি কর।

*** চলমান টীকা:** ভাবে আমার সম্মানে আঘাত হেনেছে। তিনি নিশ্চিত জেনে রাখুন, এ কাজটি তিনি ভাল করেন নি। আর তিনি যা লেখেছেন তা সে সব গালমন্দের চেয়ে বেশি নয় যা হযরত মূসা, হযরত মসীহ ও আমাদের নেতা সাল্লাল্লাহুআলাইহি সাল্লামকে দেয়া হয়েছিল। পরিতাপ! তিনি আয়াত **"ওয়াইলুল্লি কুল্লি হুমাযাতিল লুমাযাহ"** (সূরা হুমাযা, আয়াত: ২; অর্থাৎ, দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারীর এবং অপবাদকারীর জন্য)-এর **"ওয়াইলের" সতর্কবাণীকে আদৌ ভয় করলেন না। আর তিনি আয়াত "লা তাক্বফু মা লাইসা লাকা বিহি ইলম"** (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩৭; অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার জানা নেই সে বিষয়ে কোন অবস্থান নিও না।)-এরও কোন তোয়ক্কা করেননি। তিনি বারবার আমার সম্পর্কে লিখেন, আমি নাকি তাকে আশস্ত করেছি যে, আমি তার মিথ্যা আরোপের প্রেক্ষিতে কোন মানুষের আদালতে নালিশ করবো না। সুতরাং আমি বলছি যে, আমি না কেবল মানবীয় আদালতে নালিশ করবো না বরং আমি খোদার আদালতেও নালিশ করব না। কিন্তু তিনি যেহেতু সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা ও লজ্জাষ্কর আপত্তি আমার প্রতি আরোপ করেছেন আর আমাকে অসম্পাদিত পাপের দুঃখ দিয়েছেন। এ কারণে আমি কখনও বিশ্বাস করি না যে, আমি সে সময়ের পূর্বে মারা যাব যতদিন আমার সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে সেই মিথ্যা অপবাদসমূহ থেকে মুক্তি দিয়ে তার মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণ না করবেন। 'আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আ'লাল কাযেবীন'। এ সম্পর্কেই বৃহস্পতিবার, ৬ ডিসেম্বর ১৯০০ ইং তারিখে আমার প্রতি নিশ্চিত ও সুদৃঢ় এ ইলহাম হয়, 'বারমাকাম ফলক শুদাহ ইয়া রাব্ব গর উমিদে দেহেম মিদারে আজব' [অর্থাৎ, হে প্রভু-প্রতিপালাক! আমার আহাজারি আকাশে পৌঁছে গেছে, তাই (হে অস্বিকারকারীরা!) আশ্বাস দেয়া হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।]

ইনশাআল্লাহ তা'লা ১১'র পর। আমি জানি না এগার দিন, এগার সপ্তাহ বা এগার মাস বা এগার বছর; তবে অবশ্যই আমার নির্দোষ হওয়ার প্রমাণ নিয়ে একটি নিদর্শন এই সময় সীমার মধ্যে প্রকাশ পাবে যা তাকে খুবই লজ্জিত করবে। খোদার বাণীকে হাসিঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করো না। পাহাড় স্থানচ্যুত হতে পারে, নদী শুকিয়ে যেতে পারে, ঋতু পরিবর্তিত হয়ে যায় কিন্তু খোদার বাণী পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পরিবর্তন হয় না। অস্বীকারকারী বলে অমুক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি। হে কঠোর হৃদয়ের অধিকারী! খোদার সম্মুখে লজ্জিত হও। সেই সব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে আর অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এ যুগ সমাপ্ত হবে না। পৃথিবী এখন পর্যন্ত শতাধিক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখেছে। লজ্জা ও ন্যায়বিচারকে কেন বিসর্জন দিচ্ছ? -লেখক

উদাহরণস্বরূপ আমি যদি বারাহীনে আহমদীয়ার মূল্য তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকি তাহলে তোমাদেরকে খোদার কসম দিচ্ছি যার সম্মুখে তোমাদের উপস্থাপিত করা হবে, বারাহীনে আহমদীয়ার চার খণ্ড আমাকে ফেরত দাও আর নিজের রুপী ফেরত নাও। লক্ষ কর! আমি পরিষ্কার ভাষায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, এখন এরপরে তোমরা যদি বারাহীনে আহমদীয়ার মূল্য ফেরত চাও আর আমার কোন বন্ধুকে চার খণ্ড দেখিয়ে 'ভ্যালু পেয়েবল' লেখে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও, আমি সেগুলো গ্রহণের পর সেই চার খন্ডের মূল্য যদি পরিশোধ না করি তাহলে আমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ হবে। এরপরও তোমরা যদি আপত্তি করা থেকে বিরত না হও আর আমার পুস্তক ফেরত দিয়ে মূল্য না নাও তাহলে তোমাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ হোক। এভাবে প্রতিটি পাওনার প্রমাণ দিয়ে আমার নিকট থেকে নিয়ে যাও। এখন বল, আমি এর চেয়ে বেশি কী বলতে পারি? যদি কোন পাওনাদার এমনিতে না আসে তাহলে আমি তাকে অভিশাপের ভয় দেখিয়ে প্রস্তুত করছি। ইতোপূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ার মূল্য ফেরতের ব্যাপারে আমি তিনটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি যার বিষয়বস্তু এটিই ছিল যে আমি মূল্য ফেরত দিতে প্রস্তুত। আমার বইয়ের চার খণ্ড ফেরত দিয়ে যে সামান্য কিছু অর্থের জন্য মারা যাচ্ছে সেটি আমার থেকে নিয়ে নিক।

والسلام علىٰ من اتّبع الهدىٰ

(অর্থাৎ, এবং হেদায়াতের অনুসরণকারীর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।)

বিজ্ঞাপনদাতা

১৫ ডিসেম্বর ১৯০০ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

ইসলামের জন্য একটি আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতার আবশ্যকতা

হে সম্মানিত পাঠকগণ!

ঈমানের সাথে ন্যায়সংগত ভাবে চিন্তা করুন, বর্তমানে ইসলাম কেমন অধঃপতনের সম্মুখীন। একটি শিশু যেভাবে নেকড়ের মুখে ভয়ংকর পরিস্থিতিতে থাকে তদ্রূপ অবস্থাই বর্তমানে ইসলামের। ইসলাম দুটি বিপদের সম্মুখীন (১) প্রথমত, অভ্যন্তরীণ দলাদলি ও পারস্পরিক কপটতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে আর এক ফিরকা অন্য ফিরকার প্রতি ক্ষেপে আছে। (২) দ্বিতীয়ত, বহিরাগত আক্রমণ মিথ্যা যুক্তির মাধ্যমে এত প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ হানছে যে, যখন থেকে আদম সৃষ্টি হয়েছে অথবা এভাবে বল, যখন থেকে নবুয়তের ভিত্তি সূচিত হয়েছে পৃথিবীতে এ আক্রমণ সমূহের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। ইসলাম সেই ধর্ম ছিল যাতে এক ব্যক্তির মুরতাদ হওয়ার প্রেক্ষিতে মুসলমান জাতিতে কিয়ামতসদৃশ দৃশ্যের অবতারণা হত আর কোন ব্যক্তির ইসলামের স্বাদ গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যাওয়া অসম্ভব মনে করা হত; অথচ বর্তমানে এই বৃটিশ ইন্ডিয়াতে হাজার হাজার মুরতাদ দেখতে পাবে বরং এমনও আছে যারা ইসলামের অবমাননা আর রাসূলে করিম (সা.)-কে গালমন্দ দিতে কোন ত্রুটি অবশিষ্ট রাখে নি। এটি ছাড়া সম্প্রতি এ বিপদও আপতিত হয়েছে যে, যখন শতাব্দীর ঠিক শিরোভাগে খোদা তা'লা *সংস্কার ও সংশোধনের জন্য আর যথোপযুক্ত আবশ্যকীয় সেবা প্রদানের জন্য উপযুক্ত

---

* **টীকা:** এই হাদীসকে আহলে সুন্নাতের সকল বড় নেতারা (সঠিক হিসাবে) গ্রহন করে আসছেন, প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদের আবির্ভাব হবে। তবে মুজাদ্দিদগণের যেসব নাম তারা উল্লেখ করেন তা স্পষ্ট ভাবে ওহীর আলোকে নির্ধারণ করেননি। কেবল 'ইজতেহাদী' (অর্থাৎ, নিজের ব্যখ্যাগত) ধারণা। আমার দ্বারা খোদাতা'লা শতাধিক নিদর্শন প্রকাশ করেছেন, সেগুলো 'তিরয়াকুল কুলূব' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপ আমাদের বিরোধীরা পূর্ববর্তী অস্বীকারকারীদের ন্যায় হয়ে গেছে যারা 'হুদায়বিয়াহ' সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী বারবার উল্লেখ করত বা ঐ ইহুদীদের ন্যায় যারা হযরত মসীহকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার জন্য এখন পর্যন্ত তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো উল্লেখ করে থাকে যে, তিনি বলেছিলেন, 'আমি দাউদের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব; উপরন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'আমি যখন ফেরত আসব তখনও (এ যুগের) কিছু লোক জীবিত থাকবে'। একইভাবে এই লোকেরাও সেই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছে না

একজন বান্দাকে পাঠালেন আর তার নাম মসীহ্ মাওউদ রাখলেন। এটি ছিল খোদার কাজ যা একান্ত প্রয়োজনের সময় প্রকাশিত হয়েছে আর আকাশ এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। এ ছাড়া আরো অনেক নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিকাংশ মুসলমান সেটিকে গ্রহণ করেনি। বরং তার নাম রেখেছে কাফের, দাজ্জাল, বেঈমান, প্রতারক, খেয়ানতকারী, মিথ্যাবাদী, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, সম্পদ ভক্ষণকারী, যালেম, মানুষের অধিকার খর্বকারী এবং ইংরেজদের তোষামোদকারী আর তার সাথে যাচ্ছে তাই আচরণ করেছে, অথচ এটি ছিল খোদার কাজ যা একান্ত প্রয়োজনের সময় প্রকাশিত হয়েছে আর আকাশ এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। এছাড়া আরও অনেক নিদর্শন

*** চলমান টীকা:** যার শতাধিক পূর্ণতা লাভ করেছে আর দেশের সর্বত্র প্রকাশিত হয়েছে। আর তাদের নির্বুদ্ধিতা ও ঔদাসীন্যের কারণে যে, দুই-একটি ভবিষ্যদ্বাণী তারা বুঝতে পারে নি সেগুলোরই বারবার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে। তারা চিন্তা করে না এরূপ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যদি বৈধ হত তাহলে এ পরিস্থিতিতে এ আপত্তি সকল নবীদের ওপর বর্তাবে আর তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর ঈমান আনার রাস্তা রুদ্ধ হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরুপ, যে ব্যক্তি আথম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী বা আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীতে আপত্তি উত্থাপন করে সে কি 'হুদায়বিয়াহ' সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী ভুলে গেছে? যাতে বিশ্বাস আনয়ন করে মহানবী (সা.) বড় একটি সৈন্যদল নিয়ে মক্কা মুয়া'য্যেমার অভিমুখে যাত্রা করেন। ইউনুস নবীর চল্লিশ দিন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী কি স্মরণ নেই? পরিতাপ! আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেব গযনভী সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীরও বেশ সম্মান করা হয়েছে! 'কাদিয়ানে জ্যোতি অবতীর্ণ হয়েছে আর সেই জ্যোতি হচ্ছেন মির্যা গোলাম আহমদ। যার থেকে আমার সন্তানরা বঞ্চিত থাকল (সন্তানদের মধ্যে মুরীদও অন্তর্ভুক্ত)।' অথচ যে অবস্থায় মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী কেবল একটি নয়, চারটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (১) আথম সম্পর্কিত (২) লেখরাম সম্পর্কিত (৩) আহমদ বেগ সম্পর্কিত (৪) আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কিত। চার জনের মাঝে তিন জন মারা গেছে একজন অবশিষ্ট আছে, যার সম্পর্কে শর্তসাপেক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যেমন কিনা আথমের (ভবিষ্যদ্বাণী) শর্তসাপেক্ষ ছিল। এখন বারবার চিৎকার করা যে, এই চতুর্থটিও কেন দ্রুত পূর্ণ হচ্ছে না। আর এ কারণে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কি তাদের কাজ হতে পারে যারা খোদকে ভয় করে? হে বিদ্বেষপরায়ণ লোকেরা! এত মিথ্যা বলা তোমাদের কে শিখিয়েছে? উদাহারণ স্বরূপ একটি সভা বাটালাতে আহ্বান কর এরপর শয়তানী প্ররোচনা থেকে মুক্ত হয়ে আমার বক্তৃতা শোন। তারপর আমার একশত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য থেকে একটিও যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে আমি মেনে নিব, **'আমি মিথ্যাবাদী'**। কিন্তু এমনিতেই যদি খোদার সাথে লড়াই করতে চাও তাহলে ধৈর্য্য ধারণ কর এবং নিজ পরিণাম প্রত্যক্ষ কর। -লেখক

প্রকাশিত হয়েছে। এবং অনেকেই এই অজুহাত উত্থাপন করেছে, এ ব্যক্তি যেসব ইলহাম লাভ করে সেগুলো সব শয়তানী বা নিজের মনগড়া। এছাড়া এ-ও বলেছে যে, আমরাও খোদার নিকট থেকে ইলহাম পাই আর খোদা আমাদেরকে বলেন, প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তি কাফের, দাজ্জাল, মিথ্যাবাদী, বেঈমান ও জাহান্নামী*। অতএব যে ব্যক্তিদের প্রতি এ ইলহাম হয়েছে তারা চার-এরও অধিক হবেন। বস্তুত এগুলো হলো কাফের আখ্যা দেয়ার ইলহাম। এছাড়া সত্যায়নের জন্য আমার যে সকল ঐশী বাক্যালাপ ও কথোপকথন

*** টীকা:** ইলহামের দাবিদার মুন্সী এলাহী বখ্শ একাউনটেন্ট সদ্য একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন যার নাম রেখেছেন 'আ'সায়ে মূসা'। সেটিতে ইশারায় আমাকে ফেরাউন আখ্যা দেয়া হয়েছে আর তার সেই পুস্তকে এমন অনেক ইলহাম উল্লেখ হয়েছে যেগুলোর অর্থ হচ্ছে এ ব্যাক্তি মিথ্যাবাদী আর তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমনকারী জ্ঞানকারী ও তার দাবির সত্যায়নকারীরা হচ্ছে গর্দভ। অতএব এ ইলহামও রয়েছে 'ঈসা নাতুয়াঁ গাশত বা তাসদীক খারে চানদ। সালাত বার আংস কেহ্ ঈঁ ভিরদ বাগোয়েদ' (অর্থাৎ, দুর্বল ঈসার সত্যায়নকারীগণ কতক গাধা, যে এটি বিনয়ের সাথে বলবে তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) উত্তরে কার্যতঃ কেবল এতটুকু লেখা যথেষ্ট যে, আমার সত্যায়নকারীরা যদি গর্দভ হয় তাহলে মুন্সী সাহবে বড় বিপদে পড়ে যাবেন। কেননা যার বয়া'তে তিনি অত্যন্ত গর্বিত সেই শিক্ষক ও গুরু আমার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন যে, তিনি (অর্থাৎ, আমি) খোদার পক্ষ থেকে ঐশী জ্যোতি। যদিও এ সম্পর্কে তিনি নিজের একটি ইলহাম আমাকে লিখেছিলেন। কিন্তু এ লোকেরা আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করার নয়। এজন্য আমি আব্দুল্লাহ সাহেবের বর্ণনার সত্যায়নে সেই দুটি সাক্ষ্য উপস্থাপন করছি যারা মুন্সী সাহেবের বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত। (১) হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব যিনি মুন্সী এলাহী বখ্শ সাহেবের বন্ধু, হতে পারে হাফেয সাহেব তার বন্ধুত্বের খাতিরে সেই সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করবেন কিন্তু তাদেরকে বাধ্য করার জন্য আমরা সেই প্রমাণ পেয়ে গেছি যার কল্যাণে তারা এখন কাবু হয়ে গেছেন। নির্ধারিত সভায় সেই প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে। (২) এ সম্পর্কে দ্বিতীয় সাক্ষ্য তার ভাই মুন্সী মুহাম্মদ ইয়াকুব। তার স্বাক্ষরিত লেখাও মজুদ আছে। এখন মুন্সী এলাহী বখ্শ সাহেবের দায়িত্ব হল, একটি জলসার আয়োজন করে ঐ দুই সাহেবকে জলসায় ডেকে এনে আমার অথবা আমি যাকে নিজের জায়গায় নির্ধারণ করব তার সামনাসামনি হাফেয সাহেব ও মুন্সী ইয়াকুব সাহেব থেকে শপথ গ্রহণপূর্বক এই সাক্ষ্য তলব করা। হাফেয সাহেব যদি ঈমানকে জলাঞ্জলি দিয়ে অস্বীকার করে তাহলে সেই প্রমাণকে প্রত্যক্ষ করুন যা আমাদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত হবে অতঃপর নিজেই বিচার করুন। এরই ভিত্তিতে মুন্সী সাহেবের সমুদয় ইলহাম পরখ করে নেয়া হবে। কেননা তার প্রথম ইলহামই মুরশেদের সম্মান ধূলোয় মিশিয়েছে। আর তাঁর নাম গর্দভ রেখেছে বরং সকল গর্দভদের ওপরে। কেননা তিনিই তো প্রথম

রয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে কতক দৃষ্টান্ত স্বরূপ এ পুস্তিকায় লেখা হয়েছে। আর এতদ্ব্যতীত কতক খোদাপ্রেমিক আমার সাবালকত্বেরও পূর্বে আমার ও আমার গ্রামের নাম নিয়ে আমার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তিনিই মসীহ মাওউদ। এছাড়া অনেকেই বর্ণনা করেছেন যে, আমরা স্বপ্নে নবী করিম (সা.)-কে দেখেছি আর তিনি (সা.) বলেছেন, এই ব্যাক্তি সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং আমাদের পক্ষ থেকেই। যেমন সিন্ধুর ঝান্ডেওয়ালা পীর সাহেব সিন্ধী যার মুরীদ লক্ষাধিক হবে তিনি তার দিব্যর্দশন স্বীয় মুরীদদের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। উপরন্ত অন্যান্য পূণ্যবাণ ব্যাক্তিগণও দুই শতাধিক-এর চেয়ে বেশি বার মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেন আর বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) পরিষ্কার ভাষায় এই অধমের মসীহ মাওউদ হওয়ার সত্যায়ন করেছেন। নদী বিভাগীয় কর্মকর্তা হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ নামী এক ব্যক্তি সরাসরি আমাকে এই সংবাদ দেন,* মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেব গযনভী স্বপ্নে দেখেন, আকাশ থেকে একটি জ্যোতি কাদিয়ানে অবতরণ করে (অর্থাৎ, এই অধমের ওপর)।

*** চলমান টীকা:** সত্যায়নকারী তাই এর মাধ্যমে অন্যদের প্রকৃত অবস্থা নিজে বুঝে নিন। তবে তিনি জবাব দিতে পারেন, আমার ইলহাম যেমন আমার গুরুর ওপর হামলা করে তাকে অসম্মানিত করেছে তদ্রূপ আমার সম্মানও তো এ থেকে রক্ষা পায়নি। কেননা সেই ইলহাম যা তিনি তার পুস্তক 'আ'সায়ে মূসা'-এর ৩৫৫ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন, অর্থাৎ, 'ইন্নী মুহীনুন্ লেমান আরাদা ইহানাতাকা' তে 'লাম' এখানে ইলমে নাহাব শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী (ইসমে মওসূলের পর আসার কারণে) প্রতিপক্ষকে লাভবান হওয়ার সুযোগ দেয়। এটির অর্থ হলো, আমি তোমার বিরোধীর সাহায্য ও সহযোগিতার খাতিরে তোমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করব আর যদি বল এতে লিপিকারের ভুল রয়েছে এবং বস্তুত 'লাম' নেই। তাহলে এর উত্তর হচ্ছে, এই ইলহামই এই পুস্তকের বিভিন্ন জায়গায় 'লাম'-এর সাথে বারবার এসেছে। বরং পুস্তকের শুরুতেও আর শেষেও; তাই প্রত্যেক জায়গায় লিপিকারের ভুল হওয়া সম্ভব নয়। মোটকথা এই ইলহামগুলো বেশ! যা কখনো মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেবকে ধৃত করে আবার কখনো স্বয়ং ইলহাম লাভকারী সাহেবকে লাঞ্ছনার প্রতিশ্রুতি শোনায়। -লেখক

*** টীকা:** নদী বিভাগীয় কর্মকর্তা হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব অনেক লোকের নিকট বর্ণনা করেন, মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেব এই দিব্য দর্শন বর্ণনা করেছিলেন। এখন এমন প্রমাণ উদ্ধার হয়েছে যা হাফেয সাহেবের এড়ানোর ক্ষমতা নেই। বর্তমানে হাফেয সাহেব জীবনের শেষ প্রান্তে রয়েছেন। এক দীর্ঘ সময় পর তার বিশ্বস্ততা ও তাকওয়া যাচাইয়ের সুযোগ আমাদের লাভ হয়েছে। -লেখক

তিনি আরও বলেন, আমার সন্তানগণ এই জ্যোতি থেকে বঞ্চিত। এটি হচ্ছে হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের বর্ণনা যা আমি হুবহু লিখে দিয়েছি। 'ওয়া লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন' (অর্থাৎ, এবং মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহ তা'লার অভিশাপ)। এই বর্ণনার সত্যতার স্বপক্ষে আরও একটি প্রমাণ হচ্ছে, এই বর্ণনাই অন্য ভাবে এবং অন্য একটি অনুষ্ঠানের সময় মোহতরম আব্দুল্লাহ সাহেব গযনভী হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের আপন ভাই মুন্সী মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের নিকট বর্ণনা করেন আর সেই বর্ণনায় আমার নাম নিয়ে বলেন, পৃথিবীর সংশোধনের জন্য যে 'মুজাদ্দিদ' আসার কথা ছিল আমার মতে তিনি হলেন মির্যা গোলাম আহমদ। একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তিনি এ শব্দ বলেছেন। এ ছাড়া তিনি বলেন, আকাশ থেকে যে জ্যোতি অবতীর্ণ হতে দেখা গিয়েছে সম্ভবত* সেই জ্যোতি হচ্ছেন মির্যা গোলাম আহমদ।

এই দুই ভদ্র মহোদয় জীবিত আছেন আর এ সম্পর্কে অপর সাহেবের স্বাক্ষরিত হাতের লেখা প্রমাণও আমার নিকট সুরক্ষিত আছে। এখন বলো একদল আমাকে কাফের বলে আর দাজ্জাল নাম রাখে এবং নিজের বিরোধীতাপূর্ণ ইলহাম শোনায় যাদের একজন হলেন মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেবের শিষ্য মুন্সী এলাহী বখ্শ সাহেব একাউন্টেন্ট। আর অন্য দল আমাকে ঐশী জ্যোতি মনে করে এবং এ সম্পর্কে নিজেদের কাশ্ফ (দিব্যদর্শন) প্রকাশ করে। যেমন মুন্সী এলাহী বখ্শ সাহেবের গুরু মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেব গযনভী ও পীর 'সাহেবুল আলম'। কত দুঃখজনক বিষয়, গুরু খোদার নিকট থেকে ইলহাম লাভ করে আমার সত্যায়ন করেন আর শিষ্য আমাকে কাফের আখ্যা দেয়। এটি কী কঠিন ফিতনা নয়? এই নৈরাজ্যের কোনভাবে অবসান ঘটানো কী আবশ্যক নয়? আর সেই পদ্ধতি হলো এই, প্রথমত আমরা সেই ভদ্র মহোদয়কে সম্বোধন করি যে নিজের

---

* **টীকা:** স্মরণ রাখা উচিত হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের আপন ভাই মুন্সী মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব যখন অমৃতসরে আব্দুল হক গযনভীর মুবাহেলা অনুষ্ঠানে মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেব গযনভীর এ বর্ণনা প্রায় ৪০০ লোকের উপস্থিতিতে শুনিয়েছিলেন; সে সময় তিনি 'সম্ভবত' শব্দ ব্যবহার করেননি বরং কেঁদে কেঁদে অশ্রুসিক্ত নয়নে নিশ্চিত ও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন যে, মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেব আমার স্ত্রীর স্বপ্ন শুনে বলেছিলেন, স্বপ্নে যে জ্যোতি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীকে জ্যোতির্মন্ডিত করতে দেখা গেছে তিনি হচ্ছেন, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। -লেখক

শ্রদ্ধেয় গুরুর বিরোধিতা করেছে– অর্থাৎ, মুন্সি এলাহী বখ্শ সাহেব একাউন্টেন্টকে। তার জন্য নিষ্পত্তির দুইটি পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিচ্ছি, প্রথমতঃ একটি বৈঠকে আমার বা আমার মনোনীত ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাদের উভয় সাক্ষীকে আব্দুল্লাহ সাহেবের বর্ণনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হোক আর শিক্ষকের সম্মান দৃষ্টিতে রেখে সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হোক। অতঃপর নিজের পুস্তক 'আ'সায়ে মূসা'-কে সমস্ত সমালোচনা সহ কোন আবর্জনায় নিক্ষেপ করে দিক।* কেননা গুরুর বিরোধিতা শিষ্যত্ব সুলভ পুণ্যের পরিপন্থি।

তিনি যদি এখন গুরুর অবাধ্যতা অবলম্বন করেন আর ত্যাজ্য পুত্রের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে চান তাহলে তিনি তো মারা গেছেন তার জায়গায় আমাকে সম্বোধন করুন আর কোন ঐশী পদ্ধতিতে আমার সাথে মীমাংসায় আসুন। তবে প্রথম শর্ত হচ্ছে, যদি গুরুর শিক্ষার অবাধ্য হন তাহলে প্রথমে একটি বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে প্রকাশ করুন যে, আমি আব্দুল্লাহ সাহেবের কাশ্ফ ও

*** টীকা:** মুন্সি এলাহী বখ্শ সাহেবের নিকট যেহেতু ইলহাম হয়েছে যে মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেবের বিরোধিতা গোমরাহির নামান্তর তাই তার উচিত নিজের এই ইলহামকে ভয় করা। আর 'লাতাকূনূ আওয়ালা কাফিরিম বিহি' (অর্থাৎ, তোমরা সেটির প্রথম অস্বীকারকারী হইও না)-এর সত্যায়নস্থল না হওয়া। আর হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের অদৃশ্য কোন অস্বীকারে যেন ভরসা না করে বসেন। হাফেয সাহেব সম্পর্কিত একটি শক্তিশালী অস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। প্রথমত আমরা তাকে একটি বৈঠকে কসম দিব অতঃপর সেই সুনিশ্চিৎ প্রমাণের খোলস উন্মোচন করব। অতঃপর মুন্সি এলাহী বখ্শ সাহেব নিজের পুস্তক 'আ'সায়ে মূসা'-তে মৌলভী আব্দুল্লাহ গযনভী সাহেব সম্বন্ধে লিখেছেন যে, তিনি বড় পুণ্যবান, পরহেজগার, কাশ্ফ ও ইলহাম লাভকারী ছিলেন আর তার সহচার্যে প্রভাব বিস্তারী শক্তি ছিল, আমরা তার তুচ্ছ খাদেম। তিনি যখন এমন মানের বুযুর্গ ছিলেন আর আপনি তার অধম শিষ্য! তাহলে আমার প্রশ্ন হলো, আপনি কেন এমন বুযুর্গের ওপর আক্রমণে ঔদ্ধত্য? আশ্চর্য ! তিনি বলেন, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ঐশী জ্যোতি আর এ ভাবে তিনি আমার সত্যায়ন করছেন অথচ আপনি এ ইলহাম উপস্থান করেন, 'ঈসা নাতওয়াগাশত বা তাসদিক খারে চাঁন্দ' **(অর্থাৎ, দুর্বল ঈসার সত্যায়নকারীগণ কতক গাধা)** এখন আপনিই বলুন যে ব্যক্তি নিজের এমন গুরুকে গাধা আখ্যা দেয় সে কেমন আর তার ইলহাম কি ধরনের? লজ্জা! লজ্জা!! লজ্জা!!!। -লেখক

ইলহামকে কিছুই মনে করিনা আর নিজের কথাকে অগ্রগণ্য মনে করি। এ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। আমি এই ফয়সালার জন্য প্রস্তুত। লিখিত বিজ্ঞাপন উত্তর আকারে দুই সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত হিসাবে আসা বাঞ্ছনীয়।

والسلام علىٰ من اتّبع الهدىٰ

(অর্থাৎ, এবং যারা হেদায়াতের অনুসরন করে তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)

খাকসার

১৫ ডিসেম্বর ১৯০০ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

আরবা'ঈন ৩ ও ৪-এর পরিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمدهٗ و نصلی

(আমরা তাঁর প্রশংসা এবং আশিস কামনা করি)

জাতির প্রতি বেদনার্ত হৃদয়ের এক আহ্বান

আমি আমার প্রবন্ধ আরবা'ঈন এ জন্য প্রকাশ করেছি যেন আমাকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক আখ্যাদাতারা চিন্তা করে যে, আমার প্রতি প্রত্যেক দিক থেকে খোদাতা'লার যে কৃপা রয়েছে আল্লাহর পরম নৈকট্য প্রাপ্ত, অত্যন্ত উঁচু মার্গ বিশিষ্ট ব্যাতিরেকে কোন সাধারন ইলহাম লাভকারীর প্রতিও তা হওয়া সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে এ সম্মান ও মর্যাদা একজন পাপিষ্ট প্রতারকের না'উযুবিল্লাহ কিভাবে লাভ হতে পারে? হে আমার জাতি! খোদা তোমার প্রতি করুনা করুন, খোদা তোমার দৃষ্টি উম্মোচন করুন, বিশ্বাস কর আমি প্রতারক নই। খোদার সমস্ত পবিত্র গ্রন্থসমূহ সাক্ষ্য দিচ্ছে, মিথ্যাবাদীকে দ্রুত ধ্বংস করা হয়ে থাকে। সে কখনো সেই আয়ূ লাভ করে না যা সত্যবাদী লাভ করে থাকে। সমস্ত সত্যবাদীদের বাদশাহ্ আমাদের নবী (সা.), তাঁর ওহী প্রাপ্তির পুরো যুগ হল তেইশ বছর। এই আয়ূ কেয়ামত পর্যন্ত সত্যবাদী হওয়ার জন্য মাপকাঠি। খোদা, ফিরিশতা এবং খোদার পবিত্র বান্দাদের হাজার হাজার অভিশাপ সেই ব্যক্তির ওপর যে এই পবিত্র মাপকাঠিতে অপবিত্র মিথ্যাবাদীকে শামিল জ্ঞান করে। যদি কুরআন করিমের আয়াত **"লাও তাক্বাওওয়াল"**-ও অবতীর্ণ না হতো আর খোদার সকল পবিত্র নবীগণ যদি না বলতেন, সত্যবাদীদের ওহী প্রাপ্তির আয়ূস্কালরূপী মানদন্ড মিথ্যাবাদীরা লাভ করে না; তা সত্বেও একজন প্রকৃত মুসলমানের তার প্রিয় নবী (সা.)-এর সাথে যে ভালোবাসা থাকা উচিত তা কখনও তাকে অনুমতি দেয় না যে সে এই ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অসম্মানজনক শব্দ মুখে আনবে যে, নবুয়তের ওহী প্রাপ্তির এই মানদন্ড– অর্থাৎ, তেইশ বছর যা মহানবী (সা.)-কে দেয়া হয়েছিল, মিথ্যাবাদীও সেটি লাভ করতে পারে। এছাড়া কুরআন শরীফ যেখানে পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছে, এই নবী যদি মিথ্যাবাদী হতো তা হলে ওহী লাভের এই আয়ূস্কালের মানদন্ড তাকে দেয়া হতো না। অধিকন্তু তৌরাত ও

ইঞ্জিলও এ সাক্ষ্যই দিয়েছে; সেখানে কেমন ইসলাম আর কেমন মুসলমান যে, আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে এই সমস্ত সাক্ষ্যকে কেবল একটি অপ্রোয়জনীয় আবর্জনার ন্যায় ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে আর খোদার পবিত্র কথাতে কোনই ভ্রক্ষেপ করা হয়নি। আমি বুঝি না এটি কেমন ঈমানদারী? প্রত্যেক প্রমাণ যা উপস্থাপন করা হয় তা থেকে উপকৃত হয় না আর সেই সব আপত্তি বারবার উপস্থাপন করে যার উত্তর শত শত বার দেয়া হয়েছে। আপত্তি যদি এমন বিষয়েরই নাম হয়ে থাকে যা আমার সর্ম্পকে তাদের মুখ থেকে সমালোচনা স্বরূপ বের হয় তা শুধু আমার জন্যই নয় বরং সেগুলোতে সকল নবীও অন্তর্ভুক্ত হবে। আমার সর্ম্পকে যা কিছু বলা হয় তার সবই পূর্বে বলা হয়েছে। পরিতাপ! এই জাতি চিন্তা করে না, এই কর্মকান্ড যদি খোদার পক্ষ থেকে না হতো তা হলে কেন ঠিক শতাব্দীর শিরোভাগে এটির ভিত্তি রাখা হয়েছে অতঃপর কেউ বলতে পারল না যে তুমি মিথ্যাবাদী আর অমুক সত্যবাদী। পরিতাপ! এ লোকেরা বুঝে না যে, প্রতিশ্রুত মাহদী যদি বিদ্যমান না থেকে থাকেন তাহলে আকাশ কার জন্য চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ-এর নির্দশন প্রর্দশন করেছে। পরিতাপ! তারা এটিও লক্ষ করে না যে, এটি অসময়ের দাবি নয়। ইসলাম নিজের উভয় হাত প্রসারিত করে আকুতি করছিল যে, আমি নির্যাতিত তাই এখনই আকাশ থেকে আমার সাহায্য করার সময়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই হৃদয় চিৎকার করে বলছিল যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে অবশ্যই খোদার সাহায্য ও সহযোগিতা আসবে। অনেক ব্যক্তি এখন কবরে চির নিদ্রায় শায়িত যারা কেঁদে কেঁদে এ শতাব্দীর অপেক্ষা করতো এখন যখন খোদার পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিকে পাঠানো হল তখন কেবল এ ধারণায় যে, তিনি বর্তমান মৌলভীদের সমস্ত বিষয় সর্মথন করেন না, তার শত্রু হয়ে গেল। কিন্তু খোদার প্রেরিত প্রত্যেক রাসূল অবশ্যই একটি পরীক্ষা সাথে নিয়ে আসেন। হযরত ঈসা (আ.) যখন এসেছিলেন তখন দূর্ভাগা ইহুদীদের এই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় যে, এলিয়া পুনরায় আকাশ থেকে অবতীর্ণ হননি; যেমনটি মালাখি নবীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মসীহ আসার পূর্বে এলিয়ার আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। অতঃপর যখন আমাদের নবী (সা.) আর্ভিভূত হলেন তখন আহলে কিতাবের এ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় যে, এই নবী তো বনী ইসরাঈল থেকে আসেনি। এখন মসীহ মাওউদের আর্ভিভাবের সময়ও কোন পরীক্ষা আসা কী আবশ্যক ছিল না? এছাড়া মসীহ মাওউদ যদি ইসলামের ৭৩ ফেরকার সব কথা মেনে নিতেন তাহলে কি অর্থে তার নাম 'হাকাম'

(মীমাংসাকারী) রাখা হত? তিনি কথা মানতে এসেছিলেন না মানাতে এসেছিলেন? এমনটি হলে তার আসাও মূল্যহীন। সুতরাং হে জাতি! তোমরা হঠকারিতা প্রদর্শন করো না, হাজার হাজার বিষয়াদি রয়েছে যা সময়ের পূর্বে বুঝা যায় না। এলিয়ার পুনরায় আগমনের প্রকৃত অর্থ হযরত মসীহর পূর্বে কোন নবী বুঝাতে পারেননি যাতে ইহুদীরা হযরত মসীহকে মানার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। অনুরূপভাবে ইহুদীদের হৃদয়ে ইসরাঈলী বংশধর থেকে খাতামাল আম্বীয়া আগমনের যে ধারণা বদ্ধমূল ছিল সেই ধারণাকেও পূর্বের নবীদের মধ্য থেকে কোন নবী পরিস্কার ভাবে দূরিভূত করতে পারেনি। একইভাবে মসীহ মাওউদ এর বিষয়টিও প্রচ্ছন্ন চলে আসছিল যেন আল্লাহর রীতি অনুযায়ী এক্ষেত্রেও পরীক্ষা হয়। আমার বিরোধীদের যদি মানার সৌভাগ্য না দেয়া হয়ে থাকে তবে আমার পরিণাম প্রত্যক্ষ করার জন্য কিছু সময় মুখ বন্ধ রেখে জিহ্বাকে বিরত রাখা উচিত ছিল। এখন জনসাধারন যে পরিমাণ গালমন্দ করেছে সবগুলোর পাপও মৌলভীদের ঘাড়ে বর্তাবে। পরিতাপ! এ সকল লোকেরা দূরদৃষ্টিকেও কাজে লাগায় না। আমি একজন চিররোগী আর হলুদ বর্ণের সেই চাদর দু'টি সর্বাবস্থায় আমার সাথে রয়েছে যার সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ এসেছে যে সেই দুই হলুদ চাদরে আবৃতাবস্থায় মসীহ অবতীর্ণ হবেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী যার ব্যাখ্যা হলো দু'টি রোগ। অতএব একটি চাদর আমার (দেহের) উপরের অংশে বিরাজমান যা হলো স্থায়ী মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, স্বল্পনিদ্রা এবং হৃদপিন্ডের সংকোচন ব্যাধি যা বারবার দেখা দেয়। আর অন্য চাদরটি যা আমার শরীরের নিচের অংশে রয়েছে, তাহলো সেই বহুমুত্র রোগ যা এক কাল থেকে আক্রান্ত করে রেখেছে আর অনেক সময় রাত বা দিনে শত শত বার প্রসাব আসে। এত বেশি প্রসাবের কারণে যে পরিমাণ কষ্ট, দুর্বলতা ইত্যাদি দেখা দেয় সেগুলো সব আমার সাথে লেগে আছে। অনেক সময় আমার অবস্থা এমন হয় যে নামাযের জন্য যখন সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে যাই তখন আমার নিজের বাহ্যিক অবস্থার নিরিখে আশা থাকে না যে সিড়ির এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে পা রাখা পর্যন্ত জীবিত থাকব। তাই যে ব্যাক্তির জীবনের অবস্থা এই, প্রতিদিন তার মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার অবস্থা থাকে উপরন্তু এমন রোগের পরিণতির দৃষ্টান্তও বিদ্যমান রয়েছে, তাই এমন ভয়ানক অবস্থায় সে কিভাবে মিথ্যা রটনার সাহসটুকুও করতে পারে। সে কোন স্বাস্থ্যের ভরসায় বলে আমার আয়ূ আশি বছর হবে? অথচ চিকিৎসা শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা তাকে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর

সাথে পাঞ্জা লড়ছে বলেই ধারণা করে। এমন ব্যাধিগ্রস্তরা টিবি রোগীদের ন্যায় শীর্ণ হয়ে অচিরেই মারা পরে, 'কারবাঙ্কল' carbuncle– অর্থাৎ, ক্ষত রোগে আক্রান্ত হয়ে তাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। অতএব এমন বিপদসংকুল অবস্থায় আমি তবলীগে ব্যস্ত আছি তা কোন মিথ্যাবাদীর কাজ হতে পারে কী? আমার শরীরে ওপরের অংশে একটি ব্যাধি ও নিচের অংশে একটি ব্যাধিকে যখন আমি দেখি তখন আমার হৃদয় অনুভব করে এগুলো সেই দু'টি চাদরই যার সংবাদ সম্মানিত মহানবী (সা.) দিয়েছিলেন।

আমি কেবল আল্লাহর খাতিরে বিরোধী আলেম ও তাদের সমমনাদের উপদেশার্থে বলছি, গালমন্দ করা আর নোংরা ভাষা ব্যবহার করা ভদ্রতার পরিচায়ক নয়। আপনাদের স্বভাব যদি এমনই হয়ে থাকে তাহলে বেশ, আপনাদের ইচ্ছা। তবে আপনারা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেন তাহলে মসজিদ সমূহে একত্রিত হয়ে অথবা পৃথক-পৃথক ভাবে আমার বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেন আর সকাতরে ক্রন্দন করে আমার ধ্বংস কামনা করার স্বাধীনতা আপনাদের রয়েছে– এই পদ্ধতিও অবলম্বন করতে পারেন। এমতাবস্থায় আমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি তাহলে অবশ্যই সেই দোয়া গুলো গৃহীত হবে আর আপনারা সব সময় দোয়া করেও থাকেন। কিন্ত স্মরণ রাখবেন আপনারা যদি এত দোয়া করেন যে, আপনাদের জিহ্বা ক্ষত হয়ে যায়, সকাতরে ক্রন্দন করে এত সেজদা করেন যে, আপনাদের নাক ক্ষয় হয়ে যায়, অশ্রুপাতে অক্ষিগোলক খসে পড়ে ও চোখের পাতা ঝরে যায়, অধিক কান্নাকাটি-আহাজারির ফলে দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায়, আর পরিশেষে মস্তিস্ক খালি হয়ে চেতনা লোপ পেয়ে মৃগীর আক্রমণ হয় অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে তথাপিও সেই দোয়া কবুল হবে না কেননা আমি খোদার পক্ষ থেকে এসেছি। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে বদ দোয়া করবে সেই বদ দোয়া তারই বিরুদ্ধে বর্তাবে। যে ব্যক্তি আমার সর্ম্পকে এই বলে যে, তার ওপর অভিশাপ বর্ষিত হোক, সে অভিশাপ তার হৃদয়েই বর্ষিত হয়ে থাকে কিন্তু সে উপলব্ধি করে না। যে ব্যক্তি আমার সাথে মল্লযুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে এই দোয়া করে যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে প্রথমে মারা যাক, তার পরিণাম তাই যার স্বাদ মৌলভী গোলাম দস্তগীর ক্বাসূরী গ্রহণ করেছে। কেননা সে সাধারণ মানুষের মাঝে একথা প্রচার করেছিল যে, মির্যা গোলাম আহমদ যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে আর অবশ্যই মিথ্যাবাদী তাহলে সে আমার পূর্বে মারা যাবে। আর আমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি তাহলে আমি পূর্বে মারা যাব। অতঃপর নিজেই দোয়া করে কয়েক দিন পর মারা গেল। সেই পুস্তক যদি

ছেপে প্রকাশিত না হতো তাহলে এই ঘটনাকে কে বিশ্বাস করত? কিন্তু এখন তো সে নিজের মৃত্যুর মাধ্যমে আমার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে গেল। সুতরাং প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আর এমন ধরনের দোয়া করবে সে অবশ্যই গোলাম দস্তগীরের ন্যায় আমার সত্যতার সাক্ষী হয়ে থাকবে। অতএব চিন্তার বিষয় হচ্ছে, লেখরামের নিহত হওয়া সম্পর্কে কতক দুষ্ট স্বভাবের সীমালঙ্ঘনকারী আমার জামা'তকে তার হত্যাকারী আখ্যা দিয়েছিল অথচ সেটি একটি বড় নির্দশন ছিল যা প্রকাশিত হয়েছে আর আমার একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা পূর্ণ হয়েছে। তাই এর উত্তর তো দিক যে, মৌলভী গোলাম দস্তগীরকে আমার জামা'তের কে মেরেছিল? এটি কি সত্য নয়, সে আমার আহ্বান ছাড়া নিজেই এমন দোয়া করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। পৃথিবীতে কেউ মরতে পারে না যতক্ষন আকাশে না মারা যায়। আমার আত্মায় সেই সত্য অন্তর্নিহিত যা ইবরাহীম (আ.)-কে দেয়া হয়েছিল। খোদার সাথে আমার ইবরাহীমী সম্পর্ক রয়েছে। আমার রহস্যকে খোদা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। বিরোধী লোকেরা নিরর্থক নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। আমি এমন বৃক্ষ নই যে তাদের হাত দ্বারা উৎপাটিত হতে পারি। তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী, তাদের জীবিত ও মৃত, সকলে একত্রিত হয়েও যদি আমাকে মারার জন্য দোয়া করে তাহলে আমার খোদা সেই সব দোয়া সমূহকে অভিসম্পাত স্বরূপ তাদের মুখে ছুড়ে মারবেন। লক্ষ্য কর! তোমাদের জামা'তের শত শত জ্ঞানী লোক বেরিয়ে এসে আমাদের জামা'ত ভূক্ত হচ্ছে। উর্ধ্বলোকে একটি আলোড়ন দেখা দিয়েছে। আর ফিরিশতা পবিত্র হৃদয়গুলোকে টেনে এদিকে আকৃষ্ট করছে। এখন এ ঐশী কার্যক্রমকে কি মানুষ বাধাগ্রস্থ করতে পারে? বেশ, যদি কোন শক্তি থেকে থাকে তাহলে বাধা দাও। নবীদের বিরোধীরা যে সকল ধোকা ও ষড়যন্ত্র করে আসছে সেগুলো সব কর আর চেষ্টায় কোন ত্রুটি রেখো না, সর্বশক্তি প্রয়োগ কর, এতই বদ দোয়া কর যে, মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাও, এরপর দেখ, কতটা অনিষ্ট সাধন করতে পার? খোদা তা'লার ঐশী নিদর্শন বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হচ্ছে তথাপি দূর্ভাগা মানুষ বাহির থেকে আপত্তি করে। যাদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত আমরা তাদের কি চিকিৎসা করতে পারি? হে খোদা! তুমি এই উম্মতের প্রতি করুণা কর। আমীন।

বিজ্ঞাপনদাতা, খাকসার
মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

২৯ ডিসেম্বর ১৯০০

আরবাঈনের পরিশিষ্ট

নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণীকে যখন মূল ইব্রানীতে দেখা হয়েছে তখন বুঝা গেল, এতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে , ভণ্ড নবী ধ্বংস হবে। তাই যথার্থ মনে করে এ স্থলে ইব্রানী শব্দে সেই ভবিষ্যদ্বাণী লেখা হচ্ছে। আর তা হলো এই, দ্বিতীয় বিবরণী ১৮ অধ্যায়, আয়াত ১৮-২০।

נביא אקים להם מקרב אחחם כמוך

ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את

כל - אשר אצונו: והיה האיש אשר

לא - ישמע אל - דברי אשר ידבר בשמי

אנכי אדרש מעמו אך הנביא אשר

יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא

צויתי ולדבר יאשר ידבר בשם אלחים אחרים

ומת הנביא ההיא

অর্থাৎ, 'আমি তাদের জন্য তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার ন্যায় একজন নবী প্রেরণ করব। আর তার মুখে আমার বাক্য দিব আমি তাকে যা যা করতে নির্দেশ দিব সে তাদেরকে তা বলবে। আর সে আমার নামে যে সমস্ত কথা বলবে তাতে যদি কেউ কর্ণপাত না করে তাহলে আমি তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহন করব। কিন্তু আমি যে বাক্য বলার নির্দেশ দেইনি যে নবী আমার নামে দুঃসাহস পূর্বক তা বলে অথবা অন্য দেবতাদের নামে যে কথা বলে সেই নবীকে মরতে হবে।'

পাদ্রীগণ উর্দূ বাইবেলে מת 'মাইয়্যেত' শব্দের অনুবাদ 'হত্যা করা হবে' করেছে, এই অনুবাদ সম্পূর্ণ ভুল। ইব্রানী מת 'মাইয়্যেত' শব্দটি প্রকৃত পক্ষে মূল ধাতু অতীত কাল সম্পর্কিত আর এর অর্থ হচ্ছে 'মারা গেছে' বা 'মরে আছে' ইব্রানী বাইবেলে এর ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে, যার মধ্য থেকে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি এখানে লেখা হচ্ছে,

আদি পুস্তক অধ্যায়-৫০, পদ: ১৫
যখন ইউসুফের ভাইয়েরা দেখল (כימת אביהם -কি মাইয়্যেত আবি হাম) যে, তাদের পিতা মারা গেছে তখন তারা বললো যে, সম্ভবত ইউসুফ আমাদের ঘৃণা করবে।

দ্বিতীয় বিবরণ অধ্যায়-১০, পদ: ৬
'তখন বনী ইসরাঈল বেরুত বেনেয়াকোন থেকে মোষেরুতে যাত্রা করলে (שם מת אחרן -সাম মাইয়্যেত আহ্রুন) সেখানে হারুন মৃত্যু বরন করেন এবং সেখানেই কবর দেয়া হয়।'

রাজাবলী-১, অধ্যায়-৩, পদ: ২১
আর আমি সকালে বাচ্চাকে দুধ দেয়ার জন্য যখন উঠি তখন (והבר מת -ওয়াহ্নিয়াহ মাইয়্যেত) দেখি সে মরে পরে ছিল।

বংশাবলী-১, অধ্যায়-১০, পদ: ৫
তার অস্ত্র বাহক যখন দেখল (כי מת שאול -কি মাইয়্যেত শাওয়াল) যে, শৌল মরে গেছে।'

এমন ধরণের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যাতে מת 'মাইয়্যেত' শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে 'মারা গেছে' বা 'মরে আছে'। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে খোদার উক্তিতে যেখানে কাউকে বলা হয় সে অবশ্যই মারা যাবে তখন সেখানেও এ শব্দ অতীত কালে ব্যবহৃত হয়ে ভবিষ্যতের অর্থ দেয় অর্থাৎ যদিও সে মৃত্যু এখনও সংগঠিত হয়নি তথাপি সেটি সংগঠিত হওয়া এতটা নিশ্চিত যে, সে যেন 'মারা গেছে' বা 'মরে আছে'। এমন প্রবাদ প্রত্যেক ভাষায় প্রচলিত রয়েছে। ইব্রানী বাইবেলের আরো কয়েক জায়গায় একই ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

রাজাবলী-২, অধ্যায়-২০, পদ: ১
সেই দিন গুলোতে হিষ্কিয়ের মৃত্যুব্যাধি হয়েছিল তখন আমোসের পুত্র

যিশাইয়া তার নিকট আসে আর তাকে বলে, সদাপ্রভু বলেন: তুমি নিজের ঘরের ব্যাপারে ওসীয়্যত কর (מת אתה ולא תחיה -কি মাইয়্যেত আতাহু ওয়া লাও তাহি ইয়াহু) কেননা তুমি মারা যাবে এবং বাচবে না। লক্ষ্য কর দ্বিতীয় বিবরণের ১৮:১৮ তে এই 'মাইয়্যেত' শব্দের অর্থ এখানকার ন্যায় মারা যাবে অর্থে এসেছে।

যাত্রাপুস্তক, অধ্যায়-১১, পদ: ৫ (ומת כל בכור בארץ מצרים -ওয়া মাইয়্যেত কোল বাকূ বাআরযে মাসরায়েম) আর মিশর ভূমির সকল প্রথম সন্তান মারা যাবে।

রাজাবলী-১, অধ্যায় ১২, পদ: ১৪
আর যখন তোমার পা শহরে প্রবেশ করবে তখন (מת הילד-মাইয়্যেত হেয়ালিদ) সেই সন্তানটি মারা যাবে।

যিরমিয়, অধ্যায়-২৮, পদ: ১৫
তখন যিরমিয় নবী হানানিয় নবীকে বললেন হে হানানিয় শুন, সদাপ্রভু তোমাকে প্রেরন করেননি কিন্তু তুমি এই জাতিকে মিথ্যা বলে বলে আশান্বিত করছ এই কারণে সদাপ্রভু এই কথা বলেন, দেখ আমি তোমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করব (השנה אתה מת -হাশানাহু আতাহু মাইয়্যেত) তুমি এই বছরই মারা যাবে সুতরাং সেই বছর সপ্তম মাসে হানানিয় নবী মারা গেল।

এ স্থলে প্রমাণিত হয় যে, খোদা তা'লার পবিত্র গ্রন্থসমূহ এক মত, ভণ্ড নবীকে ধ্বংস করা হয়ে থাকে। এর বিপরীতে এই অজুহাত করা, আকবর বাদশাহ্ বা রওশন দ্বীন জলন্ধরী নবুওয়তের দাবি করেছে বা অন্য কোন ব্যক্তির দাবি উপস্থাপন করা যে, তারা ধ্বংস হয়নি; এটি আরেকটি নির্বুদ্ধিতার বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতই এটি যদি সত্য হয় যে, ঐ লোকেরা নবুয়তের দাবির পর তেইশ বছর পর্যন্ত ধ্বংস হয়নি তাহলে প্রথমে সেই লোকদের নিজস্ব লেখা থেকে তাদের দাবি প্রমাণ করা উচিত আর তারা খোদার নামে মানুষকে যে ইলহাম শুনিয়েছে সেই ইলহাম উপস্থাপন করা উচিত; অর্থাৎ খোদার রাসূল হওয়া মর্মে আমার প্রতি এ শব্দে ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের ওহীর মূল শব্দ পূর্ণ প্রমাণের সাথে উপস্থাপন করা উচিত। কেননা আমাদের সমস্ত বিতর্ক হচ্ছে নবুয়তের ওহী সম্পর্কিত (তাই) এটি আবশ্যক যে, কতক বাক্য উপস্থাপন করে এগুলো

সম্পর্কে বলতে হবে, এগুলো খোদার কালাম যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

বস্তুত যে ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করেছে প্রথমে তার এই প্রমাণ দেয়া উচিত যে, সেই ব্যক্তি কোন ঐশী বাণী উপস্থাপন করেছে। অতঃপর এই প্রমাণ দেয়া উচিত যে, তেইশ বছর পর্যন্ত যে ঐশী বাণী তার প্রতি অবতীর্ণ হয়ে আসছে সেগুলো কী? অর্থাৎ সেসব বাণী যা ঐশী বাণীর নামে লোকদেরকে শুনিয়েছেন তা উপস্থাপন করা উচিত। যা থেকে বুঝা সম্ভব হবে যে, তেইশ বছরে বিভিন্ন সময়ে সে সব বাণী এ কারণে উপস্থাপন করা হয়েছিল যে, এগুলো খোদার কালাম অথবা কুরআন শরীফের ন্যায় একত্রিকৃত একটি সংকলিত গ্রন্থ হিসাবে এই দাবির সাথে প্রকাশ করা হয়েছিল যে এটি খোদার বাণী যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এমন প্রমাণ মিলবে না ততক্ষন পর্যন্ত বেঈমানের ন্যায় কুরআন শরীফের ওপর আক্রমণ করা আর আয়াত **"লাও তাক্বাওওয়াল"**-কে হাসিঠাট্টায় উড়িয়ে দেয়া সে সকল দুষ্ট লোকদের কাজ যাদের খোদাতে বিশ্বাস নেই আর কেবল বুলিসর্বস্ব কলেমা পড়ে আর অন্তরে ইসলমেরও অস্বীকারকারী।

আরবা'ঈন ২-এর পরিশিষ্ট

৩০ নং পৃষ্ঠা সম্পর্কিত

ঘোষণা!

এই বিষয়টিকে প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করা হয়েছে যে, আরবা'ঈন সংখ্যা ২-এর ৩৭ পৃষ্ঠায় (মূল উর্দূ বইয়ে ৩০ পৃষ্ঠায়) একত্রিত হওয়ার যে তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল অর্থাৎ ১৫ অক্টোবর ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ, সেটি তখন নির্ধারণ করা হয়েছিল যখন আমরা ৭ই আগষ্ট ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রবন্ধ লিখে লিপিকারের নিকট সোপর্দ করেছিলাম; কিন্তু এ সময়ের ভেতর পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেব গুলড়াভী সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে আর তোহ্ফা গুলড়াভীয়া পুস্তিকা লিখতে গিয়ে আরবা'ঈন সংখ্যা-২ ছাপা স্থগিত ছিল। তাই উল্লেখিত সময় এখন আমাদের দৃষ্টিতে যথেষ্ট নয়। সুতরাং আমরা যথার্থ মনে করি যে, ১৫ অক্টোবরের স্থলে ২৫ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হোক, যেন কোন সাহেবের পক্ষ থেকে আপত্তির সুযোগ না থাকে। এছাড়া মৌলভী সাহেবদের জন্য আবশ্যক হবে তারা যেন নির্ধারিত তারিখের তিন সপ্তাহ পূর্বে সংবাদ দেন, কোথায় ও কোন জায়গায় একত্রিত হওয়া পছন্দ করবেন। লাহোর, অমৃতসর না বাটালা? আর এটিও স্মরণ রাখা উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত কমপক্ষে ৪০ জন খ্যাতনামা আলেম ও খোদান্বেষী ব্যক্তির আবেদন আমাদের নিকট না আসবে ততক্ষণ আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হব না।

কাদিয়ান
২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০০

লেখক
মির্যা গোলাম আহমদ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

[আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর রাসূলে করিম (সা.)-এর জন্য আশিস কামনা করি]

পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেব গুলড়াভী

পাঠকগণ অবগত থাকবেন যে, আমি বিরোধী মৌলভী ও গদ্দিনশীনদের নিত্যদিনের মিথ্যা ও অপলাপ প্রত্যক্ষ করে আর অনেক গালমন্দ শুনে, 'আমাদের কোন নিদর্শন প্রদর্শন করা হোক' মর্মে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলাম। যাতে সেই লোকদের মধ্যে পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেব বিশেষ ভাবে সম্বোধিত ছিলেন। সেই বিজ্ঞাপনে বিষয় বস্তুর সারাংশ ছিল, 'এখন পর্যন্ত অনেক ধর্মীয় মোবাহেসা হয়েছে যা থেকে বিরোধী মৌলভীরা আদৌ উপকৃত হয়নি। অপর দিকে তারা যেহেতু সর্বদা ঐশী নিদর্শনের আবেদন করতে থাকেন তাই কোন সময় সেগুলো থেকে উপকৃত হলে আশ্চর্যের কিছু নাই।' এ কারণে এ বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছিল যে, পীর মেহের আলী সাহেব যিনি পীরের উৎকর্ষতা ছাড়া জ্ঞান অনুশীলনের মত্ততায় এবং নিজ জ্ঞানের জোরে আবেগ তাড়িত হয়ে আমার সম্পর্কে কুফরী ফতোয়া সতেজ করেছেন আর জনসাধারণকে উত্তেজিত করার লক্ষ্যে আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে একটি বই লিখেছেন, সেটিতে নিজের জ্ঞানের ভান্ডারের প্রশংসা করে আমার সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে, এই ব্যাক্তি কুরআন ও হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। এভাবে সীমান্ত প্রদেশের লোকদের আমার বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিয়েছেন আর কুরআনদানির দাবি করেছেন। তার এ দাবি যদি সত্য হয় যে, আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানে তাকে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান দেয়া হয়েছে তবে কারো তার অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকা উচিত নয়। নিঃসন্দেহে কুরআনের জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহওয়ালা ও পরহেজগার হওয়াও প্রমাণিত। কেননা আয়াত **"লা ইয়ামাস্সুহু ইল্লাল মুতাহ্হারুন"** (সূরা ওয়াকেআ', আয়াত: ৮০; অর্থাৎ, পবিত্র লোক ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করতে পারবে না) কেবল পবিত্র অন্তঃকরণের লোকদেরই প্রিয় কিতাবের জ্ঞান দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু শুধু দাবি গ্রহণযোগ্য নয় বরং প্রত্যেক বিষয়ের মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝা

যায়। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যম হল পরীক্ষা। কেননা আলোর পরিচয় লাভ হয় অন্ধকারের অস্তিত্বের মাধ্যমেই। খোদা তা'লা যেহেতু আমাকে এ ইলহাম 'আর রাহমানু আল্লামাল কুরআন' দ্বারা সম্মানিত করেছেন। অর্থাৎ, খোদা তোমাকে কুরআন শিখিয়েছেন, তাই পীর মেহের আলী সাহেব আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আরবী ভাষায় কুরআন শরীফের কোন সূরার বাগ্মীতাপূর্ণ ও প্রাঞ্জল তফসীর লেখবেন। সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ে আমার জন্য এ নিদর্শনই যথেষ্ট হবে। তিনি যদি শ্রেষ্ঠ ও বিজয়ী প্রমাণিত হন তাহলে আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে তার বুযুর্গী স্বীকার করব। সুতরাং এ মানসে পদ্ধতি নির্ধারণ করে আমি তাকে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করি, যা কেবলই নেক নিয়তের ভিত্তিতে করা হয়েছিল। কিন্তু এর জবাবে তিনি যে চতুরতা অবলম্বন করেছেন তা থেকে এটি পরিস্কারভাবে প্রমাণিত যে, কুরআন শরীফের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই আর না আছে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন পারদর্শিতা। অর্থাৎ, তিনি পরিস্কারভাবে পলায়নের পথ বেছে নিয়েছেন আর সাধারন প্রতারকদের রীতি মোতাবেক এ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলেন; প্রথমত, হাদীস ও কুরআনের আলোকে নিজের বিশ্বাস সম্পর্কে আমার নিকট সিদ্ধান্ত করিয়ে নিন। অতঃপর মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন ও তার দুই সাথী যদি রায় প্রদান করে যে, মেহের আলী শাহ্-এর বিশ্বাসসমূহ সঠিক তাহলে তখনই বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে আমার বয়া'ত করে নাও। বয়া'তের পর আরবী তফসীর লেখারও অনুমতি হবে। এ উত্তর পাঠে তার অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আমি অতিশয় শোকাহ্ত, উপরন্তু তার সত্যান্বেষণ সম্পর্কে আমার যে সব প্রত্যাশা ছিল তা ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়।

এখন এ বিজ্ঞাপন লেখার কারণ এটি নয় যে,আমাদের তার সত্তায় কোন আশা অবশিষ্ট আছে বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে এই, দুই মাসেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্তরা এখন পর্যন্ত গালমন্দ থেকে বিরত হচ্ছে না।*

*** টীকা:** একাউন্টেন্ট মুন্সি এলাহী বখ্শও নিজের পুস্তক 'আ'সায়ে মূসাতে' পীর সাহেবের মিথ্যা বিজয়ের উল্লেখ করে যাচ্ছে তাই বলেছেন। কোন ব্যক্তি যদি লজ্জাবোধ ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে কোন বিষয় প্রমাণ করে তাহলেও কথাকে গুরুত্ব দেয়া যায়। স্পষ্টতই মুন্সি সাহেবের দৃষ্টিতে পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেব যদি কুরআন ও আরবী ভাষার কিছু জ্ঞান রাখেন যেমনটি মুন্সি সাহেব দাবি করে বসেছেন, তবে এখন নিজের

আর সপ্তাহে কোন না কোন এমন বিজ্ঞাপন এসে যায় যাতে পীর মেহের আলী শাহ্‌কে (সীমাতিরিক্ত গুণকীর্তন করে) আকাশে চড়িয়ে রাখা হয় অপর দিকে আমার সম্পর্কে গালমন্দে কাগজ পূর্ণ থাকে। এছাড়া জনসাধারনকে প্রতিনিয়ত ধোকা দিয়ে যাচ্ছে। আমার সম্পর্কে বলে, দেখ! এই ব্যাক্তি কতবড় অন্যায় করেছে! পীর মেহের আলী শাহ্-এর ন্যায় পুত পবিত্র ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তফসীর লেখার জন্য সফরের কাঠিন্য স্বীকার করে লাহোরে পৌঁছেন অথচ এই ব্যক্তি অসাধারণ মেধাবী, জ্যোতির্বিদ এবং কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানে যুগে অদ্বিতীয় সেই বুযুর্গের আগমনবার্তা শুনে নিজের ঘরের অন্তঃপুরে (দোতলা ঘরের) কোন কোনায় আত্মগোপন করেছে নতুবা হযরত পীর সাহেবের পক্ষ থেকে কুরআনের তত্ত্ব বর্ণনা করা ও আরবী ভাষার বাকপটুতা ও বাক্যালঙ্কার প্রদর্শনের বড় নিদর্শন প্রকাশ পেত। তাই আজ আমার হৃদয়ে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাবের উদয় ঘটানো হয়েছে যা আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে দাড় করাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, এতে পীর মেহের আলী

*** চলমান টীকা:** ঘরে বসেই অন্যদের সাহায্য নিয়েও আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সূরা ফাতেহার চার খণ্ড বিশিষ্ট আরবী তফসীর লেখার জন্য ৭০ (সত্তর) দিন এক দীর্ঘ অবকাশ আর তা তার জন্য কষ্টসাধ্য কোন বিষয় কী? তার সমর্থনকারীরা যদি ঈমানের খাতিরে তাকে সমর্থন করেন তাহলে এখন তাকে তাগাদা দিন। তা না হলে প্রতিযোগিতার জন্য আমাদের এ আমন্ত্রণ আগত প্রজন্মের জন্যও আমাদের পক্ষ থেকে একটি সমজ্জ্বল প্রমাণ হবে। যার জন্য ৫০০ (পাঁচশত) রুপীর পুরুষ্কারও ঘোষণা করলাম, কিন্তু পীর সাহেব এবং তার সমর্থকেরা এই দিকে দৃষ্টি দেননি। স্পষ্ট বিষয়, দুই পালোয়ানের কুস্তি যদি অমীমাংসিত থেকে যায় সে ক্ষেত্রে পুনরায় কুস্তি করানো হয়ে থাকে! তাহলে কি কারণ যে, একপক্ষ নির্বোধ মানুষের সন্দেহ দূর করার জন্য কুস্তি লড়তে প্রস্তুত অথচ দ্বিতীয় পক্ষ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কুস্তির মঞ্চে না এসেই জয় লাভ করে আর নিরর্থক অজুহাত দাঁড় করায়। পাঠক বৃন্দ! খোদার খাতিরে চিন্তা করুন, এ অজুহাত কি কু-মতলব শূন্য যে, প্রথমে আমার সাথে প্রামাণিক বাহাস কর। এরপর নিজের তিন বিরোধী শত্রুর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমার বয়া'তও করে নাও অপরদিকে খোদার সাথে তোমার যে ওয়াদা রয়েছে, 'এমন বাহাস আমি কখনো করব না'– এ কথার কোন ভ্রুক্ষেপ করো না। অতঃপর বয়া'তের পর তফসীর লেখার অনুমতি হতে পারে। এটি হচ্ছে পীর সাহেবের উত্তর যার সম্পর্কে বলা হয়, তিনি চ্যালেঞ্জের শর্ত মঞ্জুর করে নিয়েছিলেন। -লেখক

সাহেবের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হবে। কেননা সারা পৃথিবীর লোকেরা অন্ধ নয়, এদের মাঝে সেই সকল লোকও আছেন যারা কিছুটা হলেও ইনসাফ করতে জানেন। মূলত সেই পরিকল্পনা হচ্ছে, পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেবের সমর্থনে লাগাতার যেসব বিজ্ঞাপনসমূহ প্রকাশিত হচ্ছে, আমি আজ সেগুলোর এ জবাব দিচ্ছি, যদি সত্যিকার অর্থে পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেব কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান, আরবী সাহিত্য এবং বাগ্মীতা অলঙ্কার শাস্ত্রে যুগের অনন্য হন তাহলে নিশ্চিত কথা যে অদ্যাবধি তার মাঝে সেই শক্তিসমূহ বিদ্যমান থাকবে। কেননা লাহোরে আসার এখনও খুব বেশি সময় অতিবাহিত হয় নি। এজন্য আমি এ প্রস্তাব করছি, আমি এ স্থানেই স্বয়ং সূরা ফাতেহার উচ্চাঙ্গীন আরবী তফসীর লিখে এ থেকে নিজের দাবি প্রমাণ করব আর উল্লেখিত সূরার তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্ম দর্শন বর্ননা করব। অপরদিকে হযরত পীর সাহেব আকাশ থেকে আগমনকারী আমার বিরোধিতায় মসীহ ও খুনী মাহদীর সত্যতা এটি থেকে প্রমাণ করবেন। যেভাবে চান সেভাবে আমার বিরোধিতায় সূরা ফাতেহা থেকে উচ্চাঙ্গীন বাগ্মীতাপূর্ণ ও প্রাঞ্জল আরবীতে অকাট্য দলিল ও উচ্চাঙ্গের তত্ত্বজ্ঞান লিখে প্রমাণ করুন। এই উভয় পুস্তক পনের ডিসেম্বর ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সত্তর দিনের মধ্যে ছেপে প্রকাশিত হয়ে যাওয়া উচিৎ। * তখন জ্ঞানী লোকেরা নিজেই পরখ ও বিশ্লেষণ করে নিবে।

পক্ষদ্বয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে না এমন তিন জন জ্ঞানী যারা সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ, যদি কসম খেয়ে বলে দেয়, পীর সাহেবের পুস্তক উচ্চাঙ্গীন, সাহিত্য ও বাগ্মীতায় এবং কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও অধিক সমৃদ্ধ। তাহলে আমি বিশুদ্ধ শরীয়তের শপথ করছি যে, পীর সাহেবকে তাৎক্ষণিকভাবে নগদ ৫০০ (পাঁচশত) রুপী পুরুস্কার দেব। আর এভাবে পীর সাহেবের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীদের যন্ত্রণারও অবসান ঘটবে যা বর্ণনা করে প্রতিদিন তারা বিলাপ করে যে, অযথা পীর সাহেবকে লাহোর আগমনের কষ্ট

*** টীকা:** অর্থাৎ তফসীর লেখা ও ছাপার দিনের মেয়াদও ১৫ ডিসেম্বর ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অন্তর্ভূক্ত। সত্তর দিনের মধ্যে উভয় পক্ষের পুস্তকসমূহ প্রকাশিত হয়ে যাওয়া উচিৎ। -লেখক

দেয়া হয়েছে। এ প্রস্তাব পীর সাহেবের জন্যও যথোপযুক্ত বটে। কেননা পীর সাহেব হয়ত জানেন কিনা, বুদ্ধিমান লোকেরা কিন্তু কখনও এ বিষয়ে একমত নন যে, পীর সাহেবের কুরআনের জ্ঞানে কিছু দখল আছে অথবা তিনি উচ্চাঙ্গীন বাগ্মীতাপূর্ণ আরবী সাহিত্যের এক লাইনও লিখতে পারেন বরং তার বিশেষ বন্ধুদের মাধ্যমে আমাদের নিকট এ বর্ণনা পৌছেছে, তারা বলেন, খুব ভাল হয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পীর সাহেবের আরবী তফসীর লেখার ঘটনা ঘটেনি নতুবা তার সব বন্ধুরা তার কারণে চেহারাবিকৃতি হতে অংশ নিত। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তার কতক বন্ধু যাদের হৃদয়ে এ ধারণাসমূহ বদ্ধমূল রয়েছে তারা যখন পীর সাহেবের উচ্চাঙ্গীন বাগ্মীতা ও প্রাঞ্জলতায় পূর্ণ, অলংকৃত আরবী তফসীর দেখে নিবেন তখন পীর সাহেব সম্পর্কে তাদের যে গোপন সন্দেহ রয়েছে তা দূরীভূত হতে থাকবে আর এ বিষয়টি মানুষকে দলে দলে তার প্রতি আকৃষ্ট করার কারণ হবে; যা এ যুগের এমন পীর সাহেবদের প্রকৃত লক্ষ্য হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় পীর সাহেব যদি পরাজিত হন তবে আশ্বস্ত থাকুন, আমরা তার নিকট কিছু চাইব না আর তাকে বয়া'ত করার জন্য বাধ্য করব না। আমরা কেবল এটি চাই, পীর সাহেব যে গোপন মণি-মুক্তা ও কুরআনের জ্ঞানের পরাকাষ্ঠার ভরসায় আমাকে রদ করার জন্য পুস্তক রচনা করেছেন তা লোকসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে যাক। আর সম্ভবত জুলেখার ন্যায় তার মুখ থেকেও **"আল আনা হাসহাসাল্ হাক্ক্"** (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫২ অর্থাৎ, এখন সত্য প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে) বেরিয়ে আসে। আর তার সংবাদ লেখক অবুঝ বন্ধুরাও যেন জানতে পারে, পীর সাহেব কেমন ধনসম্পদের অধিকারী ব্যাক্তি। তবে পীর সাহেব দুঃখিত হবেন না আমরা তাকে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন বাটালভী, মৌলভী আব্দুল জব্বার গযনভী ও মুহাম্মদ হোসেইন ভী প্রমুখকে নিঃসন্দেহে তার নিজের সাহায্যের জন্য ডেকে নেয়ার অনুমতি দিচ্ছি বরং কিছু লোভ দেখিয়ে দুই চার জন আরব সাহিত্যিককেও ডেকে নিতে পারেন। পক্ষদ্বয়ের তফসীর চার খন্ডের কম যেন না হয়। .....

প্রস্তাবিত মেয়াদ– অর্থাৎ, ১৫ ডিসেম্বর ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। অর্থাৎ,৭০ (সত্তর) দিনে উভয় পক্ষের মধ্য থেকে যদি

কোন পক্ষ সূরা ফাতেহার তফসীর ছেপে প্রকাশ না করে আর এ সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে সে পক্ষ মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে। তার মিথ্যাবাদী হওয়ার ব্যাপারে আর কোন প্রমাণের আবশ্যকতা থাকবে না।

والسلام علىٰ من اتّبع الهدىٰ

(অর্থাৎ- এবং হেদায়াতের অনুসরনকারীর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)

কাদিয়ান
১৫ ডিসেম্বর ১৯০০

বিজ্ঞাপনদাতা
মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

তথ্য সূত্র:

1

পৃষ্ঠা- 81

عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن علی قال ان لمهدینا آیتین لم تکونا منذ خلق الله السموات والارض ینکسف القمر لاول لیلة من رمضان و تنکسف الشمس فی النصف منه ولم تکونا منذ خلق الله السموات والارض۔

(সুনানে দারা কুতনী, দ্বিতীয় খন্ড, কিতাবুল ঈয়দেন, হাদীস নম্বর-1795)

নোট: